RSS LAWYERS
Solicitors & Barristers
T: 02 8712 7913 M: 0468 683 138
E: info@rsslawyers.com.au W: rsslawyers.com.au

Conveyancing of Residential & Commercial Property
● Family Law ● Traffic & Criminal Law ● Civil Litigation
● Wills & Probate ● Business & Commercial Law

All posted correspondence to PO Box: 1209, Lakemba NSW 2195

Lakemba: Suite 2A, Level 1, 108 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Minto: Suite 3, 10 Redfern Road, Minto NSW 2566
(By appointment only)

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney

Your family Chemist
BASSAM DIAB, B.Pharm. M.P.S.
*Agent for Diabetes Australia *Health care Monitoring machinery *Blood Pressure Machine, Blood Glucose Machine *Huge collection of perfumes and other cosmetics
*We have experienced and professional phamacists
90 years of Chemist Ecperience
New branch in Punchbowl
Open now, Address: 757 Punchbowl Road, Punchbowl, NSW 2195, Tel: 0297902377
62 Haldon street, Lakemba Nsw 2195, Ph: 0297591013

The only Bangladeshi Newspaper in Australia

Suprovat Sydney, October-2022, Volume-14, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com

জঙ্গি নাটক কি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার নৌকা?

ড. ফারুক আমিন: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২, রবিবার বিকেল তিনটা। ঢাকার মগবাজারে নিজ বাসায় ছিলেন সদ্য এমবিবিএস পাস করা তরুণ ডাক্তার এবং বর্তমানে এফসিপিএস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকা আঠাশ বছর বয়সী যুবক শাকির বিন ওয়ালী। তার সাথে বাসায় আরো ছিলো তার মা, বোন, স্ত্রী এবং দুই শিশু সন্তান। আচমকা চারজন লোক নিজেদেরকে সিআইডি (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট) সদস্য পরিচয় দিয়ে ঢুকে পরে সে বাসায় এবং জোর করে অপহরণ করে নিয়ে যায় শাকিরকে। শাকিরের বাবা একজন স্বনামধন্য চক্ষু চিকিৎসক ডা. ওয়ালী উল্লাহ। এই ঘটনার সময় তিনি তার কর্মক্ষেত্রে ছিলেন। ঘটনা শুনে সাথে সাথে তিনি ছুটে যান থানায়, কিন্তু পুলিশ তেমন কোন সহযোগিতা করেনি। এর ভেতরে সন্ধ্যার পর আবারও এক দল লোক এসে তাদের বাসায় ঢুকে শাকিরের কক্ষ তল্লাশি করে তার মোবাইল সেটটি নিয়ে যায়। তারাও নিজেদেরকে সিআইডির লোক হিসেবে পরিচয় দেয়। শাকিরের বাবার অনবরত প্রচেষ্টা এবং যোগাযোগের ফলে পরদিন দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এই অপহরণের খবর। কিন্তু পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী সংস্থা তখনো কোন দায় স্বীকার করেনি। তথাপি পত্রপত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের ফলে দুইদিন পর তেরো তারিখে তাকে কাউন্টার টেররিজম এন্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট (সিটিটিসিইউ) গ্রেফতার করেছে এই মর্মে আদালতে নিয়ে জঙ্গীবাদ সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে গ্রেফতার দেখানো হয় এবং রিমান্ডে নেয়া হয়। শাকিরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে সে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন 'আনসারুল ইসলাম' এর সদস্য এবং কুমিল্লায় নিখোঁজ সাত তরুণের আত্মগোপনের সাথে জড়িত। বাংলাদেশের পুলিশের প্রেস রিলিজ বাবদ গণমাধ্যমগুলো দাবী করছে কুমিল্লার ঐ সাত তরুণ না কি তথাকথিত 'হিজরতের উদ্দেশ্যে' বাসা থেকে বের হয়ে নিখোঁজ রয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার অফিসের সংজ্ঞা অনুযায়ী সরকারের নিয়োজিত কিংবা সর্থনপুষ্ট ব্যাক্তি বা দলের হাতে অপহৃত হয়ে অজ্ঞাত অবস্থায় থাকাকে এনফোর্সড ডিজেপিয়ারেন্স বা গুম বলা হয়।

২১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN- 93 600 352 716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Legal Advisor: **Mr Hamad Zreika** (Special Counsel)
Editor in Chief: **Md Abdullah Yousuf**
Editor: **Dr Faroque Amin**
Special Division Editor: **Ahmed Raju**
Distribution: **Arif Rahman**
Webmaster: **Golam Mostafa**
Assist Webmaster: **Mahmud chowdhury**
Graphic Designer: **Mizanur Rahman**
Composer: **Sumon Islam**
Delivery: **Apostolo**

Reporter
Habib Hasan, Abul Bashar, Dr Fakir Munshi, Javed kawser, Iqbal Mahmud

SStv Live Streaming
Noman Masum

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195, Australia.

MBL: 0423 031 546

E-mail
suprovat.ceo@gmail.com

Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887

Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

চলতি বছরের নবম মাসটি কালপরিক্রমায় পার হয়ে গেলো। সবসময়ের মতো এ মাসেও সারা পৃথিবী জুড়ে ঘটেছে নানা ঘটনা। বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজে চলছে একই বিশৃঙ্খলা এবং হীরক রাণীর দাপুটে লুটপাট। অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে যোগ হয়েছে কিছুটা অনিশ্চয়তা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ মাসে আবারও ইন্টারেস্ট রেট বাড়িয়ে চেষ্টা করছে মুদ্রাস্ফীতি সামাল দেয়ার।

সবকিছুকে পেরিয়ে এ মাসের শুরুতে বৃটেনের রাণীর মৃত্যুর ঘটনা পুরো পৃথিবীতে আলোড়ন তুলেছে। যদিও বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার সুযোগ নেই, তথাপি আনুষ্ঠানিক গুরুত্বের কারণে পুরো পৃথিবীতে বৃটেনের রাজপরিবার মনযোগ পায়। ৭০ বছর এবং ২১৪ দিন রাণী হিসেবে থাকার পর রাণী এলিজাবেথ মৃত্যুবরণ করেন। কমনওয়েলথের রাণী হিসেবে তিনি অস্ট্রেলিয়ারও রাণী ছিলেন। মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁর পুত্র এবং ভূতপুর্ব প্রিন্স অফ ওয়েলস, বর্তমানে কিং চার্লস।

রাণী এলিজাবেথের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ কিংবা তাদের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এই অনুষ্ঠানে গিয়েছেন। অনুষ্ঠানের চাপ সামলাতে সবাইকে কমার্শিয়াল বিমানে যাওয়ার অনুরোধ করা হলেও শেখ হাসিনা চিরাচরিত নিয়মে পুরো একটি বিমান দখল করে বৃটেনে যান। এ সময় লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে চার্টারড বিমানের অবতরণ নিষিদ্ধ থাকায় বাড়তি জরিমানা গুনে এই বিশেষ বিমানটি অন্য একটি আঞ্চলিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

শেখ হাসিনাকে অভ্যর্থনা জানায় বাংলাদেশের হাই-কমিশনার এবং আওয়ামী লীগের লোকজন। ঐ দেশে তার যাওয়াতে কারো কোন ভ্রুক্ষেপ না হলেও তিনি বাংলাদেশী মিডিয়াগুলোর সামনে তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলেছেন রাণী এলিজাবেথ না কি তাকে কোন কমনওয়েলথ সম্মেলনে না দেখলে অন্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, হাসিনা কোথায়? তাকে দেখছি না কেন?

এই আবেগী হাস্যকর কথাবার্তাকে বাংলাদেশের গণমাধ্যমগুলো প্রচন্ড গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করে জনগণের সামনে হাসিনার ভাবমূর্তি তৈরির আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলেও মূলত তা সাধারণ মানুষের মনে হাস্যরসের জন্ম দিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনেককেই দেখা গেছে তাকে মৃত মানুষের রেফারেন্স দিয়ে কথাবার্তা বলার জনক আবদুল গাফফার চৌধুরীর শিষ্য হিসেবে আখ্যায়িত করে কৌতুক করতে।

হাসিনার এইসব বালখিল্যতা নিয়ে বর্তমানে অনেকেই কৌতুক করলেও মূলত বাংলাদেশর মতো দরিদ্র দেশের ও ন্যুজ অর্থনীতির দেশের তার এই বিলাসচারিতা দেশের জনগণের জন্য একটি প্রচন্ড কষ্টকর বোঝা। বৃটেন থেকে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করে তিনি দুই শতাধিক সফরসঙ্গী নিয়ে আমেরিকা গিয়েছেন। যে সম্মেলনে যোগদান করার জন্য জার্মান চ্যান্সেলর কেবলমাত্র একজন সেক্রেটারিকে সাথে নিয়ে গিয়েছেন, সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী গিয়েছেন শত শত মানুষ নিয়ে। যে দেশে মানুষ ঠিকমতো খেতে না পেরে পুষ্টিহীনতায় ভুগে, যেখানে সন্তানের যথাযথ শিক্ষা নিশ্চিত করার খরচ যোগাতে পারেনা অসংখ্য মানুষ, যে দেশে সামান্য মজুরির জন্য আধুনিক দাসত্বের যাঁতাকলে পিষ্ঠ হচ্ছে কোটি কোটি গার্মেন্টস শ্রমিক এবং প্রবাসী, তাদের মানবেতর জীবনযাত্রাকে পায়ে মাড়িয়ে লুটেরা প্রধানমন্ত্রীর এই যথেচ্ছা বিলাস একটি নিন্দনীয় এবং ঘৃণ্য কাজ।

৫ নভেম্বর থেকে সিডনির ল্যাকেম্বায় ব্যতিক্রমধর্মী বাণিজ্য মেলা শুরু

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনির ল্যাকেম্বার ইউনাইটিং চার্চ হলে আগামী ৫ নভেম্বর ২০২২ থেকে বাণিজ্য মেলা শুরু হবে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য এ মেলায় কোন এন্ট্রি ফি নেই। গত ১৯ সেপ্টেম্বর (সোমবার) ২০২২ সন্ধ্যায় লেকেম্বার কোন এক রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্স এ তথ্য জানানো হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ল্যাকেম্বার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

মেলার আয়োজক, জেজে অপূর্ব এবং নামিদ ফারহান প্রেস কনফারেন্সে জানান যে, এ মেলায় বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য কোন রকম বরাদ্দকৃত স্টল ফি নেই। শুধুমাত্র কমিউনিটির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করার জন্য এবং কমিউনিটি ওয়ার্ক হিসাবে কোন স্টল ফি ধার্য করা হয়নি। তবে কিছু সহজ শর্তাবলী প্রযোজ্য আগ্রহীদের জন্য। এ ক্ষেত্রে এ বাণিজ্য মেলাটি ব্যতিক্রম বলে দাবি করা হয়। বাণিজ্য

পি টি ওয়াই লিমিটেড, সিডনীতে বাংলাদেশী কমিউনিটির ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে পাঁচ মাস ব্যাপী (প্রতি মাসের প্রথম শনিবার, সকাল ১০ঘটিকা থেকে রাত ১০ ঘটিকা পর্যন্ত) এ মহতি উদ্যোগকে সবাই সাধুবাদ জানিয়েছেন। সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা আরো জানান, নিকট ভবিষ্যতে তাদের এই কমিউনিটি ওয়েলফেয়ার স্কীম সিডনী ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহরের বাংলাদেশী কমিউনিটির স্বার্থে পরিচালনা করবেন।

মেলায় অংশগ্রহণে আগ্রহীদের জন্য ছয়টা সহজ শর্তাবলীগুলো তুলে ধরা হলো এবং আবেদন করার জন্য বাণিজ্য ফেসবুক গ্রুপে সংযুক্ত হয়ে আবেদন করার অনুরোধ করা হলো। স্টল সংখ্যা সীমিত হওয়াতে সব শর্তাদি পূরণে অগ্রগণ্য ব্যবসায়ীরা ফ্রি স্টলের জন্য অগ্রাধিকার পাবেন।

শর্ত-১: প্রতি মাসে বাণিজ্য গ্রুপে ১০ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

শর্ত-২: ৫ বার, প্রতি মাসে নিজের ওয়ালে মেলা তে আপনার কাঙ্খিত উপস্থিতি প্রমোট করতে হবে।

শর্ত-৩: প্রতি মাসে আপনার ৩ জন সন্তোষজনক রিভিউ দিতে পারে এমন গ্রাহক/ ক্রেতার সাথে পরিচয় করে দিতে হবে।

শর্ত-৪: একই পরিবার থেকে মাত্র একজন ব্যবসায়ী স্টল পাবে।

শর্ত-৫: দিন শেষে আপনার বরাদ্দকৃত স্থান, আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে।

শর্ত-৬: আপনার দ্বারা নিজের, অন্য কারো, ভেন্যুর এবং সর্বোপরি বাণিজ্যের কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতি হলে 'শুধু মাত্র; আপনি সেই ক্ষতিপূরণে সম্পূর্ণ ভাবে দায়গ্রস্ত।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES

Columnist Nozaina

Physical activity means any movement in the body that requires energy expenditure. It reduces the risk of many diseases such as cancer, stroke, type 2 diabetes, and coronary heart disease and lowers the risk of death by up to 30%.

Children under five years
Being active physically is essential for the healthy development and growth of babies, toddlers, and preschoolers. Physical activity of any intensity must be encouraged for this age group, including light to energetic physical work.

Babies (under one year)
Babies should be encouraged to be energetic throughout the daytime. If they are not crawling, inspire them to be physically active by moving their head, limbs, and body, pulling, grasping, and pushing during their daily routine. Lay down the babies on their backs so they can kick their legs. Once the babies start crawling, let them crawl around the floor. Let them play outdoors. It will help them to learn about their surroundings. Tummy time is essential for babies because that will help in muscle development which babies need for crawling and sitting.

Toddlers (1 to 2 years)
Toddlers should be physically active daily for at least 3 hours. This time should spread throughout the day, including playing outside. Physical activity for three hours can include light activity (playing, rolling, moving around, and standing up) and energetic activity (running, skipping, hopping, and jumping). Active play such as playing in the water, bike riding, climbing frames, ball games, and chasing games are the best for the baby to keep moving. Let your child walk with you. Children love going to the park, where they can swing and climb. Try to involve your child in household tasks like unpacking the shopping bags.

Preschooler (3-4 years)
Preschoolers should be physically active for at least 3 hours per day by doing different physical activities. Three hours of physical activity must include one hour of moderate to vigorous strength activity. Children under five years should not be inactive for a long duration. Traveling by car, watching tv, or strapping into a buggy for a long time is not appropriate for the development and health of the baby. Children under five years of age can be involved in jumping, waking, dancing, tummy time, playing with blocks, swimming, playground activities, skipping, climbing, throwing, catching, scooting, bike riding, and outdoor activities.

Children and young people (5-18 years)
Young people and children should be encouraged to do at least two types of exercise (aerobic and exercise to support their bones and muscles). Young people and children must involve themselves in at least 60 minutes of vigorous or moderate-intensity physical activity (per day) across the week. They should involve in physical activities and spend less time lying down or sitting. Moderate physical activity increases heart rate and makes you breathe faster, such as walking, jumping, catching, running, swimming, skipping, dancing, cycling, and sports (tennis or football). Gymnastics, martial arts, jumping, football, press-ups, sit-ups, resistance exercise with a weight machine, handheld weights, and exercise bands.

Adults aged (19 to 64 years)
Adults should do physical activity every day. Exercise once or twice a week reduce the possibility of stroke or heart disease. Adults must aim to do 75 minutes of vigorous-intensity or 150 minutes of moderate-intensity activity. They can achieve weekly physical activity targets by a mixture of moderate, vigorous-intensity activity or numerous short sessions of very vigorous-intensity physical activity.
Spend less time while sitting or lying down

Do exercise daily or 4 to 5 days a week
These physical activity guidelines are also suitable for new mothers or gestation women.
When women start physical exercise after the baby's birth, they should confirm that their physical activity choice reflects their activity level before gestation. After 1.5 months or two months of postnatal checkup, they can start more intense activities, if they can do. If they were inactive before the birth of the baby, then vigorous activities are not recommended. Vigorous intensity activity makes you respire hard and fast. Weekly 75 minutes of vigorous-intensity activity provide many health benefits. These activities include walking up the stairs, skipping, aerobics, martial arts, gymnastic, and sports such as hockey, tennis, netball, rugby, and football.
Vigorous activities include interval running, lifting heavy weights, sprinting up hills, circuit training, and spinning classes.
Moderate aerobic movement increases heart rate, which includes brisk walking, bike riding, water aerobics, dancing, hiking, rollerblading, and pushing a lawn mower. Muscles strengthening activities include Pilates, tai chi, yoga, weight lifting, push-ups, sit-ups, shoveling, and digging.
Must do these activities at least two days a week.

Older people
Older people must have to do some exercise every day. It may decrease the hazard of numerous illnesses. Older people aim to do physical activities that improve their flexibility, balance, and strength at least two days a week. They should do at least 75 minutes of vigorous-intensity activity or 150 minutes of moderate-intensity activities. They should have to reduce the sitting and lying time. Light activities for older people include moving around the home, making a cup of tea, vacuuming, dusting, cleaning, standing up, and walking.
Physical activity has many health benefits. It reduces the risk of heart diseases, helps to control weight, manage blood sugar and insulin level, improve mood and mental health, strengthen bones and muscles, reduce the risk of cancer, improve sleep, and help to keep learning, thinking, and judgment skills sharp as you age.
On the other side, inactivity increases the risk of many diseases. It is important to sit less. Sitting for a long time slows down the metabolism. It affects the body's ability to regulate blood sugar levels and blood pressure. It is healthy for people of all age groups to be active physically.

- Do not leave a child in a pram for more than one hour at a time
- Reduce time spend in front of the tv
- Encourage the participation of children in household works such as table setting
- Try to take a walk break as you take a tea or coffee break
- Use stairs as much as you can

Hon Tony Burke MP Reassured His Support for Freedom of Speech and Human Rights in Bangladesh

Suprovat Sydney

A team led by Suprovat Sydney's Editor-in-Chief and Editor has met Hon Tony Burke MP on 14 September 2022, Wednesday afternoon in his office in Punchbowl, Sydney. They congratulated him on the recent electoral win. They expressed their hope that the Member of Parliament will continue to serve the people, only towards better, with his further responsibilities as the Minister of Employment and Workplace Relations and Minister for the Arts of Australia.

Honourable MP welcomed the team and said he is well aware of the role of Suprovat Sydney in the community. The team also informed him that Suprovat Sydney is the only Bengali community newspaper currently being printed and circulated in Australia.

In this meeting, Suprovat Sydney's team consisted of the Editor-in-Chief, Md Abdullah Yousuf, and the Editor, Dr. Faoruqe Amin. They were also accompanied by the representatives of Bangladeshi Refugee in Australia Inc, Nasir Ahmed, and Rashed Ahmed.

Md Abdullah Yousuf Shamim informed the minister about the plight of refugees in Australia, many of whom are suffering from severe problems and issues, although they have acquired various skills and been contributing to the economy over the years.

Dr. Faroque Amin informed the minister about Bangladesh's ongoing freedom of speech and human rights situation. He mentioned that a brother of the Editor of a Bengali community newspaper (Surma) published in London was arrested in Bangladesh the previous day. Similar arrests of family members of Bangladeshi media personnel living overseas have become standard tactics adopted by the oppressive regime.

Hon Tony Burke MP, in response, assured the team that his party and government always stand for freedom of speech and human rights. He thanked everyone for their support and wished to continue the cooperation to build a better future for the community.

সিডনিবাসীদের জন্য কবর অতি স্বল্প মূল্যে!

Muslim Lawn

Kemps Creek Memorial Park has a dedicated lawn for the Muslim community with peaceful rural vistas.

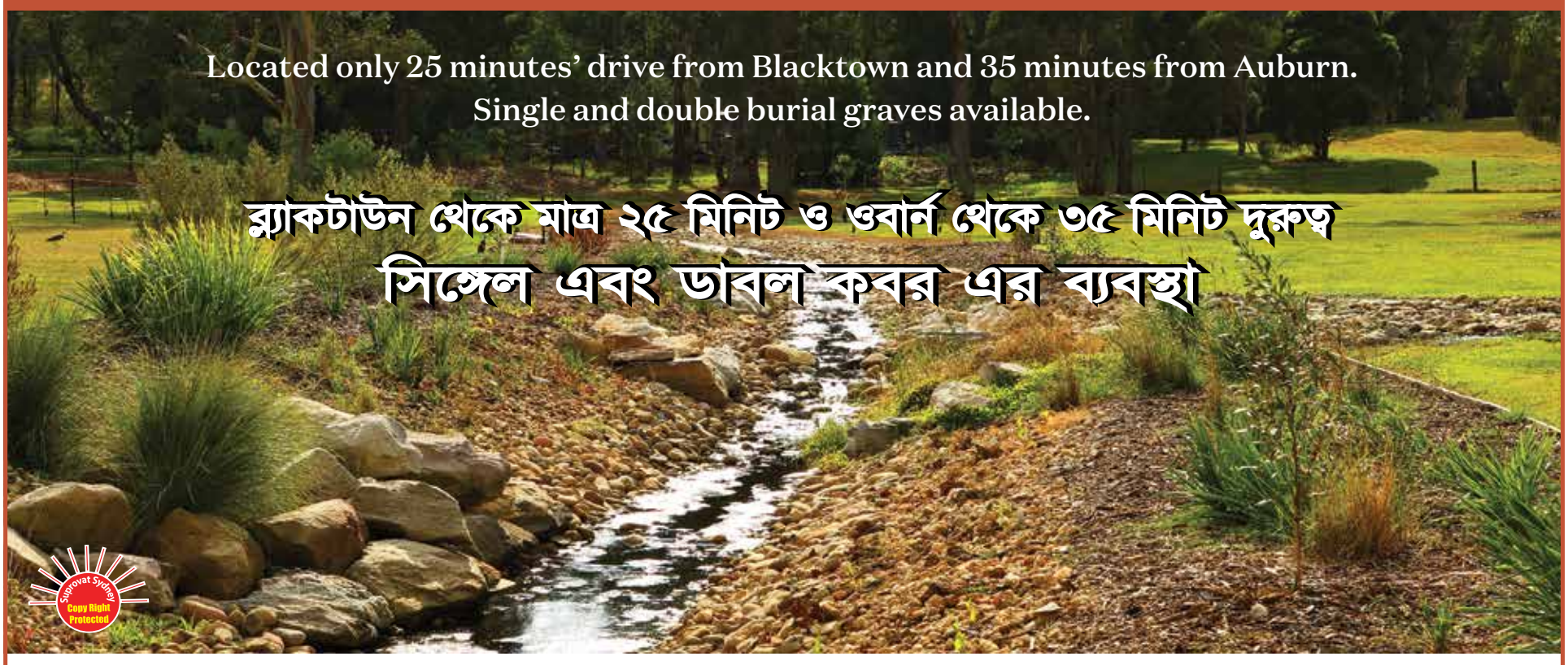

Part of the local community

Call us on **02 9826 2273** from 8.30am-4pm
Visit www.kempscreekcemetery.com.au

Kemps Creek Memorial Park

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

NEWS OF HON TONY BURKE MP

Minister for Employment and Workplace Relations and Minister for the Arts

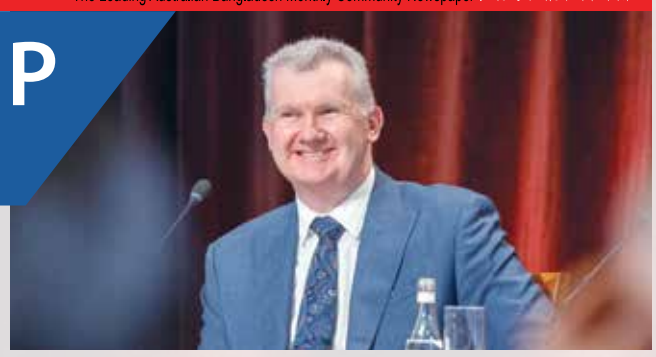

Photo Credit: Facebook page of Tony Burke MP

Ultra-fast NBN services now ready for order in Canterbury and Earlwood

Media Release

Eligible residential homes and businesses in parts of Canterbury and Earlwood can now place an order to upgrade their copper NBN connection to Fibre to the Premises (FTTP).

These upgrades will be available on demand where a customer in an eligible premise seeks a higher speed service through their Retail Service Provider.

This will allow residents and businesses to take advantage of the faster speeds which are increasingly important in a digital society and economy.

To further expand the benefits of fibre connections, the Australian Government has also committed to enabling an additional 1.5 million premises to transition from Fibre to the Node (FTTN) to Fibre to the Premises (FTTP) by 2025 – a significant proportion of which will be in regional areas.

Under the Australian Government's plan:

- Around 80 per cent of all regional and remote premises will have access to plans based on wholesale speeds of 100 Mbps or more by late 2025. This was estimated at 33 per cent in March 2022.
- 93 per cent of all Australian homes and businesses will have access to plans based on wholesale speeds of 100 Mbps or more.
- Close to 90 per cent of the NBN fixed-line footprint will have access to plans based on wholesale speeds of 500Mbps to close to gigabit speeds.

For more information on upgrade eligibility, visit www.nbn.com.au/fibreupgrade.

Photo Credit: Facebook page of Tony Burke MP

Quotes attributable to the Minister for Employment and Workplace Relations, the Hon Tony Burke MP:

"We've always said that fibre to the premises was a far better option for families and businesses and I'm really pleased we're able to roll this out to parts of Canterbury. "Fibre means a faster, more reliable internet connection for businesses and families in Watson".

"Rather than relying on last century's copper-wire technology like the last government – we're investing in fibre for the future."

From Tony Burke MP's social media platforms

On 13 September 2022

Today we've lost a great Australian.

A Boon Wurrung, Dja Dja Wurrung, Woiwurrung and Yorta Yorta man – Jack Charles was a beloved and respected elder, gifted actor, musician and potter.

A trailblazer for First Nations artists, Jack helped found Australia's first Indigenous theatre company – Nindethana Theatre – in the 1970s at Melbourne's Pram Factory.

Uncle Jack was a fierce advocate of equality, respect and truth-telling, as well as a champion of the next generation of First Nations artists - an impact that will be felt for years to come. My thoughts today are with his family and loves ones.

On 7 September 2022

Today I had to give 22 employers - employing dental hygienists, dental therapists and health therapists - permission to bargain together. That's how much red tape is in this system.

So we have workers wanting to bargain with employers, 22 employers wanting to bargain together and yet the current red tape system means it has to come all the way to the Minister for permission AND THEN to the Fair Work Commission. We need to get rid of this red tape in order to get wages moving.

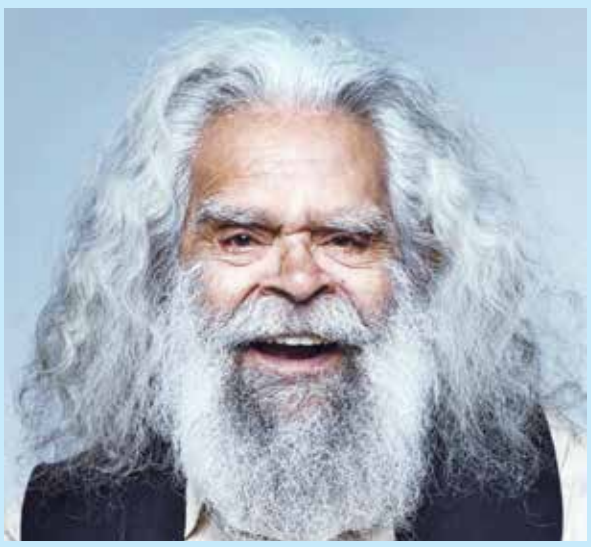

Photo credit: Kristoffer Paulsen

Tony Burke said that the country's workers have yet to receive what's due to them

Human Resource Director

Australia's minister for employment and workplace relations, Tony Burke, said that the country's workers have yet to receive what's due to them, a priority that the federal government strongly advised employers to consider.

"More Australians are in jobs and getting the work hours they want – but they're still not getting the wage increases they need," Burke said in a media release.

The minister referred to a new report from the Australian Bureau of Statistics (ABS) which showed that "the number of people employed is up – by 33,500 – and the number of underemployed is down." The government clarified that the country's unemployment rate "remains at an historically low level," and the slight uptick is due to "a welcome increase" in the participation rate.

Two states have registered their lowest unemployment rates since records began in 1978, with South Australia at 3.9% and Queensland at 3.2%. Burke has described the current data as "particularly encouraging."

However, the minister added that "these economic circumstances should be resulting in stronger wages growth."

"These results once again demonstrate why we need to update the workplace system and close the loopholes that are undermining wages growth," Burke said.

Burke said that the recently concluded Jobs and Skills Summit was crucial in bringing employers, unions and other groups together to address critical issues.

"As the summit made clear, our nation needs to do a better job at reducing barriers to employment so that all Australians have the opportunity to participate to their full potential – in secure and safe work, with decent wages," he said. "Our goal is to build a better, better-trained and more productive workforce, boost incomes and living standards, and create more opportunities for more Australians."

Burke highlighted ABS' recently released data with the following key points:

- The seasonally adjusted unemployment rate increased to 3.5% in August.
- However, the level of seasonally adjusted employment increased by 33,500 in August.
- The participation rate increased by 0.2 percentage points over the month, to 66.6%. That's close to the record high of 66.8% in June 2022.
- This increase equated to a 47,500 rise in the labour force over the month, to 14,079,800 in August.
- The underemployment rate decreased by 0.1 percentage points over the month, to 5.9%.
- This is well below the 8.8% recorded in March 2020 (when Australia recorded its 100th case of COVID-19).
- The employment-to-population ratio increased over the month by 0.1 percentage points, to 64.3%, close to the record high of 64.4% in June.
- The youth unemployment rate rose by 1.4 percentage points over the month, to 8.4% in August. However, it remains well below the 11.6% recorded in March 2020.
- The youth participation rate fell by 0.2 percentage points over the month, to 71.5% in August, but remains well above the 68.3% recorded in March 2020.

"Results underscore the resilience and strength of demand in the Australian labour market," Burke said. "Expectations for low unemployment remain solid. But with a labour market this tight we should be seeing stronger wage growth – and our government is committed to delivering it."

Courtesy of Human Resources Director, published in its website (https://www.hcamag.com/au) on 23 September 2022.

অস্ট্রেলিয়ায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) অস্ট্রেলিয়ার উদ্যোগে ৪৪ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সিডনির লাকেম্বাস্থ একটি রেস্তরাঁয় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা মো. মোসলেহ উদ্দিন হাওলাদার আরিফ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত করা হয় এবং প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ দলীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিপি কৃষিবিদ ডক্টর কামরুজ্জামান কায়সার, বিএনপি অস্ট্রেলিয়ার নেতা কামরুল হাসান আজাদ, আব্দুস সামাদ শিবলু, যুবদলের সভাপতি খাইরুল কবির পিন্টু, কামরুল ইসলাম শামীম(ইঞ্জিনিয়ার), এস এম খালেদ, মৌহাইমেন খান চৌধুরী মিশু, এম ডি কামরুজ্জামান, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন রাজু, গোলাম রাব্বী শুভ্র, জাসাস সদস্য সচিব মাহবুব রহমান সর্দার মামুন, বিএনপির মানবাধিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির আহম্মেদ , আনোয়ার হোসেন, পবিত্র বড়ুয়া।

বিএনপি নেতা মো. কুদরত উল্লাহ লিটনের পরিচালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন নূর মোহাম্মদ মাসুম, ওমর ফারুক, খোরশেদ আলম, অসিত গোমেজ, আব্দুল করিম, জুবাইল হক মানিক, মোহাম্মদ জসিম, মোহাম্মদ কবির আহম্মেদ,পংকজ কুমার, আবদুল গফুর প্রমুখ ।

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা যে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শুরু করেছি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে, সেই গণতন্ত্র রক্ষার যুদ্ধে আমাদের জয়ী হতে হবে। আলোচনা সভার শেষে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয়।

রূপায়ণ সিটির ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতির কমিটি গঠন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ঢাকার উত্তরাস্থ রূপায়ন সিটি ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতির ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিরর আহবায়ক নির্বাচিত হয়েছেন অভিনেতা, প্রযোজক ও বলয় মাল্টিমিডিয়ার কর্ণধার মো. এহসানুল হক সেলিম। রূপায়ণ সিটির ফ্ল্যাট মালিকদের সাধারণ সভায় সকলের সম্মতিক্রমে এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন, আনম আব্দুস শহিদ, নাসিরুল আলম বাবুল, নাজমুল হোসাইন, মো. বাবর আলী, মো. সোহেল খান, মো. খোরশেদ আলম, তপন চন্দ্র সাহা, নজরুল ইসলাম, আল আমিন, মো. এরশাদ উল্লাহ।

রূপায়ণ সিটি উত্তরা ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতির নবনির্বাচিত আহবায়ক মো. এহসানুল হক সেলিম জানান, রূপায়ণ সিটি উত্তরা ফ্ল্যাট মালিক কল্যাণ সমিতির সার্বিক উন্নয়ন ও সমস্যা সমাধান করার লক্ষে "আমি না আমরা" এই নীতিতে অটল থেকে সকলে একত্রে সহযোগিতা করার আশ্বাস ব্যক্ত করছি।

তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

লন্ডন থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটনের বড় ভাই নূর আলম চৌধুরী পারভেজকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। ১৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নোয়াখালী জেলা সদরের নিজ বাসা থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। কোনো ধরণের গ্রেফতারি পরওয়ানা বা কোনো অভিযোগ ছাড়াই একমাত্র মেয়ে ও স্ত্রীর সামনে থেকে তুলে নেয় ডিবি পুলিশের লোকজন।

আমরা এ ধরনের অপহরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শীঘ্র তাকে মুক্তি দেবার জোর দাবি জানাচ্ছি।

এম, এ, ইউসুফ শামীম
প্রধান সম্পাদক, সুপ্রভাত সিডনি

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ফ্যাসিবাদের অব্যবস্থাপনায় সঙ্কটে বাংলাদেশ

E-mail: suprovat.ceo@gmail.com # Web: www.suprovatsydney.com.au

ফাইজুল ইসলাম-মানবাধিকার ও পরিবেশ কর্মী, মেলবোর্ন অর্থনীতি, নির্বাচন ও মানবাধিকারের প্রশ্নে ক্রমশ গভিরতর হচ্ছে বাংলাদেশে চলমান সংকট। ডলারের আভাবে দেশের জনগনকে নানান রকম কৃচ্ছতাসাধনে বাধ্য করে চরম দুর্ভোগে রাখলেও থেমে নেই বিশাল সফরসঙ্গী নিয়ে শেখ হাসিনার বিদেশ ভ্রমনের অপব্যায়। সম্প্রতি ভারত সফর শেষে ইংল্যান্ডের রানীর শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য লন্ডন সফর করে জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে ১৬৮ জন সঙ্গী নিয়ে সফর করছেন নিউ ইয়র্ক। প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছেন ভোট কারচুপি ও মানবাধিকার লংঘন বিশেষত গুম এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে হামলা মামলার বিষয়ে। বিবিসিতে একটি সাক্ষ্যাতকারে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন ও মানবাধিকার লংঘন থেকে বের হয়ে আসতে তার সদিচ্ছা আছে কি না জানতে চাইলে তিনি মিথ্যা ও অপ্রাসঙ্গিক ইতিহাস বর্ণনা করে পাশ কাটিয়ে যান। তবে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনারে সফর ও বিদেশী সরকার ও সাংবাদিকদের প্রশ্নের মাত্রা থেকে শেখ হাসিনা একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন যে গুম ও ভোট বিষয়ে উত্থাপিত প্রশ্নের সমাধান ব্যতীত তিনি পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশ গুলোতে ভিড়তে পারবেন না। তবে গুমের ব্যাপারটা এতোটাই জঘন্য মানবতা বিরোধী অপরাধ যে ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন বলে পার পাওয়া যাবে না। ইতিমধ্যেই মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় নিজেদের ও পরিবারের পশ্চিমা স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেছে ছয় শীর্ষ জল্লাদ। মানবতা বিরোধী অপরাধ বিধায় গুমের তদন্ত ও বিচার যত বছর পরেই হোক না কেন আন্তর্জাতিক আদালতে হবেই। মাপ বা চেপে যাবার সুযোগ একেবারেই নেই।

গুম নিয়ে জবাব দিতেই হবে বুঝতে পেরে শেখ হাসিনা সরকার এখন উত্তর না দেয়া থেকে সরে এসে মিথ্যা নাটকের মাধ্যমে বুঝ দেবার চেষ্টা নিয়েছে। গুমকে সেচ্ছায় আত্মগোপন হিসেবে দেখাতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো মরিয়ম মান্নানের মা নাটক। এগার জন তরুণকে নিখোঁজ করে জঙ্গি হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। পরিকল্পিত অঘটন ঘটিয়ে এদেরকে নাটকীয় ভাবে বের করে আনা হবে বলে ধারনা করছি। তবে মিথ্যা দিয়ে সত্য আপরাধ ঢাকা যায় না। এই সব অতি চালাকির গলায় দড়ি পড়বে। মানবাধিকার নিয়ে বিশ্ব উদ্বেগ ও প্রচারনার ফল রাজনীতি ছাড়িয়ে অর্থনীতিতেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বাংলাদেশের মানবাধিকারের ইমেজ সংকটে রপ্তানি বাণিজ্য খতিগ্রস্থ হচ্ছে। গুমের এর সাথে যুক্ত হচ্ছে রাজপথে সভা সমাবেশে গুলি করে মানুষ হত্যা। তেল, গ্যাস বিদ্যুতের দাবিতে রাজপথে নেমে পুলিশের নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে বিএনপির চার জন তৃনমূল নেতা যথাক্রমে শহীদ আব্দুর রহিম, শহীদ নুরে আলম, শহীদ শাওন প্রধান এবং শহীদ শহিদুল ইসালাম শাওন। প্রতিটি হত্যাকাণ্ড দলিয়করনকৃত পুলিশের মাধ্যমে ভীতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাজপথ বিরোধীদল মুক্ত রাখার অপপ্রয়াস। বিএনপি নেতা কর্মীদের বাড়িতে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা করে আগুন দিয়ে আবার তাদের নামেই মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে। অবিচার জুলুমে ভয় না পেয়ে উল্টো ফুসে উঠছে জনগন।

নির্বাচন নিয়ে শেখ হাসিনা সরকারে উপর আস্থা শুন্যের কোঠায়। দেশের জনগন থেকে আন্তর্জাতিক মহলের কেউ আর আস্থায় নিতে পারছে না দলিয় সরকারের অধীনে নির্বাচন। তারপরেও ইভিএম আমদানিতে আট হাজার কোটি টাকার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন। তামাশার আগেই তামাশা। যখন জনগনের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের জ্বালানি আমদানির অর্থ সংস্থান করতে পারছে না তখন এই ইভিএম আমদানিতে আট হাজার কোটি টাকা ব্যয় করাটা কি খুব প্রয়োজন? দেশে চলছে চরম ডলার সঙ্কট। প্রতি মাসেই রিজার্ভ কমছে দুই বিলিয়ন ডলার করে। প্রয়োজনীয় জ্বালানি আমদানি করতে পারছে না। হু হু করে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হলিডে নাম দিয়ে বন্ধ রাখা হচ্ছে কারখানা। বিশ্ব বাজারে তেলের দাম কমতে কমতে তলানিতে নেমে এলেও কমানো হচ্ছে না এক দফায় ৫২% বাড়িয়ে দেয়া দাম। এর ফলে রপ্তানিকারকরা হারিয়ে ফেলছেন প্রতিযোগিতা সক্ষমতা। বাড়ছে বেকারত্ব। দুর্বিষহ জনজীবন। এসবের জন্য ফ্যসিবাদের অব্যবস্থাপনা দায়ি হলেও আওরানো হচ্ছে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বাজারের দোহাই। এ অবস্থাতেও থেমে নেই লুটপাট ও শীর্ষ মহলের বিলাসিতা। তেলের দাম বাড়িয়ে জনগনের পকেট কেটে বিদেশ ভ্রমন সহ সকল প্রকার বিলাস চালিয়ে যাচ্ছে শেখ হাসিনা ও তার মাফিয়া সিণ্ডিকেট।

দেশে এসব নিয়ে চরম অসন্তোষ থেকে রাজপথে বিরোধী দলের সভা সমাবেশ গুলোতে বিপুল জনসমাবেশ হচ্ছে। ভোট ও মানবাধিকার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক চাপ বেড়েই চলেছে। এর জন্য শেখ হাসিনা প্রবাসে থেকে মুক্ত পরিবেশে যারা সোচ্চার হচ্ছে তাদের উপর চরম খেপেছেন। দেশে গ্রেফতার করছে ভাই বোন আত্মীয় স্বজন। প্রবাসী দলিয় কর্মীদের উস্কানি দিয়ে গেছেন প্রতিরোধের নামে হামলা করতে। বিরোধী মতের সবাইকে ঢালাও ভাবে পলাতক আসামী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর নতুন করে জুলুম অত্যাচারের আভাস দিয়েছেন।

গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে বিশ্বাসী প্রতিটি প্রবাসী ভাই বোনকে আহবান জানাচ্ছি বাংলাদেশের এই চরম সংকটে নিষ্ক্রিয় না থেকে সোচ্চার হয়ে ফ্যাসিবাদের পতন ত্বরান্বিত করতে অবদান রাখতে। জন্মভুমির জনগনের অর্থ পাচার হয়ে যাতে অস্ট্রেলিয়াতে নিরাপদ আশ্রয় না পায় সেই লক্ষ্যে সজাগ থাকতে। মৌন থেকে অন্যায় সহ্য করাই একটি জাতির পতনের জন্য যথেষ্ট। ন্যায্যতার ভিত্তিতে পক্ষ নেয়া নাগরিক ও মানবিক দায়িত্ব।

Community Youth and Citizen Development Organisation Incorporated (CYCDO)

Registration Number: INC 1901241

We're a multi-award-winning non-profit org that offers a variety of free community services.
Individuals and community-based organisations benefit from the assistance.
On a daily basis, we provide the following services:

Medical	Interpreting	Social Justice for a variety of groups, including refugees, new migrants in Australia, asylum seeker, and those on boats.

Among other things, we assist the aforementioned demographic with medical requirements, interpreting, and career possibilities.
We provide them with food and medical essentials, as well as energy bills, phone bills, partial rent, Woolworth-Coles coupons, and other necessities during times of distress and crisis.

We've also worked for, and continue to work for, social justice.
We aim to resolve a problem between two partners in their personal or business lives before resorting to court.

Despite the fact that we went to court on occasion, problems were frequently addressed.
We have a lot of success with the Covid-19 crisis and helping Australian COVID-19 victims. Please locate the following report:

https://ausbulletin.com.au/cycdos-initiative-to-assist-australian-covid-victims-p444-117.htm

We also collaborate with the Australian government on national days with various events.
Visit: https://www.amust.com.au/2022/02/why-we-love-australia-day/ for more information.

https://www.youtube.com/watch?v=es5 jaT3N g | https://www.facebook.com/Multicultural-Australia-100847185835819/?ref=py c&rdr

Contact us: Po Box 398, Lakemba, NSW 2195 Mbl: 0423 031 546cycdo.au@gmail.com, www.cycdo.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14

সিডনিতে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সাথে ড. ইউনুসের সাক্ষাত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২, শুক্রবার দুপুরে সিডনি সিটির একটি ভেন্যুতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও সামাজিক উদ্যোক্তা ড. মুহম্মদ ইউনুসের সাথে বাংলাদেশী কমিউনিটির একটি প্রতিনিধিদল সাক্ষাত করে।

এ প্রতিনিধিদলে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত অস্ট্রেলিয়ান রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সমাজকর্মীসহ নানা পেশার মানুষরা অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এই সাক্ষাতের সময় ড. ইউনুস তার কাজ, লক্ষ্য এবং চিন্তা সম্পর্কে সবার সাথে আন্তরিক পরিবেশে মতবিনিময় করেন। একপর্যায়ে সুপ্রভাত সিডনির সম্পাদকদ্বয় সুপ্রভাত সিডনির সেপ্টেম্বর ২০২২ মুদ্রণ সংখ্যা ডক্টর ইউনূসের হাতে তুলে দেন।

বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের সামনে ড. ইউনুস বলেন, বর্তমান পৃথিবী যেই অর্থনৈতিক মতাদর্শে পরিচালিত হচ্ছে তাতে স্বার্থপরের মতো ব্যক্তির নিজের উন্নয়নই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। এর পরিবর্তন ঘটিয়ে তিনি এমন এক অর্থনৈতিক কাঠামোর কথা পৃথিবীবাসীকে জানাতে চান যেখানে সামষ্টিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা হবে। এমন একটি অর্থনীতির ফলে সম্পদের বিষম-বন্টন দূর হবে এবং একই সাথে বর্তমান ধ্বংসোম্মুখ গ্রহকেও বাঁচানো সম্ভব হবে। সামাজিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের এই লক্ষ্যকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সরকার ও মানুষকে তিনটি শুণ্য লক্ষমাত্রা অর্জনে উৎসাহিত করতে চান। তাঁর মতে, শুণ্য কার্বন নিঃসরণ, শুণ্য সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ এবং শুণ্য বেকারত্বের মাধ্যমে এই পরিবর্তিত অর্থনৈতিক কাঠামোর দিকে বিশ্ব অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারে।

ড. ইউনুস বাংলাদেশী প্রতিনিধিদেরকে এই সাক্ষাতের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। এসময় তিনি প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রতিনিধিদলে অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন চার্লস স্টার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক শিবলী সোহাইল, সুপ্রভাত সিডনির প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল্লাহ ইউসুফ শামীম, অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ড. ফারুক আমিন, কাউন্সিলর মাসুদ খলিল, রাশেদ খান, রাহাত শান্তনু প্রমুখ।

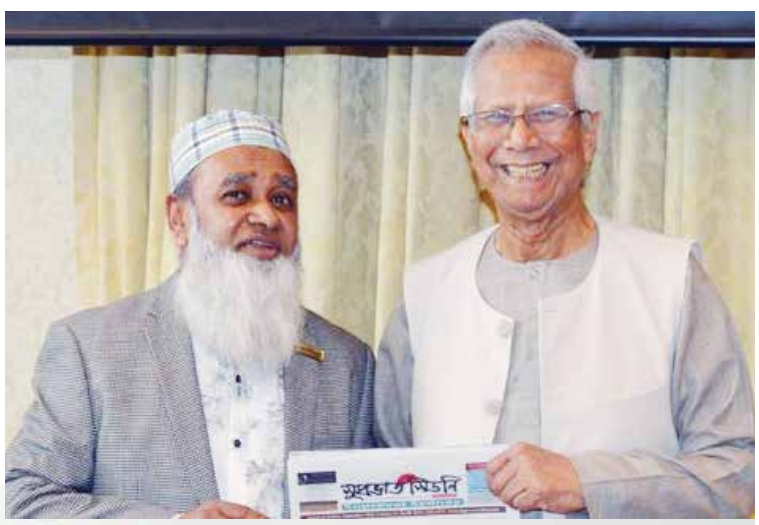

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper । সত্যের সাথে সব সময়

আয়না ঘরের বন্দী ও হিন্দীতে কথা বলা

ভারত আমাদের বন্ধু, ভারত আমাদের পরম আত্মীয়, ভারতের সাথে আমাদের আত্মার সম্পর্ক, ভারতের সাথে আমাদের স্বামী -স্ত্রীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে ভারতের মর্যাদা জন সম্মুক্ষে তুলে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন আওয়ামীলীগের উচ্ছিষ্ট ভোগী একাধিক অবৈধ মন্ত্রী ও নেশাখোর আমলারা।

ভারত বাংলাদেশকে কখনো বন্ধু হিসেবে মেনে নেয়নি আর নিবেও না -বন্ধু হিসেবে নেবার কোনো যুক্তিও নেই। পাগল ও নেশাখোর আমলা -মন্ত্রীরা যতই চেঁচামেচি করুকনা -জনগণ খুব ভালো ভাবেই জানে ও বুঝে। বাংলাদেশকে কুরে কুরে তারা খাবে ও নষ্ট করবে,ডাস্টবিনের মতো ব্যবহার করবে -এজন্য যত ধরনের নাটক করা প্রয়োজন ,তারা করবে। সহযোগিতার নামে যত রকম ধ্বংস করা দরকার ,তা তারা করবে এবং করছে। বর্তমান অবৈধ স্বৈরাচারী সন্ত্রাসী সরকার তাদেরকে এনে খাল কেটে কুমির এনেছে। এখন না পারে ছাড়তে -না পারে প্রকাশ্যে ভারতীয়দের নিয়ে কিছু করতে। তাদের দুয়ারে কড়া নাড়ে বারংবার ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার লোভে। সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েও কোনো প্রাপ্তি নেই ,যা আজ সকলেরই জানা।

তারা আমাদের দেশের প্রতিটি সেক্টরে রন্দ্রে রন্দ্রে ,শিরায় শিরায় অবস্থান নিয়েছে ঠিক ইবলিশের মতো। বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক , রাজনৈতিক অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে নগ্ন থাবা বসিয়েছে। শুধু থাবা দিয়েই ক্ষান্ত নয়, প্রতিটি সেক্টর তাদের কব্জায় নিয়ে ইচ্ছে মতো অপব্যবহার করছে ,গোটা দেশকে শকুনের মতো খাচ্ছে। পছন্দমতো না হলে ধ্বংস করে দিচ্ছে, ভেঙে গুড়িয়ে দিচ্ছে ,কথা না শুনলে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। গোপন বন্ধিশালায় নিয়ে অমানুষিক টর্চার করছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আগুন ও গলা কেটে হত্যা ও বিভিন্ন স্থানে হিসেবে কষে জঙ্গি নাটক মঞ্চস্থ করছে একের পর। আমাদের নপুংশ (বিচি বিহীন) প্রশাসন গভীর মনযোগ দিয়ে উপভোগ করছেন !

সম্প্রতি আয়নাঘর নামক ইতিহাসের জঘন্য গোপন টর্চারসেল আবিষ্কার হয় যার মদদ দিচ্ছে গুটি কয়েক অসৎ ও দেশদ্রোহী সেনা অফিসার। সাথে রয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে রুচিহীন জাতি, যারা এ বিংশ শতাব্দীতেও প্রকাশ্যে রাস্তায় পায়খানা প্রস্রাব করে। এরাই গোমূত্র পান করে ও গো বিষ্ঠা গায়ে মাখে পরিচর্যার জন্যে। এ ধরনের অসভ্য নিকৃষ্ট ও মূর্খ জাতি দুনিয়াতে আরেকটি আছে কিনা জানা নেই। এদেরই বিপদগামী কিছু সন্ত্রাসী নিয়ে দেশের ভিতর গড়ে উঠেছে এক "হাই প্রোফাইল" খুনী বাহিনী। বাংলাদেশের কিছু দেশদ্রোহী সেনাবাহিনীর বিপদগামী অফিসার ও ভারতীয় গোমূত্র সেবনকারীদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক আজিব গুপ্ত বাহিনী। এরাই নিয়ন্ত্রণ করে প্রশাসন, রাজনীতিবিদ ও সরকার। এদেরই সৃষ্টি আয়নাঘর নামক একটি টর্চার করার সেল ,যেখানে নিরীহ ছাত্র,ব্যবসায়ী, অফিসার বা বিরোধীদলীয় নেতা -কর্মীদেরকে ধরে নিয়ে পাশবিক অত্যাচার করেন। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন ,অনেকেই মৃত্যুর প্রহর গুনছেন। অনেককে স্লো পয়োজন দিয়ে রাখা হয়েছে। আবার অনেককে বর্ডার পার করে সেপাড়ে রাখা হয়েছে বিশেষ কারনে।

আয়নাঘরের ইতিহাস বর্ণনা করতে যেয়ে মালয়েশিয়া প্রবাসী সেলিম বলেছে-যখন তাকে জোর পূর্বক গাড়িতে উঠিয়ে চোখ বেঁধে একটি কালো টুপি পরিয়ে দেয়া হয়, ঠিক তখনি তাকে পরিষ্কার হিন্দিতে জিজ্ঞেস করা হয়: আপ হিন্দি বাদ কর সাকতে ? অথবা আপকো হিন্দি আতা হায় ? আমার প্রশ্নের জায়গাটি হচ্ছে এখানে। কে সেই লোক বা গোষ্ঠী ? কারা সেলিমকে হিন্দিতে কথা বলা নিয়ে প্রশ্ন করলো ? কারা আয়নাঘর চালাচ্ছে ? কারা এসমস্ত গুম খুনের সাথে সরাসরি জড়িত ? কার দ্বারা দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে একটি স্বাধীন দেশে ঢুকে এ ধরনের অমানুষিক অত্যাচার করছে নিরীহ বাংলাদেশিদেরকে ? কেন দেশের ভিতর আরেকটি গুপ্ত বাহিনী সকল প্রশাসনের নাকের ডগায় এ ধরনের দেশ বিরোধী কাজ করে যাচ্ছে ? কেন তারা হিন্দীওয়ালাদেরকে দিয়ে দেশের ভিতর এ ধরনের সন্ত্রাসী নেট ওয়ার্ক গড়ে তুলেছে ?বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার কেন রাষ্ট্রীয় পৃষ্টপোষকতায় কুখ্যাত খুনিদেরকে নিয়ে এ ধরনের সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছেন ? বাংলাদেশ সরকার তথা সরকার প্রধান এতে প্রত্যেক্ষ ভাবে জড়িত, এ আজ ওপেন সিক্রেট । আর তাইতো এখন পর্যন্ত সরকার বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো রকম বক্তব্য শুনা যায়নি।

এমনও শোনা যাচ্ছে -মাত্র একটি গোপন টর্চারসেল আবিষ্কার হয়েছে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় এ ধরনের গোপন আয়নাঘর আরো থাকাটা খুব স্বাভাবিক। ক্ষমতায় থাকার জন্য শেখ হাসিনার অবৈধ চুক্তি ভারতের সাথে।গুমের সাথে ভারত সরাসরি জড়িত , এটা বুঝতে রকেট সাইন্স পড়তে হবেনা। এরাই হেলমেট বাহিনী -প্রকাশ্যে বিএনপির সভায় হামলাকারি ,এরাই বিএনপির নেতা কর্মীদের বুকে সরাসরি গুলি করে। ঐক্যবদ্ধ না হলে ওই শুয়োরের দলকে মোকাবেলা করা যাবেনা। দুএকজনকে কৌশলে ধরে হিন্দিতে মিডিয়ার সামনে স্বীকারোক্তি দিতে পারলে ওদের দৌরাত্ম কিছুটা কমবে।
আওয়ামী সরকারের আমলে আরেক ভীতির নাম হচ্ছে ক্রসফায়ার। ক্রসফায়ারকে আর যাই হোক, 'আইন-বহির্ভূত', 'বিচার-বহির্ভূত' হত্যাকাণ্ড বলে অন্তত ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রে খুব বেশি সুবিধা করা যাবে না, সমস্যার গোড়ায় পৌঁছানো যাবে না। কারণ এর শর্তাদি আইন ও বিচারের মধ্যেই রয়ে গেছে। এটার শেকড় আরো অনেক অনেক ভিতরে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সিরাজ সিকদার থেকেই ক্রসফায়ার যুগের শুরু, তার আগেও এই ধরণের হোমো সাকেরীয় হত্যা ছিল। আসলে আমাদের বিস্মৃতি খুব প্রবল।

অনেক রাষ্ট্রই তো পৃথিবীতে রয়েছে যারা আইন মানে, নিজেদের নাগরিকদের উপর ত্রাস সৃষ্টি করে না। আমার যুক্তি হচ্ছে তারা এই সন্ত্রাসটাকে আউট সোর্স করতে পারে। এদেরই কিছু কিছু রাষ্ট্রকে আমি সুপার-স্টেইট বলি, সুপার-রাষ্ট্রও বলা যায়। তৃতীয় বিশ্বের এই সব হত্যাকাণ্ডের যে একটা সাম্রাজ্যিক ছক আছে সেটা আওয়ামী সরকারকে দেখলেই বুঝা যায়। তার আগে কথকতার আরেকটু জায়গা আমি সেরে নিই। সেটা হচ্ছে আজকের এই আলোচনা থেকে আমরা সহজেই ফুকোর সেই অনুসিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে আসলেই হত্যা হচ্ছে সেই বিন্দু যেখান থেকে অপরাধ আর ইতিহাস এক হয়ে যায়, অপরাধ আর আইনও এক হয়ে যায়। এমনকি হত্যাকারীকে বিচারের মাধ্যমে বৈধভাবে ফাঁসিতে ঝুলিয়েও আইন নিজেও হত্যাকারী হয়ে যায়। যে লোকটি হয়তো কাউকে হত্যা করবার কারণেই জেল খাটছে, সেই লোকটিই রাষ্ট্রের নির্দেশে জল্লাদ হিসেবে আরেকটি হত্যা ঘটায়। ১৯৭১ সালে কামরুল হাসানের আঁকা সেই বিখ্যাত পোস্টারটির কথা, 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে'। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদীরা যেমন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় গণহত্যা চালিয়েছে বাঙালিদের 'ইসলাম ও পাকিস্তানের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত করে, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরাও স্বাধীনতা উত্তরকালে হত্যার কথকতা দাঁড় করিয়েছে, যার সর্বশেষ চর্চাটি আমরা দেখলাম শাহবাগ আন্দোলনের সময়ও, সবকিছু ছাপিয়ে এই বিশাল সামাজিক আন্দোলনকে ফাঁসিতে আটকে থাকতে। কাজেই ইতিহাস চর্চা সবসময়ই হত্যার কথকতার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। শুধু শুধু পাকিস্তানের ঘাঁড়ে সব দোষ চাপিয়ে চোখ বন্ধ করে আর কতকাল থাকবেন?

ইতিহাস চর্চার সাথে হত্যার কথকতার একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। যেমন বাংলাদেশে আজকে আমরা দেখতে পাই রাজনৈতিক হত্যাকে ঐতিহাসিক কথকতার সাথে যুক্ত করবার একটা চেষ্টা থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই গুম-খুনের প্রতিবাদ করলে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী' হয়ে যেতে পারে বিষয়টা, যেহেতু এই চেতনার ঐতিহাসিক দাবিদার দলটি এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে। নারায়ণগঞ্জে ত্বকি হত্যার পরে শামীম ওসমানও বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি ত্বকী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। মক্তিযুদ্ধ , চেতনা , রাজাকার এ তিনটি শব্দ এখন *১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন*

LOOKING FOR BRIDE

Ambitious, educated, successful, Australian Citizen, 44-year-old person looking for Bengali girl for marriage.

The person has completed Master of ICT from a reputed university in Australia and currently runs an IT business in Sydney.

Height: 5ft 7in.

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Ideal match for contacting would be someone who is educated, good looking, comes from a cultured family and currently lives in Australia (age 33-38).

Please consider privacy while contacting.

Ph: 0431 356 027, Email: Kamal.Suprovat@gmail.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14

আয়না ঘরের বন্দী ও হিন্দীতে কথা বলা

৯ম পৃষ্ঠার পর

আওয়ামী সরকারের খুব চালু আইটেম। যেকোন কিছুর আগে পরে মক্তিযুদ্ধ , চেতনা , রাজাকার শব্দ ব্যবহার করলেই দেখবেন -ইমোশনাল জাতির মাথা গরম হয়ে যায়।

কিছুদিন আগে ফেসবুকে লিখেছিলাম হত্যার কথকতা বা ডিসকোর্স হিসেবে 'গুম'। গুমের সাথে হত্যার পার্থক্যটা কী? পার্থক্যটা হচ্ছে আইনী ব্যখ্যার পার্থক্য। গুম আরো বেশি করুণ, আরো বেশি মারাত্মক। মানে ক্ষমতার জায়গা থেকে দেখতে গেলে গুম অনেক বেশি কার্যকরী। ক্ষমতার নিজস্ব একটা চরিত্র আছে। ক্ষমতা যখন অর্পিত হয় কারো হাতে, এই ধরনের খুন করবার ক্ষমতা; সেই ক্ষমতা তখন নিজেই ইতিহাসের চরিত্র ধারণ করে চালকের আসনে বসে যায়। যখন সেই ক্ষমতা টোটালিটারিয়ান হয়ে উঠে, যে মনে করে যে কোন ভিন্নমতকেই আমি একদম নাই করে দেব, তখন বিষয়টি কী দাঁড়ায়? আমরা জর্জ অরওয়েলের উপন্যাস '১৯৮৪'তে দেখি যে কল্পিত ওশেনিয়া নামের সেই দেশটিতে শুধুমাত্র একজন মানুষকে যে গুম করে দেয়া হত, তা না। মিনিস্ট্রি অব ট্রুথ, মানে সত্য বা তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিলো যাদেরকে গুম করে দেয়া হলো তাদের জন্ম থেকে শুরু করে সবকিছু ইরেজ করা। পরে খুঁজতে গিয়ে দেখা যাবে ওই নামে কখনো কেউ যে ছিলো এটাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। তো গুমের ক্ষেত্রে এরকমই ঘটে। প্রথমত এটা আইনকে কলা দেখানোর একটা কৌশল। কারণ আইনের দৃষ্টিতে 'মৃতদেহ উদ্ধার' না হওয়া পর্যন্ত কেউ মৃত নন। ফলে এক্ষেত্রে আইনীভাবে এটাকে হত্যা হিসেবে প্রমাণ করা যায় না। নির্মম ভূক্তভোগীরা জানেন যে এটা কতো বড় একটা নির্মমতা হতে পারে। ধরেন একটি লোককে গুম করে ফেলা হলো। ধরা যাক আমাকেই। এখন আমার ব্যাংকে কিছু টাকা আছে। আমার পরিবারের টাকাটা দরকার। আমি যাকে নমিনী করে গিয়েছি তিনি টাকাটা তুলতে পারবেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমার মৃতদেহ উদ্ধার না হচ্ছে। কারণ আইনের দৃষ্টিতে আমি তখনও মৃত না। আর যেহেতু আমি মৃত না, সেহেতু ওই টাকা ক্লেইম করা যাবে না।

আইনের মধ্যেই যে ফ্রাংকেনস্টাইন হয়ে ওঠার একটা প্রবণতা আছে সেটা ইংল্যান্ডের আইনজ্ঞরা টের পাচ্ছিলেন সেই সপ্তদশ শতকের দিকেই। ১৬৬৯ সালে একারণেই ইংল্যান্ড আরেকটি আইন তৈরি করে যার নাম হ্যাভিয়াস কর্পাস। এখানে কর্পাস বলতে আসলে শরীর বোঝায়। এই আইনটার মূল বক্তব্য হচ্ছে যখন কোন আইনী বাহিনী কাউকে নিজেদের হেফাজত বা কাস্টডিতে নেয়, সেটা গ্রেফতারই হোক বা আটকই হোক, তখন আইনের বা কোর্টের ক্ষমতা আছে সেই বাহিনীকে হুকুম দেয়ার যে সেই ব্যক্তিকে 'সশরীরে' আদালতে হাজির করবার।

বাংলাদেশের আইনও যেহেতু ইংলিশ কমন ল'য়ের ভিত্তিতে তৈরি, এখানেও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আটককৃতদের আদালতের কাছে সমর্পন করবার বিধান রয়েছে। না করলে কেউ হ্যাভিয়াস কর্পাসের আবেদন করতে পারেন, বা আদালত নিজেই আদেশ দিতে পারেন। আমাদের দেশে ১৯৭০ এর দশকে কিছু হ্যাভিয়েস কর্পাস হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে আইনের এই বিধানটি এড়িয়ে যাওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায় কারো কাস্টডি বা হেফাজত স্বীকার না করা। যেটা আমাদের বাহিনীগুলো এখন করে। প্রথমে স্বীকার করে না যে গ্রেফতার করেছে, পরে দেখা যায় 'বন্দুকযুদ্ধে' সেই লোক মারা পড়েছে। আইনী বাহিনী যদি স্বীকার না করে যে কেউ তাদের হেফাজতে আছে তাহলে আদালত হেভিয়াস কর্পাস জারি করতে পারে না।

হত্যার কথকতার মধ্য দিয়ে আরেকটা কাজ হয়, সেটা হচ্ছে গুম, হত্যা এগুলোর এক ধরনের স্বাভাবিকীকরণ হয়। এক ধরনের নরমালাইজেশন করা হয়। এতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠি। হত্যা আমাদের জীবনের আটপৌরে ব্যাপার হয়ে উঠে। আমরা এই আশা করতে করতে বাঁচি যে মরলে মরবে আর কেউ, আমি না। ভুলে যাই যে মরে গেছে সেও এমনটাই ভাবত। আশির দশকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে এরকম একজন আমাকে বলছিলেন তারা সাত-আট বছরে অনার্স শেষ করেছেন, কথায় কথায় নাকি তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হতো। এখন নাকি অনেক ভালো অবস্থা। আমি বললাম, আপনার কী মনে হয় যে ভালো অবস্থা কিছু না, যেটা ঘটেছে সেটা হচ্ছে আমাদের সহ্য ক্ষমতা বেড়েছে? ঘটনা এখনো ঘটে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয় না। আগে একটা মার্ডার মানে তিন মাস চার মাস বিশ্ববিদ্যাল বন্ধ। এখন মার্ডার ঘটে যায় সকাল বেলা, আমাদের আজকের এই রুমেই সেদিন ক্লাশ হয়। এগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। এই যে স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াগুলো, এই স্বাভাবিকীকরণ প্রক্রিয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। এবং তার মধ্যে আমরা কী নামে ডাকছি, কীভাবে ব্যাখ্যা করছি, কীভাবে ভাবছি সেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

নারায়ণগঞ্জের সেভেন মার্ডার। ২৭ এপ্রিল সাতটা লোক হারিয়ে গেল। কথিত আছে দু'টা গাড়িতে এসে র‍্যাব (RAB) পরিচয়ে তাদেরকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো। তুলে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটা ব্যাপক হইচই পড়ে গেল। তো, পরদিন ইন্টারনেটে উঁকি মেরে খবরের কাগজে দেখলাম যে আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারকদের অন্যতম একজন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, তিনি একটা কথা বলেছেন। ২৮ এপ্রিলের প্রথম আলোর খবরের শিরোনাম 'গুম-অপহরণ সীমা অতিক্রম করেছে : সুরঞ্জিত'। খবরের প্রথম বাক্য : 'গুম ও অপহরণ সীমা অতিক্রম করেছে বলে মনে করছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত'। কথাগুলো খেয়াল করেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সাতজন অপহরণ হওয়ার পরদিন বলছেন যে, 'গুম ও অপহরণ সীমা অতিক্রম করেছে'। হোয়াট ইজ দিস 'সীমা'? তারমানে গুম-খুন একটা সীমার মধ্যে ঘটলে ঠিক আছে, কিন্তু 'সীমা অতিক্রম' করলে ঠিক নাই?

এই সীমাটা কি সেটা আপাতত বোঝা মুশকিল কিন্তু এটা বোঝা গেল জনাব সেনগুপ্ত নিশ্চয়ই সীমাটা বোঝেন। এমনকি তিনি নিজেও সেই সীমা নির্ধারণকারীদের একজন, 'উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য', 'সংসদ সদস্য', তিনি আইন বানান আর 'সীমা নির্ধারণ' করে সেই আইন ভাঙ্গেন। উনি তাদের একজন যারা গুম-অপহরণ কোন মাত্রা পর্যন্ত ঘটলে ঠিক আছে সেটা নির্ধারণ করেন। পরের বাক্যেই তিনি আবার বলছেন : 'সরকারের বাইরে আরেক সরকার থাকলে তো চলবে না!' আশ্চর্যবোধক চিহ্নসহ প্রথম আলো উনাকে কোট করছে, 'এখানে দুর্বলতা দেখানো যাবে না। আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। ক্রমাগত এ-জাতীয় অপহরণ ও গুম আইনের শাসনের দৃষ্টান্ত নয়'।

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আরেকটি বড় আপত্তি হচ্ছে 'সরকারের বাইরে আরেক সরকার থাকা যাবে না', কারণ সেটা 'আইনের শাসনের দৃষ্টান্ত নয়'। তার মানে সীমা হচ্ছে সরকার, সীমা মানে হচ্ছে আইন, সীমা মানে হচ্ছে সার্বভৌমত্ব। তারমানে আইনের প্রয়োজনে যেটুকুন করা দরকার সেটুকু গুম-খুন করা যেতে পারে। মানে আইনের সন্ত্রাসী ক্ষমতার প্রতি বেআইনী সন্ত্রাসীদের ভয় তৈরি করবার জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু করা যেতে পারে। তার বাইরে গেলে আর আইনের শাসন থাকে না। সরকারের বাইরেও আর কেউ এই কাজ শুরু করলে বিষয়টা 'ক্রমাগত' হয়ে যায়, ম্যানেজিবল থাকে না, মানুষের কাছে আর গ্রহণযোগ্য থাকে না।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে উনার বক্তব্য ক্রসফায়ার বা গুম-খুনের বিরুদ্ধে। কিন্তু আমার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখতে পাই তার বক্তব্য আসলে এসবকে স্বাভাবিকীকরণের কথকতারই অংশ।

সেকেন্ড কেস স্টাডি। ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে, ২৩ মে নারায়ণগঞ্জের বিতর্কিত সাংসদ শামীম ওসমান এই ঘটনা নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন। 'সেভেন মার্ডারে'র একজন কুশীলব হিসেবে উনার নামও আসে তখন আলোচনায়। এই হত্যার পলাতক সন্দেহভাজন অর্থ-যোগানদাতা নূর হোসেনের সাথে তাঁর ফোনালাপের রেকর্ড ফাঁস হয়ে গেল ২২ তারিখ। এবং উনি সাথে সাথে সংবাদ সম্মেলন ডাকলেন। 'দ্ব্যর্থহীনভাবে' স্বীকার করলেন যে ফোনালাপটি তাঁর এবং নূর হোসেনের সাথে উনার কথা হয়েছে। এবং এই ফোনালাপের সময় তিনি ছিলেন 'গভর্মেন্ট অল দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে'র সাথে একটি 'আইন-শৃংখলার মিটিংয়ে'। এই সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন প্রায় অবিকল সুরঞ্জিত বাবুর কথা, বিডি নিউজ টুয়েন্টিফোর ২৪ মে অনুলিপি ছেপেছে উনার বক্তব্যের। 'একজন আইনের ছাত্র হিসেবে, আইনবিদ হিসেবে, প্রণেতা হিসেবে' তিনি ঘটনার জন্য কে দোষী সেটা বিচার চলাকালীন বলতে চাননি। কারণ বিচারের আগে কাউকে অপরাধী তিনি বলতে চান না, কারণ এটা বলা 'উচিতও না সভ্য সমাজে'। তো, সংবাদ সম্মেলন ডেকে উনি বলছেন : (র‍্যাবের সাথে কথা বলার পর) 'আমি কিন্তু হান্ড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম ছিলাম, যে নজরুল জীবিত থাকবে। বিকজ সাতটা মানুষ তো। একজন হলে আমি কোন আশাই করতাম না। কিন্তু সাতজন মানুষকে মেরে ফেলবে এটা আমার কল্পনা এমনকি চিন্তাতেও আসেনি।

যারা আইন বানাচ্ছেন, যারা আইন ভাঙছেন, যারা আইনের বাইরে আইন হয়ে উঠছেন, যারা সরকারের বাইরে সরকার হয়ে উঠছেন পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যেই এই গুম-খুনের শর্তগুলো রয়ে গেছে। শামীম ওসমান বা র‍্যাব হয়তো এখানে দ্বিতীয় অর্থে হোমো সাকের, সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে যারা সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার কারণে আইনের উর্ধ্বে। প্রচলিত আইন বা সর্বোচ্চ ক্ষমতাধারীদের তাঁর প্রতি স্নেহময় প্রশ্রয় তো আমাদের সেই ধারণাই দেয়। আইনের উর্ধ্বের এই আইনের মানুষেরা, বা সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মতন অভিজ্ঞ আইনপ্রণেতা তো আমাদের সরাসরি বলে দিচ্ছেন যে সরকার বা আইন এইগুলো করবে। স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছেন কিন্তু তারপরও এটা আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি না, দেখতে পাচ্ছি না। মানে একজন আইন প্রণেতা, তিনি পত্রিকার সাংবাদিক ডেকে বলছেন আমরা এগুলো করবো। এগুলো করার দরকার আছে, এগুলো হবে। প্রকারান্তরে তাই বলছেন। সাথে শুধু বলছেন যে সীমা অতিক্রম করা যাবে না, গুম-খুন ক্রমাগত হলে সেটা আইনের শাসন থাকে না। এই সব যখন প্রকাশ্যেই বলা হচ্ছে তখন কিসের আইন-বহির্ভূত, কিসের বিচার-বহির্ভূত, কিসের রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড? আলাদা করে এগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে বুঝতে যাওয়া, রাষ্ট্রের মধ্যে যে এসবের শর্ত লুকিয়ে আছে, এসব যে রাষ্ট্রেরই অনুষঙ্গ এবং খোদ রাষ্ট্রকে নিয়েই মৌলিক প্রশ্নগুলো না তুলে আসলে এই প্রশ্নগুলোর ফয়সালা সম্ভব কিনা সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

যখন রাষ্ট্রের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তনের জন্য আমাদের সমাজ একটা বিদ্রোহ করে, সেখানেও হত্যার একটা প্রভোকেটিং ডিসকোর্স দিয়ে সেই বিদ্রোহের চরিত্র নস্যাৎ করা যায়। যেমন আমরা দেখেছি যে শাহবাগ আন্দোলনে পরিকল্পিতভাবে এই তরুণদেরকে একটাই বুলি শেখানো হয়েছে ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি। সমাজের একটা সম্ভাবনাময় জাগরণকে একটা হত্যার ডিসকোর্সে আটকে রাখা হয়েছে। একবছর পূর্তিতে উনারা স্মৃতিচারণ করছিলেন। তো, কোনকিছুর 'স্মৃতিচারণ' কখন করতে হয় সেই প্রশ্ন আমার মনে না এসে পারেনি। গণজাগরণ মঞ্চের স্টলে রঙবেরঙের বাতি। একটা ফাঁসির দড়িতে বাতি জ্বলছে নিভছে, জ্বলছে নিভছে। পাশে লেখাও আছে ফাঁসি। ফাঁসি জ্বলছে নিভছে। জ্বলছে আর নিভছে। আর তেমন কোন বক্তব্য কোথাও নাই। একটি সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্ত তরুণদের সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাটাকেও রাষ্ট্র হজম করলো 'ফাঁসি ফাঁসি ফাঁসি' দিয়ে। সেলিম রেজা নিউটন তখনই লিখেছিলেন যে 'রাষ্ট্র তো চাইবেই', আমি যদি কোট ভুল না করি, 'যে এই জমায়েত শুধু ফাঁসি ফাঁসি করে চিল্লাক'।

স্বাধীনতার আমরা যেদিন চল্লিশ বছর উদযাপন করি, তার আগের ক'দিন ধলেশ্বরিতে অজ্ঞাতনামা অনেক কয়টি লাশ পাওয়া যায়। এবং সেদিন আমরা কী করেছিলাম গোটা জাতি? আমরা পতাকা উড়িয়েছিলাম। আমরা ফ্লাগ উড়িয়েছিলাম। জাতীয় পতাকা। অরুন্ধতি সবচেয়ে ভালো বলেন, ফ্লাগ আর বিটস অফ কালার ক্লথস হুইচ দি গভরমেন্টস ইউজ টু শ্রিংক র‍্যাপ ইটস পিপলস মাইন্ড এন্ড এজ ও সেরেমোনিয়াল শ্রাউড টু বারি দ্য ডেড। জাতীয় পতাকা হচ্ছে কিছু রঙিন কাপড়ের টুকরা, যেটা সরকারগুলো ব্যবহার করে আমাদের চিন্তাশক্তিকে মুড়িয়ে দেয়ার জন্য, শ্রিংক র‍্যাপ মানে বস্তায় কোনকিছু যেভাবে ঠেসে র‍্যাপ করি। আবার একই সাথে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন মানে জাতীয় পতাকায় ঢেকে দাফন। বুদ্ধিবৃত্তিও একটা সময় এসে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নহীন সেবায় লেগে পড়ে। এবং যখন এগুলো খুব বাড়তে থাকে, ইতিহাস আমাদের বলে যে আমরা ফ্যাসিবাদ নামক স্টেশনের খুব কাছকাছি এসে গেছি। তখন আমাদের ডিসিপ্লিন আর প্যানিশমেন্ট নিয়ে এক ধরনের অবসেশন কাজ করে, আমরা সবাই বেশি করে পানিশমেন্ট চাই, আমরা সবাই বেশি করে ডিসিপ্লিন চাই। এমনকি, দেখবেন সামরিক শাসনের প্রতিও আমাদের জনমানসের একটা অংশের মোহ আছে। এগুলো হচ্ছে ফ্যাসিজমের আবির্ভাবের উপসর্গ। একটা টোটালেটেরিয়ান শাসনপ্রণালী যে আসছে, গুম-খুন থেকে শুরু করে এই সবকিছুই হচ্ছে তার আরলি সাইন।

যেদিন একটা বড় অপরাধ ঘটবে সেদিন পত্রিকা বেশি বিক্রি হবে। যেদিন একটা অপরাধ ঘটবে, যেদিন শামীম ওসমান কথা বলবেন, সেদিন টিভি চ্যানেলগুলোর টিআরপি বাড়বে। আমরা জাতীয় পতাকার রেকর্ড করবো, পরদিন পাকিস্তান সেটা ভাঙবে। আমরা আবার প্রস্তুত হবো জাতীয় পতাকার রেকর্ড ভাঙার জন্য। এবং মাঝখানে জাতীয় পতাকা অবমাননার দায়ে দু'চারজনকে উত্তম-মধ্যম দেয়া হবে। এই ধরনের কাণ্ড-কারখানা ঘটতে থাকবে। এই পুরো প্রক্রিয়াগুলো চলতে থাকে। ফলে ক্রসফায়ারের প্রেস স্টেটমেন্ট যে মিথ্যা এটা বুঝতে পেরেই নিজেকে বুদ্ধিমান ভেবে বসে থাকাটা আসলে সেই ফ্যাসিবাদকেই স্বাগত জানানো।

যারা আমাদের দেশকে গোলামীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে গোটা জাতিকে ভারতীয়দের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, যারা ভারতীয়দের পদলেহন করছে, যারা মুক্তিযুদ্ধের কিচ্ছা বিক্রি করে খায়, তারাই দেশদ্রোহী। তারাই আয়নাঘরের মালিক ,তারাই হিন্দি ভাষাভাষীদেরকে দিয়ে দেশের ভিতর গুম করাচ্ছে। তারাই দেশের ভিতর একের পর এক গুপ্ত হত্যা করাচ্ছে। তাদেরকে সবক দেবার জন্য এখনই নামুন -ইতিমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এলাকায় এলাকায় নজর রাখুন-নতুন ও সন্দেহজনক কাউকে ঘুরাঘুরি করতে দেখলে তাকে সুন্দর ভাবে জিজ্ঞাসা করুন। বিভিন্ন বড় বড় মিল কল কারখানায় সিসিটিভি লাগানোর ব্যবস্থা করুন,সিভিল পুলিশের নামে সন্ত্রাসীরা যাতে কাউকে জোর করে উঠিয়ে নিতে পারে -এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে। প্রতিটি এলাকায় ঐক্য গড়ে তুলুন। সম্ভব হলে পালা করে প্রতিটি এলাকায় ও বড় বড় প্রতিষ্টানে ২৪ ঘন্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন। যেহেতু দেশ ও জাতির নিরাপত্তা দিতে সরকার চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে ,সেহেতু দেশ ও জাতির নিরাপত্তায় বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ প্রতিটি এলাকা বা মহল্লায় দুর্গ গড়ে তুলুন। যেকোন সন্ত্রাসীদের রুখতে ঐক্যতার বিকল্প নেই। ঐক্যবদ্ধভাবে আয়নাঘরকে গুঁড়িয়ে দিন, হিন্দি সন্ত্রাসীদেরকে দু'একবার ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়ে ফেসবুকে লাইভ দিন। কয়েকবার একই নাটক মঞ্চস্ত করুন , দেখবেন -গোমূত্র পানকারীরা পিছু হাটছে। মনে রাখবেন -দেশ কিন্ত আওয়ামীলীগ চালাচ্ছে না - দেশ চালাচ্ছে আয়নাঘর যারা কনট্রোল করছে -তারা !

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

SALOON CAR NATIONALS ON THE LINE AT SMP

Suprovat Sydney Report

The best Saloon Car racers from all over Australia will converge upon Sydney Motorsport Park at Round 5 of the AMRS, October 1-2, to contend for the title of Australia Saloon Car Champion.

The Saloon Car category was created in the late 1990s as a cost-effective Holden versus Ford contest, using six-cylinder models of the best-selling Commodore and Falcon sedans.

Initially, the class was only open to cars from the late 1980s and early 90s: VN Commodores and EA Falcons. However, the eligibility requirements were gradually expanded to allow newer models to compete, with VT Commodores and AU Falcons joining the series in the mid-2000s.

These days, the Holden eligibility list encompasses VN, VP, VT, VX, VY and VZ Commodores, while on the Blue Oval side of the fence, EA, EB and AU Falcons are permitted to enter. BA Falcons were trialled at one stage, but ultimately dropped from the list of eligible vehicles due to parity challenges.

Over the years, the Australian Saloon Car Series has been home to some seriously talented drivers, with the likes of Bruce Heinrich (who won five titles between 2002 and 2007), Kris Walton, Jake Camilleri and Shaun Jamieson all making a name for themselves in the category. While final entries for the 2022 Nationals were still to be confirmed at the time of writing, likely front-runners include West Australian Grant Johnson (effectively the reigning champion after winning the last Saloon Car Nationals in 2019), Queenslander Gary Beggs and South Aussie Joel Heinrich (son of Bruce).

There is also the Pro-Am Class for the older VN/VP Commodores and EA/EB Falcons, with Justin Chaffey likely to be one of the main contenders in that class.

The race format for the 2022 Saloon Car Nationals will consist of a trio of eight-lap heat races, followed by the 12-lap final; all Sunday's races will be live streamed by Fuzzy Media on the AMRS Facebook page and YouTube channel.

*From 2000-2015, the Saloon Car Series was held as a number of rounds at different circuits across Australia; since 2016, the Saloon Car Nationals has consisted of a single event, attended by competitors from each state.

Australian Saloon Car Champions

2000 – Shane Beikoff

2001 – Tony Evangelou

2002 – Bruce Heinrich

2003 – Bruce Heinrich

2004 – Clint Harvey

2005 – Bruce Heinrich

2006 – Bruce Heinrich

2007 – Bruce Heinrich

2008 – Steve Kwiatkowski

2009 – Shaun Jamieson

2010 – Tim Rowse

2011 – Matt Lovell

2012 – Simon Tabinor

2013 – Simon Tabinor

2014 – Gavin Ross

2015 – Gavin Ross

2016 – Grant Johnson

2017 – Damien Mitchell

2018 – Joel Heinrich

2019 – Grant Johnson

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14

COPS ARE TOPS REPORT

Tragic death of a Muslim young Police officer in Sydney

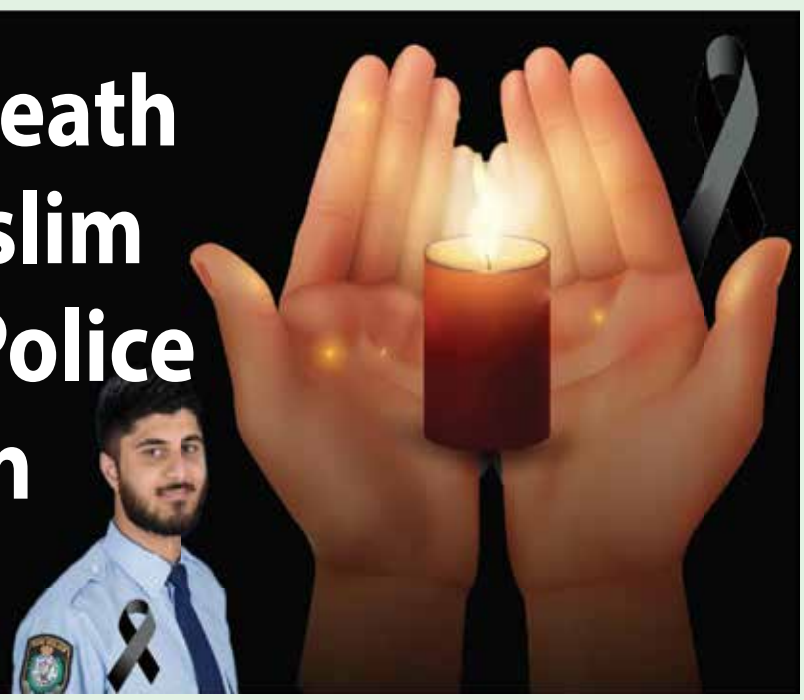

Suprovat Sydney report:

The body of a Muslim young (23) off-duty NSW Police officer, who worked in southwest Sydney, has been found in a national park.

Concerns were raised for the welfare of the 23-year-old off-duty constable on Saturday early morning 2nd September 2022. The constable had been a part of the Bankstown Police Area Command. A critical incident investigation has been launched by Homicide Squad detectives who will provide a report for the coroner. The investigation will be reviewed by the Professional Standards Command and independently overseen by the Law Enforcement Conduct Commission.

Support services are being offered to the constable's family, colleagues, and NSW Police Force staff.

The body of Tanzeel Iftikhar Bashir was discovered at about 12.40 am on Saturday at Royal National Park.

The off-duty constable from Bankstown Police Area Command was found by his colleagues, who had been searching for him since concerns for his welfare were first raised a night earlier.

"There appear to be no suspicious circumstances," police said.

He was farewelled at Lakemba Mosque on Tuesday 6th September 2022. A guard of honor from the NSW Police Force for a fallen legend, May Allah SWT make it easy on him and his loved ones.

"It is with a heavy heart I announce our beloved Tanzeel Iftikhar Bashir, 23 years old, a loving son, brother, and friend has returned to his Lord," the officer's cousin posted on social media.

"Please spread the word so that we can have as many people attend my cousin's Janazah (funeral) as possible." "You were a fun guy and a great man," one person wrote.

A critical incident investigation was launched by detectives from the homicide squad, who will prepare a report for the coroner.

The investigation will also be reviewed by the Professional Standards Command and independent oversight by the Law Enforcement Conduct Commission.

Support services have been made available to his family, colleagues, and NSW Police Force staff. The death comes just weeks after that of homicide squad detective Adam Child.

Lifeline Australia: 13 11 14

Beyond Blue: 1300 224 636

Relationships Australia: 1300 364 277

Suicide Call Back Service 1300 659 467.

MensLine Australia 1300 78 99 78.

Wanted! Warrant! Wanted!

Police are appealing for public assistance to locate a woman wanted on arrest warrants, as part of South West Metropolitan Region's Operation Persistence.

Sarah Anne TOWNING, aged 43, is wanted by virtue of outstanding arrest warrants in relation to traffic offenses.

She is described as being approximately 175-180 cm in height, medium build, Caucasian appearance, with fair skin, dark hair, and blue/grey eyes.

As officers attached to Campsie Police Area Command continue to conduct inquiries into her whereabouts, they are urging anyone who may have information to contact Police.

Anyone with information about this incident is urged to contact Crime Stoppers: 1800 333 000 or https://nsw.crimestoppers.com.au. Information is treated in strict confidence. The public is reminded not to report crimes via NSW Police social media pages. Operation Persistence is a region-wide operation across South West Sydney aimed at arresting individuals wanted by virtue of outstanding arrest warrants.

Bankstown Police Area Command along with the South West Sydney Women's Domestic Violence Court Advocacy Service hosted local women's support services in engagement and discussion around a collaborative response to domestic and family violence within the Bankstown area.

A police officer has been charged following an investigation by police in Newcastle.

Earlier this year, officers from Northern Region commenced an investigation into reports of an alleged assault on Hunter Street, Newcastle, on Friday 24 June 2022 – involving an off-duty police officer.

Following inquiries, a constable – attached to a command in the North-West Metropolitan Region – was issued a court attendance notice today (Tuesday 27 September 2022).

The officer was charged with assault occasioning actual bodily harm.

They are due to appear at Newcastle Local Court on Thursday 10 November 2022.

The officer's employment status is currently under review.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

আওয়ামী পুলিশি হয়রানি,একের অপরাধে অপরকে গ্রেপ্তার

বিশ্ব ব্যাপী নিন্দার ঝড়

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলা বিএনপির ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ও লন্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সুরমার বিশেষ সংবাদদাতা ও লন্ডন থেকে অনলাইনে সম্প্রচারিত এলবিসি টিভির প্রধান আব্দুর রব ভুট্টোর ভাই আব্দুল মুক্তাদির মনুকে গত ৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী কার্যক্রমের সাথে তার জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করেছে বলে পুলিশ দাবি করেছে।এদিকে আব্দুল মুক্তাদির মনুকে গ্রেফতার করায় সারাবিশ্বে গণতান্ত্রিক রাস্ট্রে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

লন্ডন থেকে প্রকাশিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক সুরমা পত্রিকার সম্পাদক শামসুল আলম লিটনের বড় ভাই নূর আলম চৌধুরী পারভেজকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। ১৩ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নোয়াখালী জেলা সদরের নিজ বাসা থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় পুলিশ। কোনো ধরণের গ্রেফতারি পরওয়ানা বা কোনো অভিযোগ ছাড়াই একমাত্র মেয়ে ও স্ত্রীর সামনে থেকে তুলে নেয় ডিবি পুলিশের লোকজন।

প্রগতিশীল বাম রাজনৈতিক, নোয়াখালী জেলা জাসদ (ইনু)-এর সভাপতি নূর আলম চৌধুরী পারভেজ ব্যক্তিগতভাবে এলাকায় স্বজ্জন ব্যক্তিত্ব হিসেবে সুপরিচিত। তাছাড়া নোয়াখালী জেলা বারের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য মরহুম এডভোকেট বাদশা আলমের সন্তান হিসেবে এলাকায় তাদের দীর্ঘদিনের পারিবারিক ঐতিহ্যও রয়েছে। হঠাৎ করে কোনো কারণ ছাড়া তাকে তুলে নিয়ে যাওয়ায় ধারণা করা হচ্ছে তাঁর ছোট ভাই, বিলেতের সুপরিচিত গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব, সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটনের বর্তমান মাফিয়া সরকারের গণতন্ত্র হরণ, গুম, খুনের বিরুদ্ধে অটল অবস্থান এবং সরকারের সবধরনের অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকাই নেপথ্যে কারণ হতে পারে। কারণ বিলেতে একমাত্র সুরমাই বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী আওয়ামী সরকারের সৃষ্ট অসহনীয় অবস্থার সঠিক চিত্র এবং কঠোর সমালোচনাসহ হাসিনা সরকারের অনৈতিক শাসনের সংবাদ সাহসিকতার সাথে প্রকাশ করে যাচ্ছে।

সরকারের বিশেষ বাহিনীর অনুরোধে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্র উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আব্দুল মুক্তাদির মনু কুলাউড়া উপজেলার রাউৎগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ এর ৫নং ওয়ার্ডের ৫ বারের নির্বাচিত সদস্য।

শেখ হাসিনার সরকার উৎখাতের লক্ষে তার ভাই সাংবাদিক ভুট্টোর মন্তব্য বহি:বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুন্ন করছে বলে এজাহারে উল্লেখ করা হয়। পরদিন পাশ্ববর্তী বড়লেখা থানায় আট মাস আগে দায়েরকৃত পৃথক একটি মামলায় অজ্ঞাত আসামী হিসেবে মনুকে শোন এরেস্ট দেখানো হয়।

সাংবাদিক ভুট্টো দাবি করেছেন, গত কয়েকদিন ধরে অজ্ঞাত সূত্র থেকে তাকে প্রথমে যেকোনো কিছুর বিনিময়ে সমঝোতা ও পরে হুমকি প্রদান করা হয়। তিনি ধারণা করছেন, এই হুমকিদাতারা বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার লোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ তার ভাইকে গ্রেফতারের আগে ও পরে ফেসবুক মেসেন্জারে তাদের ভাষা থেকে তিনি সেটি নিশ্চিত হয়েছেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশে ও অনুষ্ঠানের কারণেই সাংবাদিক আব্দুর রব ভুট্টোর পরিবার সরকারের রোষানলে পড়েন। সম্প্রতি লন্ডন বাংলা চ্যানেলে ডিজিএফআই'র বন্দিশালা গুম নিয়ে লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হাছিনুর রহমানের সাথে দুটি টকশোতে বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে সরকার ক্ষিপ্ত। ওই টকশোতে মি: হাছিনুর ফাঁস করেন কি ভাবে বেগম খালেদা জিয়াকে তাঁর বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়। কিভাবে তালা ভেঙে ডিজিএফআই বেগম জিয়ার বেডরুমে আপত্তিকর জিনিসপত্র রাখে। রাজনৈতিক ও সুশীল সমাজের ব্যক্তিদের কিভাবে ডিজিএফআই গুম করে।

সাংবাদিক ভুট্টো সাংবাদিকতার পাশাপাশি সিভিল রাইট ইস্যুতেও ভূমিকা রাখেন। গত ৩০আগস্ট যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্টের সামনে আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবসে বিক্ষোভে অংশ নেন। সেখানে বাংলাদেশী গোয়েন্দা সংস্থার কিছু লোক তাকে ও বিক্ষোভকে ফলো করেন বলে তিনি অভিযোগ করেন। বিএনপি নেতা ইলিয়াছ আলীকে তুলে নিয়ে হত্যার ঘটনায় দুই সেনা কর্মকর্তার ফোনালাপ ফাঁস করেন তিনি। সাংবাদিক আব্দুর রব ভুট্টো লন্ডনে পাচারকৃত অর্থ দিয়ে নতুন বেগমপাড়া তোলার প্রক্রিয়া, সুইস ব্যাংকে লুটপাটের মাধ্যমে রক্ষিত অর্থের তথ্য, নিউ ইয়র্ক- লন্ডন সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত টাকা দিয়ে সম্পদের পাহাড় গড়া নিয়ে প্রমাণসহ প্রতিবেদন প্রকাশ।

কুলাউড়া থানার ওসি আব্দুস ছালেক ৫৪ ধারায় আটক করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করে বলেন, আব্দুল মুক্তাদির মনুর সঙ্গে তার বড় ভাই লন্ডন প্রবাসী আব্দুর রব ভুট্টোর যোগসূত্র আছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওসি বলেন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে আব্দুর রব ভুট্টো সরকার ও দেশবিরোধী লেখনী অব্যাহত রেখেছেন। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানিয়েছে, আব্দুর রব ভুট্টোর ভাই আব্দুল মুক্তাদির মনুকে ডিজিটাল সিকুরিটি আইনে গ্রেফতার করার জন্য 'উপর' থেকে নির্দেশ দেয়া হলেও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তাতে অস্বীকৃতি জানায়। একারণেই শেষ পর্যন্ত কোনো অভিযোগ ছাড়াই ৫৪ ধারায় (সন্দেহজনক) তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

উপজেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক বদরুজ্জামান সজল ও সাংগঠনিক সম্পাদক সুফিয়ান আহমদ জানান, আব্দুল মুক্তাদির মনু উপজেলা বিএনপি'র ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক। তিনি বিএনপি করলেও সকল দল ও মতের মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলেন। দীর্ঘদিন থেকে তার ভাইয়ের সঙ্গে কোনো ধরনের যোগাযোগ নেই। ১২ বছরের অধিক সময় থেকে আব্দুর রব ভুট্টো দেশের বাইরে। তারা বলেন- বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তার ওপর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা মামলা হলেও সেগুলো খারিজ হয়েছে। জানা মতে, তার ওপর আর কোনো মামলা নেই। ভাইয়ের কোনো এক্টিভিটির কারণে ভাইকে আটক করা দুঃখজনক, অমানবিক। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

আব্দুল মুক্তাদির মনুর স্ত্রী নিগার সুলতানা বলেন, ভাসুর আব্দুর রব ভুট্টোর সঙ্গে আমার স্বামী বা আমাদের পরিবারের কারোরই সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। তিনি প্রায় এক যুগেরও বেশি সময় থেকে লন্ডনে বসবাস করছেন। ৮-১০ বছর আগে উনার স্ত্রী সন্তানদেরকেও লন্ডনে নিয়ে যান। ভাই যদি অপরাধ করেও থাকে(!) তাহলে অন্য ভাই কেন হাজতে যাবে? আমার স্বামী সব মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলেন। মানুষ ভালোবাসে তাই যতবার তিনি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন ততবারই তিনি ভোটে জয়ী হয়েছেন। ২৪ বছর থেকে জনপ্রতিনিধির দায়িত্বে পালন করছেন। আমার দুই পুত্র সন্তান সারারাত বাবার অপেক্ষা করেছে। আমার স্বামী নিরপরাধ। তার মুক্তি চাই।

উল্লেখ্য, সাংবাদিক আব্দুর রব ভুট্টো বাংলাদেশ ত্যাগের আগে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে কাজ করেন। ওই সময় সরকারের অনিয়ম দুর্নীতি নিয়ে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একাধিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে সরকারের রোষানলে পড়ে দেশ ত্যাগ করেন।

সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে আমরা এ ধরনের একের অপরাধে (যদি হয়ে থাকে) অপরকে গ্রেপ্তার করার তীব্র নিদ জানাচ্ছি। ফ্যাসিস্ট আওমি সরকারের পুলিশলীগের এহেন বেআইনি গ্রেপ্তারে জাতি আজ শঙ্কিত। প্রবাসী বাংলদেশী কমিউনিটিগুলোতে এ নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে।

নূর আলম চৌধুরী পারভেজ ও আব্দুল মুক্তাদির মনুকে অচিরে মুক্তি দিয়ে ক্ষমা না চাইলে সারা বিশ্বের প্রবাসীরা জুলুমবাজ হাসিনার স্বরূপ আরো স্বচ্ছ ভাবে দুনিয়াবাসীর কাছে তুলে ধরবে এবং প্রবাস থেকেই সরকার পতনের চুড়ান্ত ঘোষণা দেয়া হবে।

২১ সেপ্টেম্বর থেকে গণপরিবহনে মাস্ক ব্যবহারে বাধ্যবাকতা শেষ

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে নিউ সাউথ ওয়েলসে গণপরিবহনে মাস্ক ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা শেষ হয়েছে। নিউ সাউথ ওয়েলস সরকার ট্যাক্সি এবং রাইডশেয়ার পরিষেবা, ট্রান্সপোর্ট অপেক্ষমাণ এলাকা এবং ক্রুজ টার্মিনালের ভেতরের জায়গাসহ গণ পরিবহণে মাস্ক পরার আবশ্যকতা তুলে নেয়া হয়েছে।

প্রিমিয়ার পেরোটেট বলেছেন, "এটি একটি সাধারণ বোধের ব্যাপার যা প্লেন এবং বিমানবন্দর টার্মিনালগুলির পাশাপাশি বাস বা ট্রেনে ভ্রমণকারীদের জন্য নিয়মগুলিকে একই লাইনে নিয়ে আসে।"

নিউ সাউথ ওয়েলস হেলথ এখনও সুপারিশ করে যে যেখানে অন্যদের থেকে শারীরিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে না সেখানে, এবং যেখানে অসুস্থ মানুষ ও যারা গুরুতর অসুস্থতার উচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে এমন জায়গাগুলিতে যেন মানুষ মাস্ক পরে।

মন্ত্রী ব্র্যাড হ্যাজার্ড বলেছেন, মাস্ক এখনও সংক্রমণের ঝুঁকি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

মি. হ্যাজার্ড বলেছেন, "যাদের আগে থেকেই স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে বা যারা অন্যান্য কারণে কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের ঝুঁকিতে রয়েছে বিশেষ করে তাদের জন্য জনাকীর্ণ এলাকায় মাস্ক পরা চালিয়ে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ হবে। এই জায়গাগুলিতে মাস্ক পরা শুধুমাত্র আপনার আশেপাশের লোকদেরই রক্ষা করবে না, বরং আপনার নিজের সংক্রমণের ঝুঁকিও কমাবে।"

ট্রান্সপোর্ট, ভেটেরান্স এবং ওয়েস্টার্ন সিডনি বিষয়ক মন্ত্রী ডেভিড এলিয়ট বলেছেন যে তিনি অন্যান্য রাজ্য, অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ, ভেন্যু এবং ইভেন্টগুলির ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাত্রীদের জন্য মাস্ক ম্যান্ডেট আনার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন।

এছাড়াও নিউ সাউথ ওয়েলস হেলথ নিরাপদে কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে কর্মক্ষেত্রগুলোকে সহায়তা করার জন্য সেইফওয়ার্ক নিউ সাউথ ওয়েলস এবং ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলির সাথে কাজ করা চালিয়ে যাবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14

THE BEST WAY TO PREVENT GETTING INFLUENZA

During the 2020-2021 COVID-19 lockdowns, lots of us had to stay home. If we were allowed to leave, we had to wear a face mask. While the lockdowns were difficult, the number of laboratory-confirmed cases of influenza ('the flu') in Australia was, thankfully, low.

Fast forward to 2022 and flu cases in Australia are spiking earlier than previous years. So far this year, there have been 87,989 cases of the flu, with 47,860 people diagnosed in the last reported fortnight.

Flu cases usually increase in the colder months, possibly because people get together inside more and have closer contact with one another. But this dramatic increase in flu cases is also because international travel is back and restrictions have relaxed. We're meeting up with mates again and taking our masks off.

So, if flu case numbers are rising, what's the best way to protect yourself against the flu?

Having a flu jab every year is the most important way to help prevent the flu and possible complications. This is because the types of influenza viruses that go around often change. Plus, protection from a flu vaccine generally lasts less than a year.

But physical distancing, good hand hygiene, mask wearing and staying home when unwell (which have helped reduce the spread of COVID-19) can also help to stop the spread of influenza.

Why is it necessary to get an influenza shot?

Flu seasons are unpredictable, and the consequences can be devastating. According to the World Health Organization (WHO), in a typical year, up to 650,000 people die from influenza globally.

It's important to get vaccinated if you're able to. Flu vaccination prevents illness in up to 6 out of 10 people who are younger than 65. This figure varies year by year.

Getting vaccinated helps protect people who can't have the vaccine for health reasons. It also protects certain groups of people more at risk of severe illness or complications if infected with the flu. Among high-risk individuals, the flu can trigger complications such as pneumonia. This life-threatening illness can send people to hospital with serious health outcomes. Vaccination saves lives.

Is the flu shot free?

People who are more at risk of severe illness or complications can get a free shot from their immunisation provider. They include:

- Children aged 6 months to under 5 years
- People aged older than 65
- Pregnant people
- Aboriginal and Torres Strait Islander people
- People aged 6 months or over who have a long-term medical condition
- People who have weakened immune systems such as HIV
- People who are obese
- People who smoke
- People who haven't had the flu vaccine

Long-term medical conditions that can lead to you having a serious case of the flu include:

- Heart disease
- Chronic breathing conditions such as severe asthma, cystic fibrosis and emphysema
- Chronic neurological conditions and central nervous system disorders such as epilepsy
- Diabetes and other metabolic disorders
- Renal failure
- Blood disorders
- Children on long-term aspirin therapy

These groups are eligible for a free flu vaccination under the National Immunisation Program (NIP) schedule. Read more about the NIP schedule on health.gov.au.

Another reason to get the flu jab? Getting COVID-19 and the flu at the same time could make you very sick.

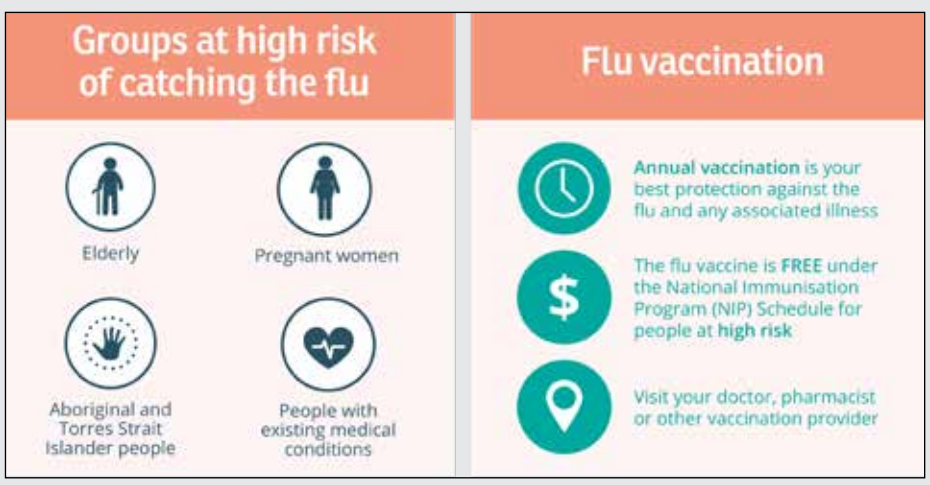

Free flu shots for more people in 2022

This June, most state and territory governments are giving the flu jab to almost everyone for free.

In Tasmania, you can get a free flu vaccine until Wednesday, 6 July 2022. You can book an appointment at a doctor or participating chemist, or you can walk in to any state-run community clinic to get one.

In Victoria, you can get a free flu vaccine until Sunday, 10 July 2022. You will need to book an appointment at a doctor or participating chemist.

In New South Wales and Queensland, you can get a free flu vaccine until Sunday, 17 July 2022. Contact your doctor or participating chemist to book your free flu vaccine.

In South Australia and Western Australia, you can get a free flu vaccine until Sunday, 31 July 2022. Contact your doctor or participating chemist to book your free flu vaccine. In Western Australia, you can walk in to any state-run clinic to receive one.

In the Australian Capital Territory, you can get a free flu vaccine in 2022 if you are aged 5 years and older and you are with disability, are a carer of a person with disability or have a concession card (including the ACT Services Access Card). You must book an appointment at the Access and Sensory vaccination clinic on 02 5124 7700 to get your free flu shot.

Groups at risk of flu complications who are entitled to free flu vaccines.

Should kids get the flu shot?

All children aged 6 months to less than 5 years can get a free flu vaccination, since they can become seriously ill with influenza viruses. Some children can get so sick that they must have 2 weeks or more off from preschool or day care. Normally healthy children can suffer from flu-associated complications such pneumonia and encephalitis.

Kids do get the flu. In 2019, reported cases of the flu were the highest in children under the age of 10. Children aged 6 months to less than 9 years who are getting the flu shot for the first time need 2 doses, given at least 4 weeks apart.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

ভুয়া ডিজিটালের উন্নয়নে জাতি আজ নাভিশ্বাস

এম,এ, ইউসুফ শামীম

বর্তমান স্বৈরাচারি আওয়ামী সরকারের ভুয়া উন্নয়নে জাতি আজ ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত। জনগণ এ ডিজিটালের নামে ভুয়া উন্নয়ন দেখে সর্বশান্ত। অবৈধ সরকার বাংলাদেশের ডিজিটাল উন্নয়ন নিয়ে অনেক বড় বড় কথা বলেছে -মূলত সবই ভুয়া, সবই মিথ্যা। বিজ্ঞান, কারিগরি ও আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর হতভাগা বাংলাদেশের মানুষকে ডিজিটালের ধুঁয়া তুলে কোটি কোটি ডলার লোপাট করেছে বা এখনো করছে এ মাফিয়া সরকার। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ প্রতিটি সেক্টরে আজ ডিজিটাল দুর্গতি। ডিজিটালের মরদেহ আজ সর্বত্র এবং অশান্তিকর।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে স্বৈরাচারি শেখ হাসিনা দেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন, তিনি বলেন, ২০২১ সালে স্বাধীনতার ৫০ বছরে দেশ পরিণত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশে। ওটাও নাকি তার বাবার স্বপ্ন ছিল। যেকোনো উন্নয়ন বা অগ্রগতির কথা আসলে তিনি বলেন, এটা আমার বাবার স্বপ্ন ছিল ইত্যাদি। অনেকে তার এ কথার উত্তরে বলেন-পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও বিকাশ, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ডিজিটাল অর্থনীতি ও ক্যাশলেস সোসাইটি গড়ে তোলার ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেন এ দুর্নীতিবাজ সরকার। এসব কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নের জন্য আইন, নীতিমালা প্রণয়ন থেকে শুরু করে সামগ্রিক কার্যক্রমের পরামর্শ ও তদারকর দায়িত্বে আছেন ডিজিটাল বেয়াকুফ প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়। অর্থাৎ স্বৈরাচারি হাসিনার অপদার্থ ছেলে জয়। মা -ছেলে মিলে পুরো দেশকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ফেলে দিলো। মনে হয় গোটা দুনিয়ায় একমাত্র বিজ্ঞানী বলে দাবি করা মানুষ (ওয়াজেদ জয়) যার কোনো আবিষ্কার নেই, উদ্ভাবন নেই। শুধু নানার স্বপ্ন নিজেই রচনা করে যাচ্ছে। অথচ কোটি টাকা বেতন নিচ্ছেন মাস শেষে। ওগুলো দেখার কেউ নেই, বলার কেউ নেই-শুধু শুনতে হবে কান পেতে। দেশের অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা লিখে সারাদিন বা সারারাতেও শেষ হবেনা।

বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক ফ্যাক্ট আমরা আলোচনায় আনতে চাই। প্রবাসের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সেবা দেবার জন্যে দূতাবাস বা কনস্যুলেট অফিস আছে। মূলত এদের কাজ-কর্ম নিয়ে সারা বিশ্বের প্রবাসী বাংলাদেশীদের অভিযোগের শেষ নেই। প্রবাসের কোনো একটি দেশে কন্সুলেটে ডিজিটাল সিস্টেম চালু করতে চরমভাবে ব্যর্থ এ হাসিনা সরকার। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কনস্যুলেটে দেখেছি, তারা এখনো কেউ ঠিক মতো কম্পিউটার চালাতে পারেন না। যেকোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তারা মোটা খাতায় লিখে, অথচ সামনেই একটি কম্পিউটার সাজানো থাকে। মান্ধাতার আমলের পাঁচ কেজি ওজনের বালাম বইতে তারা লিখতে অভ্যস্ত। যেহেতু তারা সবাই আমাদের দেশ থেকে আসা সেকেলের নাগরিক, তাই ধরেই নিচ্ছি তারা কম্পিউটার চালাতে জানেন না। কিন্ত যারা রিসিপশনে কাজ করেন, তারাও কেনো একই ক্যাটাগরির? প্রবাসী বাংলাদেশী অনেক ছেলে মেয়েরা ভালো ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে পাশ করে বিভিন্ন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে সুনামের সাথে।

প্রবাসে বেড়ে উঠা প্রতিটি ছেলে মেয়ে স্কুল -কলেজের কাজে কম্পিউটার চালাতে হয়। প্রবাসে বেড়ে উঠা ছেলে মেয়েদেরকে দূতাবাস বা কনস্যুলেটে কাজ দিলে অন্তত বালাম বই থেকে কনসুলেট বা দূতাবাস নিষ্কৃতি নিতে পারতো। অনেক কাজ তখন ডিজিটালে রূপ নিতো, তখন আর স্বপ্নের ডিজিটাল থাকতোনা, স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিতে শুরু করতো।

প্রতিটি কনস্যুলেট ও দূতাবাসে বিভিন্ন ধরনের ফর্ম আছে, যে কোন কিছুর প্রয়োজনে আপনি তাদের দারস্ত হলেই দেখবেন, সেই শায়েস্তা খানের আমলের ফর্ম। বর্তমান দুনিয়ার কোনো দেশের কোনো ফর্মের সাথে বিন্দু মাত্র মিলবেনা। এতো নিম্নমানের পুরাতন ফর্ম দেখলেই বুঝা যায় -আসলে আমরা কত মূর্খ, বিয়াকুফ ও অজ্ঞ।

উদাহরণ দেয়া যাক, আপনি পাসপোর্ট নবায়ন ফরমটি একনজর চোখ বুলাতে থাকেন -বেশিক্ষণ যেতে হবে না। খুব শীঘ্র নজরে আসবে ছোট ছোট ভুল, অনেক হাস্যকর। অতি পুরাতন ও ভুলে ভালে ভরা ফর্ম দেখে আমাদেরই খারাপ লাগে, অথচ যখন একজন বিদেশী এ ধরনের একটি ফর্ম হাতে নেন, ভুলের সমারহ ও নিম্নমানের ফরমটি দেখেই তিনি ধারণা করে নেন, আসলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সবকটি ছাগল। সামান্য একটি ফর্মে এতো ভুল -ছি ছি ছি!

জনগণের অর্থে প্রতিটি দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী ও আমলারা সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেন, আয়েশ করেন, নষ্টামি করেন। ফকিন্নির পুতেরা একবারও প্রবাসের ভালো দিকগুলো দেখতে পাননা ? ফর্মগুলো চোখে পরে না ? অথচ ওই সমস্ত ফর্ম প্রবাসী ইয়ার ফাইভ /সিক্সের ছেলে মেয়েকে দিলেও অনেক সুন্দর করে তারা বানিয়ে দিতে পারবে।

কভিড-১৯ এর সময় সব দেশে বিভিন্ন বিধি নিষেধ জারি করেছে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য। ওটাই ছিল আন্তর্জাতিক ভ্রমণের মাপকাঠি। কোনো দেশ সেটা পালন না করলে ওই সমস্ত দেশের কাউকে অন্য কোনো দেশে ঢুকতে দিবেনা -এটাই আইন -এটাই আন্তর্জাতিক আইন।
বিশ্বের সকল দেশের নাগরিকরা তাদের নিজ দেশে ফিরতে আর কোনো স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিধান নেই, যা নাকি এখনো আমাদের দেশে বলবৎ আছে। যার কারনে অনেক যাত্রী টিকিট করে বিমানবন্দর যেয়ে ফেরত গিয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এখনো ওই বিধিবিধান এখনো উঠায়নি। তাইতো প্রতিদিন দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বাংলাদেশে ভ্রমন ইচ্ছুক প্রচুর মানুষের টিকিট বাতিল হচ্ছে। বিমান বন্দর থেকে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার কেন তাদের বিধি উঠাচ্ছেনা, আমরা জানিনা। তবে ৪৮ ঘন্টা আগে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পারমিশন না নিতে পারলে তাকে বাংলাদেশে যাবার বোর্ডিং কার্ড দেয়া হবে না। অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও গোটা বিশ্বের সব দেশ থেকেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা ভুগছে একই সমস্যায় !

কোথায় ডিজিটাল বাংলাদেশ? কোথায় উন্নয়ন?

বাংলাদেশ দূতাবাসের দুনিয়ার কোথাও কোনো অফিসে ফোন করে তাদেরকে পাওয়া যায় কিনা, জানিনা। কেউ ফোন করে রেসপন্স পেয়েছে বলে প্রমাণ দেখাতে পারলে পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াবো -কথা দিলাম।

ডিজিটালের নামে সব ভুয়া, সব মিথ্যা ও গাজাখোরি কথা। দেশে এবং দেশের বাইরে বাংলাদেশের দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলোতে কি হয়, তা কয়েকদিন আগে জাকার্তায় বাংলাদেশী বিতর্কিত দূতাবাস কর্মকর্তা ডেপুটি চিফ অব মিশন কাজী আনারকলি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন। বিসিএস অফিসার না রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী কেডার? দূতাবাসের উর্ধতন অফিসার যখন মাদক ব্যবসা (https://suprovatsydney.com.au/-p4847-1.htm) ও বয়ফ্রেন্ড নিয়ে রাত কাটান, তখন প্রবাসীদের মান সম্মান গুড়িয়ে দেবার জন্য এরাই যথেষ্ট। হায়রে ডিজিটাল কেলেঙ্কারি ! ভুয়া ডিজিটালের উন্নয়নে জাতি আজ নাভিশ্বাস !

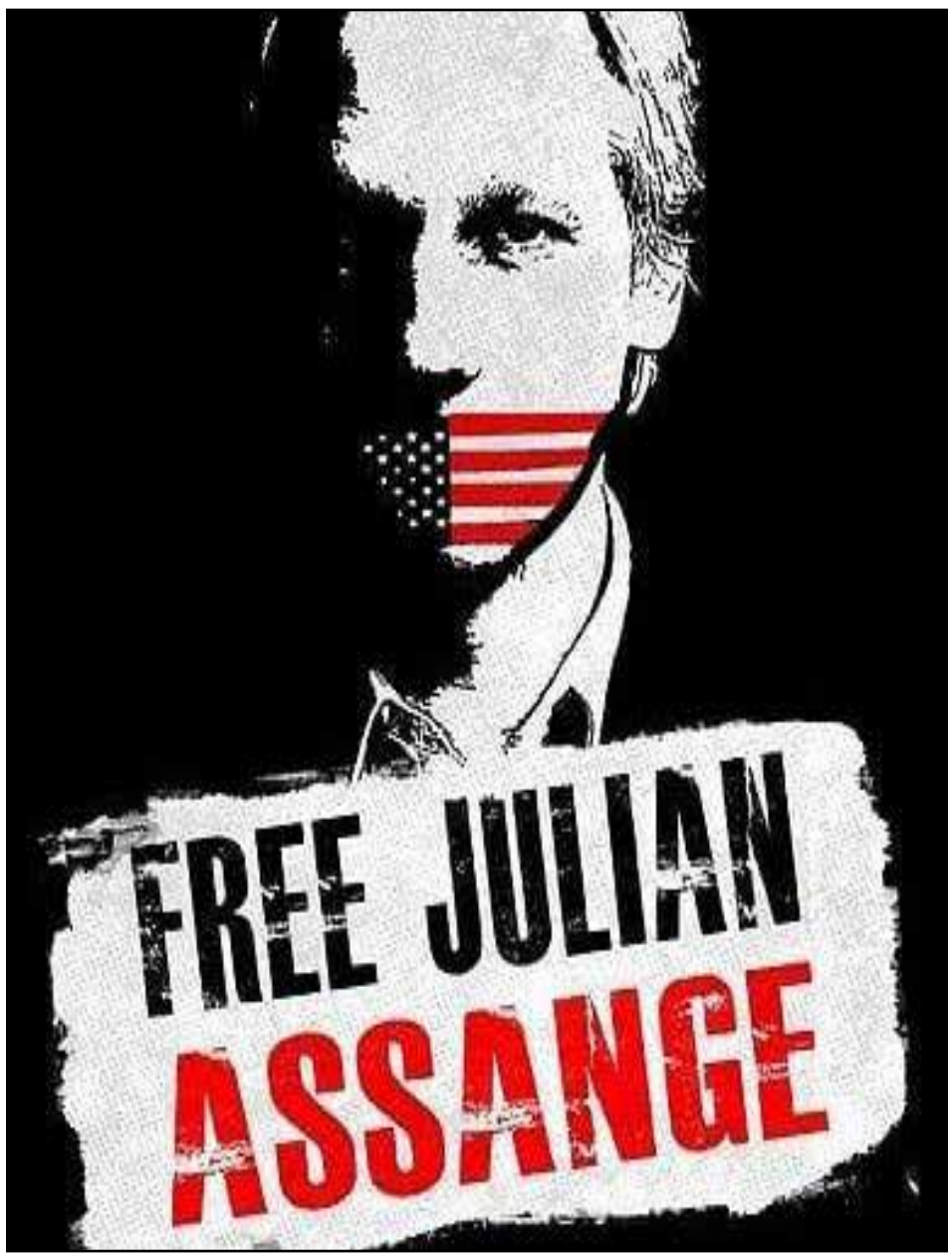

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14

Australian Medical Football Team

Suprovat Sydney Report:

The Docceroos (Australian Medical Football Team) is the national team for Australian Doctors. Formed in 2003, The Docceroos have contested The World Medical Football Championships each year. Share with us in this wonderful game, all footballing doctors!

www.docceroos.com.au

One of the player's comments, The Docceroos entered Day 6 with a decimated squad but full of hope and heart. We knew it would be a dog fight to the end against the Catalonians.

Whilst we played our hearts out, it just wasn't our day. Hamstrings went tearing, decisions didn't quite go our way, and with two red cards we found ourselves defending 9 against 11 for the majority of the second half. It was a well-placed header in the first half that proved to be the winner for the Catalonians in what was a hard-fought encounter.

Whilst we were proud of our efforts, we continue to ponder what could have been.

With little rest, the following day we met the Brazilians for a third-place playoff. The Docceroos were the walking wounded with more players ruled out due to injury or card infringements. Nevertheless, in true fighting spirit, we fielded a team of 11 with no substitutions.

For the majority of the match, our defensive blocks held off the Brazilian attack, but at the halfway mark Heimerich Bisterbosch suffered a broken nose, and the fatigue of 6 games within 7 days had truly set in. We were unable to keep the score level, eventually conceding one goal from a Brazilian cross from the left corner and another from a seemingly controversial penalty decision.

We keep our heads high. Immensely proud of our efforts to finish in the top 4 in Mar Del Plata, under the guidance of coach Dean Ugrinic, physio Luke Poon, and the support of our small but passionate supporters. Until next time!

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

Hundreds of refugees protest for permanent visas in canberra & sydney city

Suprovat Sydney Report

Hundreds of refugees have rallied outside Sydney's Town Hall, at 2 pm, Sunday, 18 September to demand permanent visas for all those refugees and asylum seekers on temporary visas.

At the Sydney event, various background leaders' speeches included Ian Rintoul Refugee Action Coalition leader, Alex Phoon NSW Young Greens Multicultural Officer, Lachlan Good Vice President, NSW Young Labor, Md Abdullah Yousuf chief advisor, Bangladeshi Refugees of Australia Inc, Joy Mohammad Bangladeshi Medevac refugee from, Nauru, Arezoo Narimani, Iranian SHEV refugee, Vino Selvaraso, Tamil TPV refugee, Ali Nayyef Australian Refugees in Limbo, Sajeda Bahadurmia Rohingya community activist, and TPV holder, The rally comes just twelve days since more than 1500 refugees protested on the lawns of Parliament House in Canberra.

While Labor has announced an increase of 35,000 places in the skilled migration program, the thousands of refugees on temporary visas, many of whom were the front-line pandemic workers, are still waiting for Labor to make good on its election promise to grant them permanent visas.

There are 19,000 people living in Australia on temporary protection (TPV) or Safe Haven Enterprise (SHEV) visas. Another 10,000 were refused a visa under the Coalition's fast-track system – that is neither fair nor fast – and are living on even more precarious bridging visas.

For ten years and longer, they have led precarious existence on temporary visas that have had to be renewed; they have struggled to find permanent jobs, denied family reunions, and denied even travel and the right to tertiary education.

Despite the promise to grant them permanent visas, Labor's delay means that TPV holders are still being denied the right to travel, and refugees are left waiting while the renewal of their temporary visas is stuck in the bureaucracy. Labor has also promised to scrap the fast track system, but there is no commitment to review the rejected cases.

Afghans who were refused a protection visa on the false basis that Kabul was safe are still on 'removal pending' bridging visas, or on expired bridging visas with no income support, and no right to work.

"There are hundreds of Nadesalingham families who need safety and the security of a permanent visa. They could be granted a permanent visa as easily as the Biolela family was," said Ian Rintoul, from the Refugee Action Coalition.

"On election night Hon Anthony Albanese PM said that under Labor 'no one would be held back, and no one would be left behind.' But refugees and asylum seekers are being left behind, not just temporary visa holders in Australia.

"There are still 200 refugees and asylum seekers on Nauru and PNG. And the Coalition ban on accepting UNHCR refugees from Indonesia is still in place! Every day matters when you have been left in limbo for 10 years and families are separated. Justice delayed is justice denied, and all these refugees have been denied justice for too long.

More photos on page 18

END The Australian Govt.
Using REFUGEES as
POLITICAL PRISONERS
#LetThemStay

CLOSE THE CAMPS
BRING THEM HERE

Justice for Refugees

Justice for Refugees
ARDA
Australia Inc.
Profit Association For Our Future Community
www.arakanrohingya.com.au

ARDA
Australia Inc.

JUSTICE FOR REFUGEES
International Federation of Iranian Refugees
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی
Close the Detention Centres!
Stop Deportation!
Stop Racism
Immediate Resettlement!
Email: ifirsydoffice@bigpond.com
Phone: 0413467243

MECCA

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

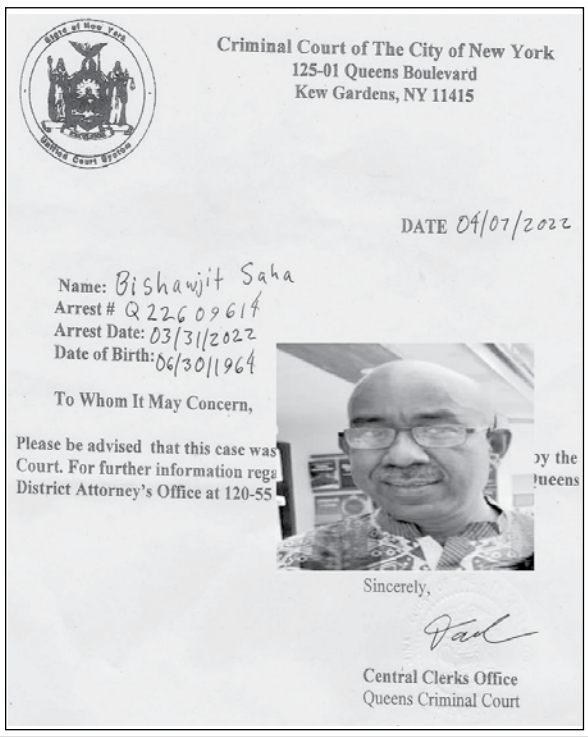

Criminal Court of The City of New York
125-01 Queens Boulevard
Kew Gardens, NY 11415

DATE 04/07/2022

Name: Bishawjit Saha
Arrest # Q22609614
Arrest Date: 03/31/2022
Date of Birth: 06/30/1964

To Whom It May Concern,

Please be advised that this case was by the Court. For further information rega Queens District Attorney's Office at 120-55

Sincerely,

Central Clerks Office
Queens Criminal Court

নিউইয়র্কে বই মেলার নাম ভাঙ্গিয়ে ২৩ বছর ধরে মানব ও অর্থ পাঁচার

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বইমেলার নামে মানব ও অর্থ পাচার, ভুক্তভোগীকে শারীরিক হামলার হুমকি এবং বাংলাদেশে ভুক্তভোগীর আত্মীয় স্বজনদেরকে গুম, ধর্ষণ ও হত্যার হুমকি অভিযোগে ভারতের র এজেন্ট, ইসকন সদস্য বিশ্বজিত সাহাকে নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

বিশ্বজিৎ সাহা ১৯৯৯ সাল থেকে নিউইয়র্কে বই মেলার নামে মানব ও অর্থ পাচার করে আসছে। মানব ও অর্থ পাঁচারের মধ্যে মুসলমানদের জন্য ৫০ হাজার এবং হিন্দুদের জন্য ২৫ হাজার ডলার নিয়ে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করছেন। নিউ ইয়র্কের তথাকথিত বই মেলায় বিশ্বজিৎ এর চারপাশে মুসলমান নামধারীরা হরিনাম "জপ" তে বসে যান অথবা পূজার সময় তার কাছ থেকে "প্রসাদ" নিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুসলমান নামধারীরা (যাদের অধিকাংশরাই আওয়ামী লীগ সদস্য বা সমর্থক) সাহা'র মানব ও অর্থ পাচারের ভাগ পান। এ কারণে বিশ্বজিৎ সাহা চতুরতার সাথে নিউ ইয়র্কের ওসব আওয়ামী মুসলমানদের ঘাড়ে পা রেখে মানব ও অর্থ পাচার ব্যবসার চালিয়ে যাচ্ছেন।

কথিত বই মেলায় অতিথি এবং প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশীদের নয়, কলকাতার দাদাদেরকে করা হচ্ছে। এছাড়া ভারতীয় নাগরিকদেরকে বাংলাদেশে এনে অবৈধ পন্থায় বাংলাদেশী পাসপোর্ট বানিয়ে বাংলা একাডেমি এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের রেফারেন্সে মার্কিন দূতাবাস থেকে ভিসা করিয়ে নেন। অথচ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশী কম্যুনিটি'র তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা এ ধরনের দেশ ও আইন বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ করছেন না।

বিশ্বজিৎ সাহার বিরুদ্ধে সুপ্রিম (সিভিল) কোর্টে মামলার বাদী ফারহানা আক্তারকে গর্বের সাথে বিশ্বজিত সাহা জানিয়েছেন, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' এর সাথে রয়েছে তার বিশেষ সম্পর্ক। তিনিই আবার বলেছেন, 'ডক্টর নুরুন্নবীকে তো আমিই একুশে পদক পাইয়ে দিয়েছি! এ ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবুল মোমেন, আব্দুস সোবাহান গোলাপ, নিজাম চৌধুরী, ডক্টর নুরুন্নবী, ডাক্তার মাসুদ হাসান, ডাক্তার জিয়াউদ্দিন আহমেদ ও ডাক্তার মোহাম্মদ আলী মানিকসহ বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী চাঁদপুরের দীপু মনি ও তার স্বামী "র" এর বিশেষ শুভাকাঙ্খী তৌফিক নেওয়াজের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে বলে জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী তাকে বাংলা ভাষার রক্ষক হিসেবে প্রমোট করেছেন বলে মামলার বাদিকে জানানিয়েছেন। সিভিল কেইস করার পর থেকেই বিশ্বজিৎ সাহা ও তার দুস্কর্মের সঙ্গী ইসরাত জাহান টেলিফোনে ফারহানা আক্তারকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভয়ভীতি প্রদর্শনের পরেও মামলাটি তুলে নিতে অস্বীকৃতি জানালে বিশ্বজিত সাহা বাংলাদেশে অবস্থানরত ফারহানা আক্তারের আত্মীয়স্বজনদেরকে গুম, ধর্ষণ ও খুনের হুমকি দিলে ফারহানা আক্তার পুলিশের স্মরণাপন্ন হয় এবং থানায় অভিযোগ করেন। অভিযোগ করার পরেও বিশ্বজিৎ সাহা ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা ফারহানা আক্তারকে বিভিন্ন উপায়ে ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকলে গত মার্চ মাসের ৩১ তারিখে পুলিশের তদন্তকারী টীম বিশ্বজিৎকে সাহাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় এবং ফারহানা আক্তারকে অর্ডার অফ প্রটেকশন দেয়া হয়।

উল্লেখ্য, মাস কয়েক আগে মানব ও অর্থ পাচারকারী বিশ্বজিৎ সাহা'র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়ায় নিউইয়র্কে কিছু মানুষ তার পক্ষে বিবৃতি এবং ওই লেখকের বিরুদ্ধে মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট বক্তব্য প্রদান করে। আর এসব বানোয়াট বক্তব্যকে পুঁজি করে এক শ্রেণির হলুদ সাংবাদিক সেটাকে হেড লাইনে নিউজ প্রকাশ করেছে।

অথচ, গুণীজনরা সচরাচর মানুষের সুখ দুঃখে এগিয়ে আসে; কিন্তু নিউ ইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কম্যুনিটির বিশিষ্ট লোফার ও মেরুদন্ডহীন গুণীজনরা সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখে কখনোই এগিয়ে আসেনি; কিন্তু একজন মানব ও অর্থ পাচারকারী, হিন্দু জঙ্গি, এবং তথাকথিত "র" এর ইনফরমার ও তার বেআইনী কার্যক্রমকে বৈধতা দেয়ার জন্য কম্যুনিটির বিশিষ্ট গুণীজন নামের নপুংসক ও হিজড়া সম্প্রদায় এগিয়ে এসেছে।

কম্যুনিটির ১'শ বিশিষ্ট ব্যক্তি নামের নপুংসক ও হিঁজড়া সম্প্রদায় বিশ্বজিত সাহা'র অপকর্মের সাথী এবং বেনেফিসিয়ারী। কেউ হয়তো আর্থিকভাবে লাভবান, আবার কেউ কেউ হয়তো নারী বা পুরুষদের সঙ্গ পেয়ে লাভবান, আবার কেউ হয়তো মদ খেয়ে লাভবান আবার কেউ হয়তো দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়ে লাভবান। এরা ভাষা চর্চা ও বই মেলা নিয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে অথচ গত চল্লিশ বছর যাবৎ নতুন প্রজন্মকে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য একটি শিখ্যাপীঠ গড়ে উঠেনি! বাংলাদেশের কালচারাল বা বাণিজ্যি প্রসারে এসব বিশিষ্ট গুণীজন নামের নপুংসক ও হিজড়া সম্প্রদায় এগিয়ে আসেনি! কিন্তু, আজ ঐসব বিশিষ্ট গুণীজন নামের নপুংসক ও হিজড়া সম্প্রদায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বজিৎ সাহার জন্য; মূল কারণ হলো এই যে থলের বিড়াল পুরোপুরি বেরিয়ে আসলে এসব বিশিষ্ট গুণীজন নামের নপুংসক ও হিজড়াদের পরনে পেটিকোট আর জাঙ্গিয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ফারহানা আক্তারের এটর্নী ১'শ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করেছেন। তাদের সকলকে আদালতে হাজির করা হবে।

'নিউ সাউথ ওয়েলসে উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে'

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

এন্টারপ্রাইজ, বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য মন্ত্রী অ্যালিস্টার হেনসকেনস বলেছেন, কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটানোর লক্ষে পুন:প্রতিষ্ঠিত প্যারামাটানর্থ হেরিটেজ প্রিসিনক্টের অংশ হিসাবে স্পেস কিউবড ১৫০০ বর্গমিটার সাশ্রয়ী মূল্যের সহকর্মক্ষেত্র পরিচালনা করবে।

অ্যালিস্টার হেনসকেনস আরো জানান, "নিউ সাউথ ওয়েলসে উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক বিনিয়োগ আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, যা ওয়েস্টার্ন সিডনিতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান তৈরি করতে সাহায্য করবে।"

"স্পেস কিউবড WSSH-এর জন্য সর্বোত্তম এবং সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় পরিষেবা গুলি অফার করে, যা ওয়েস্টার্ন সিডনির উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি খাতের জন্য একটি উজ্জ্বল এবং প্রতিযোগিতামূলক ভবিষ্যত নিশ্চিত করবে।

"এই বছরের নিউ সাউথওয়েলস বাজেট থেকে কর্মী বাহিনীতে আরও বেশি নারীর অংশ গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতিকে অব্যাহত রেখে, স্পেস কিউবড আমাদের ভবিষ্যত নারী কোডারদের দক্ষতাবাড়ানোর জন্য একটি নিয়মিত সিকোড (SheCodes) প্রোগ্রামের আয়োজন করবে।

"হাবটি ওয়েস্টমিড হেলথ অ্যান্ড ইনোভেশন ডিস্ট্রিক্ট ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে উদ্ভাবনের সুযোগ বাড়াতে এবং তা প্রদর্শন করতে সাহায্য করবে,যাওয়েস্টার্ন সিডনিতে আরও নতুন নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং নিউ সাউথওয়েলসের জন্য একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যত সুরক্ষিত করবে।"

সাজ সজ্জার জন্য নিউ সাউথওয়েলস সরকারের কাছ থেকে ৩,০০,০০০ ডলারের তহবিল নিয়ে অক্টোবরে স্পেসকিউবড খোলা হলে তা হাবের প্রথম টেকসই ব্যবসায় পরিণত হবে।

২০২১ সালের ডিসেম্বরে নিউ সাউথওয়েলস সরকার প্যারামাটা নর্থ হেরিটেজ প্রিসিনক্টের পুন: প্রতিষ্ঠা এবং তা চালু করার জন্য ৫৩.৮মিলিয়নডলার অতিরিক্ত তহবিল ঘোষণা করেছে।

পরিকল্পনা ও গৃহায়ন মন্ত্রী অ্যান্টনি রবার্টস বলেছেন, নতুন নতুন উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির সুযোগের সাথে প্রিসিনক্টের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সম্মিলন করার ক্ষেত্রে WSSH-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে।

মিঃ রবার্টস আরো বলেছেন,"এই উদ্ভাবনী স্থানটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত প্যারামাটা নর্থ হেরিটেজ প্রিসিনক্টে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আরও দর্শকের আগমন এবং একটি প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরিকে উৎসাহিত করবে।"

প্যারামাটার সংসদ সদস্য ড. জিওফ লি বলেন, আধুনিক সুযোগ সুবিধা এবং সহযোগিতা মূলক স্থান গুলি নিয়ে ওয়েস্টার্ন সিডনি এবং প্যারামাটা নর্থ হেরিটেজ প্রিসিনক্ট আগামী দিনের উদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য একটি প্রজনন ক্ষেত্র হিসাবে অব্যাহত থাকবে।

Jobs For NSW
NSW GOVERNMENT

ডঃ লি বলেছেন, "ওয়েস্টার্ন সিডনিতেযেসকলউদ্ভাবক এবং উদ্যোক্তা একটু খানি জায়গা খুঁজছেন তাদের জন্য স্পেস কিউবড একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদানের পথকে সুগম করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করছি।"

"WSSH প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সমমনা সংস্থা গুলির কর্মী বাহিনীতে যোগদান করার জন্য এবংএর ফলস্বরূপ, নিউ সাউথওয়েলসের জনগণের জন্য নতুন এবং উন্নত ফলাফল প্রদান করার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।"

স্পেস কিউবডএরসিইও ব্রডিম্যাককালোক বলেছেন যে হাবটি ওয়েস্টার্ন সিডনিকে বৈশ্বিক মঞ্চে উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি প্রধান গন্তব্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবে।

মিঃ ম্যাককালোক বলেছেন, "সিডনিতে উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তি খাত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা এর সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরে সৌভাগ্যবান।"

"নিউ সাউথওয়েলস সরকারের ক্রমাগত সহযোগিতার কারণে আমরা ওয়েস্টার্ন সিডনিকে ব্যবসায়িক বিনিয়োগ এবং অগ্রসর চিন্তার উদ্ভাবকদের জন্য একটি প্রতিযোগিতামূলক স্থান হিসাবে চালিত করতে যা যা করা সম্ভব তা করব।"

খাদীজা বিনতু খুওয়াইলিদ (রা)

নাম তাঁর খাদীজা। কুনিয়াত 'উম্মু হিন্দ এবং লকব 'তাহিরা'। পিতা খুওয়াইলিদ, মাতা ফাতিমা বিনতু যায়িদ। জন্ম 'আমুল ফীল' বা হস্তীবর্ষের পনের বছর আগে মক্কা নগরীতে। পিতৃ-বংশের উর্ধ পুরুষ কুসাঈ-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহর (সা) নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। জাহিলী যুগেই পূতপবিত্র চরিত্রের জন্য 'তাহিরা' উপাধি লাভ করেন। (আল-ইসাবা) রাসূলুল্লাহ (সা) ও খাদীজার (রা) মধ্যে ফুফু-ভাতিজার দূর সম্পর্ক ছিল। এ কারণে, নবুওয়াত লাভের পর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বলেন, 'আপনার ভাতিজার কথা শুনুন।' সম্ভবতঃ বংশগত সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি একথা বলেছিলেন। পিতা খুওয়াইলিদ তৎকালীন আরব সমাজের বিশিষ্ট তাওরাত ও ইনজীল বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নাওফিলকে খাদীজার বর নির্বাচন করেছিলেন, কিন্তু কেন যে তা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা নীরব। শেষ পর্যন্ত আবু হালা ইবন যারারাহ আত-তামীমীর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। জাহিলী যুগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আবু হালার মৃত্যুর পর 'আতীক বিন আবিদ আল-মাখযুমীর সাথে তাঁর দ্বিতীয় বিয়ে হয়। (শারহুল মাওয়াহিব, আল-ইসতিয়ার) তবে কাতাদার সূত্রে জানা যায়, তাঁর প্রথম স্বামী 'আতীক, অতঃপর আবু হালা। তবে প্রথমোক্ত মতটি ইবন আবদিল বার সহ অধিকাংশের মত বলে ইবন হাজার উল্লেখ করেছেন।

খাদীজার পিতা খুওয়াইলিদ ইবন আসাদ ছিলেন ফিজার যুদ্ধে নিজ গোত্রের কমাণ্ডার। তিনি ছিলেন বহু সন্তানের জনক। দ্বিতীয় সন্তান হযরত খাদীজা। পাঁচ ভাই-বোনের মধ্যে হিযাম, আওয়াম এবং রুকাইয়া ইসলামের আবির্ভাবের আগেই মারা যান। হযরত খাদীজা ও হালা ইসলাম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। খাদীজার পিতার মৃত্যু কখন হয়েছিল, সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেউ বলেছেন,ফিজার যুদ্ধে মারা যান। ইমাম সুহাইলীর মতে ফিজার যুদ্ধের আগেই মারা যান। তখন খাদীজার বয়স পঁয়ত্রিশ। কারো কারো মতে রাসূলুল্লাহর (সা) বিয়ের পর তিনি মারা যান। (হায়াতুস সাহাবা- ২/৬৫২)

পিতা বা স্বামীর মৃত্যু বা যে কোন কারণেই হোক কুরাইশ বংশের অনেকের মত খাদীজাও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। ইবন সা'দ তাঁর ব্যবসায় সম্পর্কে বলছেন : 'খাদীজা ছিলেন অত্যন্ত সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যবসায়ী মহিলা। তাঁর বাণিজ্য সম্ভার সিরিয়া যেত এবং তাঁর একার পণ্য কুরাইশদের সকলের পণ্যের সমান হতো।' ইবন সা'দের এ মন্তব্য দ্বারা খাদীজার ব্যবসায়ের পরিধি উপলব্ধি করা যায় । অংশীদারী বা মজুরী বিনিময়ে যোগ্য লোক নিয়োগ করে তিনি দেশ বিদেশে মাল কেনাবেচা করতেন।

রাসূলুল্লাহ (সা) তখন পঁচিশ বছরের যুবক। এর মধ্যে চাচা আবু তালিবের সাথে বা একাকী কয়েকটি বাণিজ্য সফরে গিয়ে ব্যবসায় সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলেছেন। ব্যবসায়ে তাঁর সততা ও আমানতদারীর কথাও মক্কার মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। সবার কাছে তিনি তখন আল-আমীন। তাঁর সুনামের কথা খাদীজার কানেও পৌঁছেছে। বিশেষতঃ তাঁর ছোট ভাই-বউ সাফিয়্যার কাছে আল-আমীন মুহাম্মদ (সা) সম্পর্কে বহু কথাই শুনে থাকবেন।

হযরত খাদীজা একবার কেনাবেচার জন্য সিরিয়ায় পণ্য পাঠাবার চিন্তা করলেন। যোগ্য লোকের সন্ধান করছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়াকিদী থেকে যারকানীর বর্ণনা: 'আবু তালিব মুহাম্মাদকে (সা) ডেকে বললেন : ভাতিজা! আমি একজন দরিদ্র মানুষ, সময়টাও খুব সঙ্কটজনক । মারাত্মক দুর্ভিক্ষের কবলে আমরা নিপতিত। আমাদের কোন ব্যবসায় বা অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। তোমার গোত্রের একটি বাণিজ্য কাফিলা সিরিয়া যাচ্ছে। খাদীজা তাঁর পণ্যের সাথে পাঠানোর জন্য কিছু লোকের খোঁজ করছে। তুমি যদি তার কাছে যেতে, হয়তো তোমাকেই সে নির্বাচন করতো। তোমার চারিত্রিক নিষ্কলুষতা তার জানা আছে। যদিও তোমার সিরিয়া যাওয়া আমি পছন্দ করিনে এবং ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে তোমার জীবনের আশঙ্কা করি, তবুও এমনটি না করে উপায় নেই।' জবাবে রাসূল (সা) বললেন, সম্ভবতঃ সে নিজেই লোক পাঠাবে। আবু তালিব বললেন : হয়তো অন্য কাউকে সে নিয়োগ করে ফেলবে। চাচা-ভাতিজার এ সংলাপের কথা খাদীজার কানে গেল। 'তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট লোক পাঠালেন।' (টীকা, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮) উল্লেখ থাকে যে, কৈশোরে একবার রাসূল (সা) চাচার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তখন পাদরী 'বুহাইরা' রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে আবু তালিবকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন । উপরোক্ত বর্ণনায় আবু তালিব সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

খাদীজা লোক মারফত মুহাম্মাদের (সা) কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, তিনি যদি ব্যবসায়ের দায়িত্ব নিয়ে সিরিয়া যান, অন্যদের তুলনায় খাদীজা তাঁকে দ্বিগুণ মুনাফা দেবেন। মুহাম্মাদ (সা) রাজী হলেন। খাদীজার (রা) পণ্য-সামগ্রী নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত দাস মায়সারাকে সঙ্গে করে মুহাম্মাদ (সা) চললেন সিরিয়া । পথে এক গীর্জার পাশে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি।
গীর্জার পাদ্রী এগিয়ে গেলেন মায়সারার দিকে। জিজ্ঞেস করলেন : 'গাছের নিচে বিশ্রামরত লোকটি কে?' মায়সারা বললেন : 'মক্কার হারামবাসী কুরাইশ গোত্রের একটি লোক।' পাদ্রী বললেন : 'এখন এই গাছের নীচে যিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি একজন নবী ছাড়া আর কেউ নন।' ঐতিহাসিকরা এই পাদ্রীর নাম 'নাসতুরা' বলে উল্লেখ করেছেন। (টীকা, সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৮) তবে ইবন হাজার 'আসকালানী এই পাদ্রীর নাম 'বুহাইরা' বলেছেন। (আল-ইসাবা : ৪/২৮১) তিনি আরো বলেছেন, এই বাণিজ্য সম্ভার নিয়ে রাসূল (সা) বসরার বাজারে গিয়েছিলেন। তাবারী ইবন শিহাব যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) খাদীজার পণ্য নিয়ে সিরিয়া নয়, বরং ইয়ামনের এক হাবশী বাজারে গিয়েছিলেন। তবে সিরিয়া যাওয়ার বর্ণনাটাই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ । (তারীখুল উম্মাহ আল ইসলামিয়া, মুহাম্মদ আল-খিদরী বেক : ১/৬৪)

রাসূলুল্লাহ (সা) সিরিয়ার বাজারে পণ্যদ্রব্য বিক্রী করলেন এবং যা কেনার তা কিনলেন। তারপর মায়সারাকে সঙ্গে করে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। পথে মায়সারা লক্ষ্য করলেন, রাসূল (সা) তাঁর উটের ওপর সওয়ার হয়ে চলেছেন, আর দু'জন ফিরিশতা দুপুরের প্রচণ্ড রোদে তাঁর ওপর ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। এভাবে মক্কায় ফিরে খাদীজার পণ্য-সামগ্রী বিক্রী করলেন। ব্যবসায়ে এবার দ্বিগুণ অথবা দ্বিগুণের কাছাকাছি মুনাফা হলো। বাড়ী ফিরে বিশ্বস্ত ভৃত্য মায়সারা তাঁর মনিব খাদীজার নিকট পাদ্রীর মন্তব্য এবং সফরের অলৌকিক ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করলেন। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯)

হযরত খাদীজা (রা) ছিলেন এক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতি ভদ্র মহিলা। তাঁর ধন-সম্পদ,ভদ্রতা ও লৌকিকতায় মক্কার সর্বস্তরের মানুষ মুগ্ধ ছিল। অনেক অভিজাত কুরাইশ যুবকই তাঁকে সহধর্মিনী হিসেবে লাভ করার প্রত্যাশী ছিল। তিনি তাদের সকলকে প্রত্যাখ্যান করেন । মায়সারার মুখে সবকিছু শুনে খাদীজা নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠান। (সীরাতু ইবন হিশাম-১/১৮৯) বিয়ের প্রস্তাব কিভাবে এবং কেমন করে হয়েছিল সে সম্পর্কে নানা রকম বর্ণনা রয়েছে। তবে খাদীজাই যে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট প্রস্তাবটি পেশ করেন সে ব্যাপারে সব বর্ণনা একমত ।

একটি বর্ণনায় এসেছে, খাদীজা (রা) নিজেই রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে কথা বলেন এবং তাঁর পিতার নিকট প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, দারিদ্রের কারণে হয়তো খাদীজার পিতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অবশেষে খাদীজার পিতা যখন অতিরিক্ত মদপান করে মাতাল অবস্থায় ছিলেন তখন খাদীজা নিজেই বিষয়টি তাঁর কাছে উত্থাপন করেন এবং সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু সুস্থ হয়ে আবার তিনি বেঁকে বসেন। তবে খাদীজা পুনরায় তাঁর সম্মতি আদায় করেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২) অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, হযরত ইয়ালার স্ত্রী ও খাদীজার বান্ধবী 'নাফীসা বিনতু মানিয়্যা' এ ব্যাপারে পুরো উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম খাদীজার পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এভাবে প্রস্তাব পেশ করেন :

'আপনাকে যদি ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য ও জীবিকার নিশ্চয়তার দিকে আহ্বান জানানো হয়, আপনি কি গ্রহণ করবেন ?.... এ কথাগুলি ছিল হযরত খাদীজা সম্পর্কে। কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। নির্ধারিত তারিখে আবু তালিব, হামযাসহ রাসূলুল্লাহর (সা) খান্দানের আরো কিছু ব্যক্তি খাদীজার বাড়ী উপস্থিত হলেন। খাদীজাও তাঁর খান্দানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। সকলের উপস্থিতিতে আবু তালিব বিয়ের খুতবা পাঠ করলেন। সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে এ খুতবা জাহিলী যুগের আরবী-গদ্য সাহিত্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। পাঁচশ' স্বর্ণমুদ্রা মোহর ধার্য্য হয় । খাদীজা নিজেই উভয় পক্ষের যাবতীয় খরচ বহন করেছিলেন। তিনি দুই উকিয়া সোনা ও রুপো রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট পাঠান এবং তা দিয়ে উভয়ের পোশাক ও ওয়ালীমার বন্দোবস্ত করতে বলেন। (হায়াতুস সাহাবা-২/৬৫২) এভাবে হযরত খাদীজা হলেন 'উম্মুল মুমিনীন'। এটা নবুয়াত প্রকাশের পনের বছর পূর্বের ঘটনা। সে সময় তাঁদের উভয়ের বয়স সম্পর্কে সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতপার্থক্য থাকলেও সর্বাধিক সঠিক মতানুযায়ী রাসূলুল্লাহর (সা) বয়স ছিল পঁচিশ এবং খাদীজার চল্লিশ।

বিয়ের পনের বছর পর হযরত নবী করীম (সা) নবুওয়াত লাভ করেন। তিনি খাদীজাকে (রা) সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অবহিত করেন। পূর্ব থেকেই খাদীজা রাসূলুল্লাহর (সা) নবী হওয়া সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। সহীহ বুখারীর 'ওহীর সূচনা' অধ্যায়ে একটি হাদীসে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। হযরত আয়িশা (রা) বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সা) প্রতি প্রথম ওহীর সূচনা হয় ঘুমে সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা সকাল বেলার সূর্যের আলোর ন্যায় প্রকাশ পেত। তারপর নির্জনে থাকতে ভালোবাসতেন । খানাপিনা সঙ্গে নিয়ে হিরা গুহায় চলে যেতেন। সেখানে একাধারে কয়েকদিন ইবাদতে মশগুল থাকতেন। খাবার শেষ হয়ে গেলে আবার খাদীজার কাছে ফিরে আসতেন। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এ অবস্থায় একদিন তাঁর কাছে সত্যের আগমন হলো। ফিরিশতা এসে তাঁকে বললেন : আপনি পড়ুন। তিনি বললেন : 'আমি তো পড়া-লেখার লোক নই।' ফিরিশতা তাঁকে এমন জোরে চেপে ধরলেন যে তিনি কষ্ট অনুভব করলেন। ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন : 'পড়ুন' । তিনি আবারো বললেন : 'আমি পড়া-লেখার লোক নই' । ফিরিশতা দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও তাঁর সাথে প্রথমবারের মত আচরণ করলেন। অবশেষে বললেন : 'পড়ুন' আপনার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্তপিণ্ড থেকে.....' রাসূল (সা) ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ঘরে ফিরলেন। খাদীজাকে ডেকে বললেন : 'আমাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও, কম্বল দিয়ে ঢেকে দাও।' তিনি ঢেকে দিলেন । তাঁর ভয় দূর হয়ে গেল। তিনি খাদীজার নিকট পুরো ঘটনা খুলে বললেন এবং নিজের জীবনের আশংকার কথা ব্যক্ত করলেন। খাদীজা বললেন: না, তা কক্ষণো হতে পারে না। আল্লাহর কসম, তিনি আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ়কারী, গরীব-দুঃখীর সাহায্যকারী, অতিথিপরায়ণ ও মানুষের বিপদে সাহায্যকারী।' অতঃপর খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহকে (সা) সংগে করে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিলের নিকট নিয়ে যান। সেই জাহিলী যুগে তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

হিব্রু ভাষায় ইনজীল কিতাব লিখতেন। তিনি বৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন। খাদীজা (রা) বললেন: 'শুনুন তো আপনার ভাতিজা কি বলে।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন : 'ভাতিজা তোমার বিষয়টি কি?' রাসূলুল্লাহ (সা) পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুনে ওয়ারাকা বললেন

'এতো সেই 'নামূস'- আল্লাহ যাঁকে মুসার (আ) নিকট পাঠিয়েছিলেন। আফসুস! সে দিন যদি আমি জীবিত ও সুস্থ থাকতাম, যেদিন তোমার দেশবাসী তোমাকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে।' রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন : 'এরা আমাকে দেশ থেকে বের করে দেবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে এসেছো, যখনই কোন ব্যক্তি তা নিয়ে এসেছে, সারা দুনিয়া তাঁর বিরোধী হয়ে গেছে। যদি সে সময় পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকি, তোমাকে সব ধরনের সাহায্য করবো। (বুখারী, ১ম খণ্ড) এ ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ওয়ারাকার মৃত্যু হয়।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত খাদীজা তাঁর সকল ধন-সম্পদ তাবলীগে দ্বীনের লক্ষ্যে ওয়াকফ করেন। রাসূল (সা) ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে আল্লাহর ইবাদাত এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সংসারের সকল আয় বন্ধ হয়ে যায়।

চলবে

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

জঙ্গি নাটক কি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার নৌকা?

১ম পৃষ্ঠার পর

এই জঘন্য মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশ পুরো বিশ্বে পরিচিত। বাংলাদেশের র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব বাহিনী এবং এই বাহিনীর সাথে জড়িত সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা জারির পেছনে এই বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত গুমের ঘটনাগুলোর বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক সমস্ত নিন্দা ও প্রতিক্রিয়ার পরও বাংলাদেশ সরকার গুমের চর্চা বন্ধ না করে বরং গুমের জন্য অন্যতম অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তা বেনজির আহমেদকে জাতিসংঘের সম্মেলনের সুযোগ নিয়ে জোর করে আমেরিকা ভ্রমণ করিয়ে এনে সমস্ত কূটনৈতিক সৌজন্যকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। বেনজিরের অবসরের পর পুলিশ প্রধান হিসেবে তারা যে মামুনকে নিয়োগ দিচ্ছে, সেও আমেরিকার এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত এক মানবতাবিরোধী অপরাধী।

এই সমস্ত প্রেক্ষাপটেই বাংলাদেশের পুলিশ তরুণ চিকিৎসক শাকিরকে দুই দিনের জন্য গুম করেছিলো। কুমিল্লায় যে সাত তরুণকে নিখোঁজ হিসেবে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশে সচেতন মানুষরা ধারণা করে তারা আসলে পুলিশের হাতেই অপহৃত হয়েছে এবং গুমের শিকার। বড় ধরণের কোন জঙ্গি ও সন্ত্রাসী ঘটনার পর তাদেরকে অপরাধী হিসেবে দেখানো হবে। আমার দেশ পত্রিকার সম্পাদক মাহমুদুর রহমান তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাতকারে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন বাংলাদেশের পুলিশ তরুণ, নারী এবং শিশুদেরকেও গুম করে তারপর বিভিন্ন জঙ্গি বিস্ফোরণের ঘটনায় তাদেরকে হত্যা করে অপরাধী হিসেবে প্রচার করে। বাংলাদেশ পুলিশের সাজানো এইসব জঙ্গিবিরোধী অভিযানে নিরীহ নারী এবং নিষ্পাপ শিশুদেরকে পর্যন্ত বিনাবিচারে নিষ্ঠুরভাবে গুলি ও বোমা বিস্ফোরণে হত্যা করা হয়।

শাকির বিন ওয়ালীর গুম এবং কোন প্রমাণ ছাড়াই বানোয়াট অভিযোগে রিমান্ডের এই ঘটনাবলীর পরপরই বাংলাদেশের প্রথম আলো পত্রিকা নিখোঁজ হওয়া তরুণদেরকে নিয়ে বিস্তারিত একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বাংলাদেশে দালাল সংবাদমাধ্যমগুলো যে পদ্ধতিতে সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করে, সেই অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে এই জঙ্গি নাটকের সন্দেহ মানুষের মনে আরো পাকাপোক্ত হয়েছে পত্রিকাটির এই প্রতিবেদনের পর। এর আগেও বাংলাদেশের বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করা নৃশংস কিন্তু রহস্যজনক জঙ্গি আক্রমণের ঘটনায় রহস্যজনক কিছু চরিত্রকে বাংলাদেশের কিছু পত্রিকা মহান ও নির্দোষ সাজানোর জন্য দীর্ঘদিন যাবত প্রচারণা চালিয়ে যাওয়ার বিষয়টি অনেকের সামনেই পরিস্কার।

নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর সারা পৃথিবী ওয়ার অন টেরর বা 'অনন্ত' সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের যুগের সুচনা হয়েছিলো, সেই যুগও বর্তমানে শেষ হয়ে এসেছে। বর্তমানে বৃহৎ পরাশক্তি আমেরিকা অন্য আরেক শক্তি চীনের সাথে ছদ্ম-যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। একইসাথে ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার সাথেও সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে পশ্চিমা দেশগুলো। কিন্তু পশ্চিমের পরিত্যক্ত এই মুসলিম জঙ্গিবাদকে শত্রু হিসেবে নিয়ে কাজে লাগানোর চেষ্টায় আছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় সরকার এবং ভারতীয় সরকারের সেবাদাস বাংলাদেশ সরকার।

২০১৪ এবং ২০১৮ সালের মধ্যরাতের এবং কেন্দ্র দখল করা পরিহাসের দুইটি জাতীয় নির্বাচনের পর আবারও আরেকটি জাতীয় নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। আওয়ামী লীগের অধীনে আগের নির্বাচনগুলোকে আন্তর্জাতিক মহল এমনকি উত্তর কোরিয়া এবং আফ্রিকান কিছু দেশের নির্বাচনের সাথেও তুলনা করেছিলো। তথাপি ক্ষমতা দখল করে রাখার জন্য মরিয়া ফ্যাসিবাদী শক্তি আওয়ামী লীগ যেভাবে সকল আন্তর্জাতিক নিন্দাবাদের পরও গুম ও ক্রসফায়ারের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধ থেকে নিরস্ত হয়না, সেভাবেই তারা যে কোন ছলে-বলে-কৌশলে আবারও দখলদারীর নির্বাচন সম্পন্ন করবে এটা নিশ্চিতভাবেই বলে দেয়া যায়।

বাংলাদেশের বাকশালী গোষ্ঠীর এই মরিয়া অবস্থা ইতিমধ্যেই সারা দেশের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিবাদে অংশগ্রহণকারী বিএনপি কর্মীদেরকে নিষ্ঠুরভাবে দুর থেকে রাইফেলের সরাসরি গুলিতে হত্যার বেশ কয়েকটি ঘটনায় পরিস্কার বুঝা যায়। নারায়ণগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জে বিএনপি কর্মীদেরকে প্রকাশ্য দিবালোকে হত্যার জন্য বাংলাদেশের পুলিশকে মাঠে নামানো হয়েছে এবং পুলিশ সেই জল্লাদের দায়িত্ব পালন করেছে।

নির্বাচনকে আয়ত্বে রাখার জন্য হাজার কোটি টাকা খরচ করে প্রহসনের ইভিএম মেশিনও কাজে লাগানো হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে বাটনেই চাপ দেয়া হোক না কেন সব ভোট যাবে নৌকায়। প্রশাসন, বিচারবিভাগ ও সামরিক বিভাগ সবকিছুই সরকারের পুরোপুরি আজ্ঞাবহ এখন। এত সব আয়োজনের পরও আন্তর্জাতিক মহলের কিছু সমর্থন দরকার আওয়ামী লীগের। বাংলাদেশের রাজনীতির সচেতন পর্যবেক্ষকদের মতামত হলো, জঙ্গিবিরোধী কার্ডের কার্যকারিতা পশ্চিমা বিশ্বে প্রায় শেষ হয়ে এলেও গ্রহণযোগ্যতা এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। সুতরাং সেই বাতিল কার্ডের ছুতো ধরেই সম্ভবত উগ্র হিন্দুত্ববাদের ভাবশিষ্য আওয়ামী লীগ চেষ্টা করছে এবারের নির্বাচন বৈতরণী পার হওয়ার জন্য। সেই দুষ্টচক্রে মিথ্যা গল্প সাজাতে দক্ষ এবং গুম-খুনের কারিগর বাংলাদেশ পুলিশ এবং তাদের সহযোগী তথ্যমাধ্যমগুলোর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে ডা. শাকিরের মতো অনেক অসহায় ও নির্দোষ মানুষ।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14

গহরজান

আহমদ রাজু

তিন ছেলে মিলে মায়ের জমিটা লিখে নেয়ার আগের দিন পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। আজ সকালের সূর্যটা অন্যরকম। কেউ যেন তাকে পাত্তাই দিতে চায় না। অথচ গতপরশু সকালে তবির বউ ঘরে নিয়ে কাঠের চেয়ারটাতে বসিয়ে খাওয়ালো! হবির বউ তখন বলে, "ইস! মা'র চুলির কী অবস্থা! খাওয়া হয়ে গিলি চুলি তেল দিয়ে দিবানে। মেঝো তোরে তো কওয়াই হইনি, মা কিন্তু দুপুরি আমাগ্যের ওহানে খাবেনে।" কোথায় ছিল রবির বউ কে জানে। সে হঠাৎ এসে বলে, "কি লো বু, মা কী ত্যোগের একার? তুমাগের দেবর কাল রাত্তিরি হাটেত্তে নলা মাছ আনিছিল। মা'রে খাওয়াবো বলেইতো পেঁপোলি শাঁক দিয়ে রান্দিছি। মা'র আবার পেঁপোলি শাঁক দিয়ে নলা মাছ খুব পছন্দ।"

তিন ছেলে আর তাদের বউয়ের এমন আদর-আপ্যায়ন শুধু যে একদিন তা নয়, বেশ ক'দিন থেকে চলছিল এমন প্রতিযোগিতা। শাশুড়ী কী খেতে ভালবাসে আর বাসে না তা অকপটে তারা বলে যাচ্ছে! এই যে পেঁপোলি শাঁক আর নলা মাছের কথা বললো ছোট বউ, কই কোনদিন তো কাউকে বলেনি এমন কথা। সে পেঁপোলি শাঁক ভালবাসে এটা সত্য, তার সাথে ঢাসা পুঁটি মানায়। কেন এমন ভালবাসার ঢেউ শুরু হয়েছিল তাকে কেন্দ্র করে, গতকাল সকাল পর্যন্ত তার উত্তর খুঁজে পায়নি গহরজান।

স্বামী মারা গেছে বহু বছর আগে। তখন ইয়াসমিন পেটে। চৈত্রের কড়া দুপুর, সূর্য তখন মাথার ওপর। মালেক ফকির বেগুন ক্ষেতের আগাছা নিংড়িয়ে বাড়িতে এসে বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। তিন ছেলে তখন খুব ছোট। তারা পাশের বাঁশ ঝাড়ের নিচে খেলাধূলায় মগ্ন। "গহরজান এক গ্যালাস পানি দিবা।" হাঁক ছাড়ে মালেক ফকির।

অপেক্ষাকৃত দূরত্বে রান্না ঘর। সেখান থেকে উত্তর দেয় গহরজান, "এট্টু বসো, আমি কলেত্তে ঠাণ্ডা পানি আনতিছি।"

"ঠাণ্ডা লাগবে না, যা আছে তাই দেও।" মালেক ফকিরের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন।

স্বামীর এমন কথায় মনে খটকা লাগে গহরজানের। সে তাড়াতাড়ি মাটির কলসি থেকে গ্লাসে পানি নিয়ে স্বামীর হাতে দেয়। গ্লাস হাতে নিয়ে মুখের কাছে নিতেই হাত থেকে গ্লাসটা নিচে পড়ে যায়। সাথে সাথে মালেক ফকিরও মাটিতে ঢলে পড়ে। গহরজানের সামনে মুহূর্তেই ঘটে যায় ঘটনাটা। যা আজও কোটরাবদ্ধ চোখের সামনে ভাসে তার। এক ভরা ভাদ্রের মতো যৌবনে স্বামীকে হারিয়ে মহা সংগ্রাম শুরু করে সে। একদিকে ছোট ছোট তিন ছেলে আর পেটে আগত সন্তান; অন্য দিকে দারিদ্রতা। তাছাড়া গ্রামের মাতব্বর শ্রেণী, পাতি মাস্তান আর উঠতি বয়সী নেতারা তো রয়েছে। তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলাটাও তো চাট্টিখানি কথা না।

গহরজানের অদম্য ইচ্ছা শক্তি গ্রামের মহিলাদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। স্বামীর যৎসামান্য জমিতে নিজেই হাল চাষ করে ফসল ফলায়। ছেলেদের মইয়ের ওপর উঠিয়ে জমি সমান করে সংসারটাকে কোন রকম দাঁড় করায়। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া করিয়েছে যতদূর সম্ভব। তাদের বিয়ে দিয়েছে; আর কি? পুরোনো স্মৃতি রোমন্থন করে চোখের কোণে জলের একটা কণা উপস্থিত হয় যা বুঝতে পারে গহরজান। শুধু সুখের স্মৃতি কেন, দুঃখের স্মৃতি কম ছিল না তার জীবনে। আজকাল অনেক কিছু মনে করতে পারে না। যৌবনে অকথ্য খাঁটুনি আর বয়স তার চোখের সামনে থেকে বিদায় নিচ্ছে পুরোনো অনেক কিছু।

সকাল-দুপুর-বিকেল গড়িয়ে রাত হয়ে গেলেও তার খোঁজ কেউ খুব একটা নেয় না। বাড়ির সামনের আম গাছের নিচে বাঁশের মাঁচায় শুয়ে বসে দিন কাটে তার। মাঁচার ওপর টিনের ছাউনি; সেখানে রোদ বৃষ্টি খুব একটা স্পর্শ করে না। রাতে কারো দয়া হলে পূর্ব দিকের ঘরের বারান্দায় হাত ধরে নিয়ে যায়। একা একা ঘরের বারান্দায় যাওয়া অনেকটা কঠিন তার জন্যে। গত বছর ফাল্গুন মাসে একবার উঠানে পড়ে যেয়ে মাজায় যে ব্যথা পেয়েছিল তা বোধকরি মৃত্যুর আগপর্যন্ত মনে থাকবে। ভাগ্যিস গোলাম ডাক্তার মাজায় একটা ইনজেকশন দিয়েছিল। তারপর থেকে আর নিজে নিজে হাঁটার চেষ্টাও করে না সে। আর করলে যে হাঁটতে পারবে না সেটা নিশ্চিত।

সবার খাওয়া শেষ হলে হাঁড়ির তলানির ভাত আর সামান্য তরকারি থালায় পুরে গহরজানের সামনে রেখে যায় হবির বউ। অধিকাংশ দিন হবির বউ তার শাশুড়ীকে খাবার দেয়। অন্য দুই বউ কোন খবরই নেয় না। তাদের ধারণা শাশুড়ীর ওপর যতটুকু কর্তব্য তা বড় বউয়ের।

"ও বউ; হবিরেতো দেখলাম হাটেরতে মাছ আনতি? কই আমারে তো ইট্টুও দিলি নে। সুদো ভাত আর গিলতি ভাল লাগে না।" পা নিচে ঝুলিয়ে মাঁচার ওপর বসে ছিল গহরজান। পা উঠিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু ঝুকে ভাতের থালা কাছে এগিয়ে নিতে নিতে কথাগুলো বলে সে।

হবির বউ খেঁকিয়ে ওঠে, "ঢং দেহে আর বাঁচিনে। দুই পা কবরে চলে গেছে তাও খাওয়া কমলো না। খায়ে খায়ে শুদু ছেড়োবানে। ও পাট করে কিডা কওদিনি?"

ছেলে বউয়ের কথায় গলার স্বর কমে আসে গহরজানের। সে নরম স্বরে বলে, "আর খাওয়া; তিন ছুয়ালরাই আমারে গলার কাটা ভাবতি শুরু করেচে। আর তুরাতো থাকলি পরের মায়ে।"

"বুড়ির কতো কতা আসপেনে। যদি কাজ করে খাওয়া লাগদো তালি অতো কতা আসতো না।" কথাগুলো বলতে বলতে ঘরের ভেতর চলে যায় হবির বউ।

গহরজান আর কথা বাড়ায় না। তার চোখ কেবলই ক্ষণে ক্ষণে চলে যায় পুরোনো দিনে। কী চেয়েছিল আর কী হলো! মাঝে মাঝে মনে হয়, এই সময় অতিবাহিত করা মানেই বুঝি সুখ।

২০১৯ সালের ডিসেম্বর। করোনা ভাইরাসের প্রকোপ শুরু হয়েছে বিশ্বজুড়ে। বাদ যায় না বাংলাদেশও। ২০২০ সালের ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রুগী সনাক্ত হয়। তারপর দিন বাড়ার সাথে সাথে বাড়তে থাকে রুগী, মৃত্যুর মিছিলে যোগ হয় গুণের নামতা। শহর- গ্রাম সব জায়গার চিত্র একই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, অফিস আদালত সবকিছু অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ। চারিদিকে হাহাকার, মৃত্যুর মিছিলে প্রতিদিন যুক্ত হচ্ছে হাজারো নাম। অতি প্রায়োজন ছাড়া হাটে, মাঠে, ঘাটে যাওয়া বারণ। গেলেও মুখোস পরে যেতে হচ্ছে। সরকারী বাহিনীর সাথে সামরিক বাহিনীও তৎপর। দোকানপাট নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বন্ধ করতে সরকার অধ্যাদেশ জারী করেছে। এর ব্যতয় ঘটলে জরিমানা গুনতে নয়তো লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতেও দ্বিধাবোধ করে। টাকা-পয়সায় হাত দিলেও হাত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করার চল শুরু হয়েছে। কেউ কেউ মুখের সামনে লেমিনেটিং পেপার টাঙিয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছে। কী এক কিম্ভুতকিমাকার! বাসগাড়ি, ট্রেন এমনকি বিমানে মাঝের একটি আসন খালি রাখা হচ্ছে। টাকাওয়ালা যারা আছে, তারা পরিবার এবং আগামী দিনের কথা চিন্তা করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদ করা শুরু করেছে। গ্রামের চিত্র আরো অন্যরকম। গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তায় আড়াআড়ি বাঁশ বেঁধে রেখেছে এলাকার লোকজন। অপরিচিত কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। জ্বর, সর্দি, গলায় ব্যথা হলেই তাকে আলাদা থেকে করোনা পরীক্ষা করতে হচ্ছে। পরীক্ষায় করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি থাকলে তাকে অন্তত চৌদ্দ দিন সবার থেকে আলাদা থেকে চিকিৎসকের পরামর্শমত চিকিৎসা নিতে হচ্ছে। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীরা সাধ্যমত চাল-ডাল নিয়ে তার বাড়ি যেয়ে লাল ফ্লাগ টাঙিয়ে দিয়ে আসে। কেউ আইন অমান্য করলেই তার বাড়ি পুলিশ যেয়ে শাসিয়ে আসছে। পৃথিবীর এই অসুখকে পুঁজি করে সুবিধাভোগীরা যার যার অবস্থানে থেকে সুবিধা ভোগ করছে দেদারছে।

সকাল থেকে গহরজানের জ্বর বেশ বেড়েছে। সাথে শুকনো কাশি। গলাব্যথার কারণে সকালে পান্তা ভাতও খেতে পারেনি। এখন জ্বর মানে করোনা ভাইরাস, এমন ভয় মনের মধ্যে সবার। সাথে শুকনো কাশি আর গলাব্যথা হলেতো কথায় নেই। নিশ্চিত করোনা। গ্রামের সহজ সরল মানুষের মনে এমন ধারণা আসতেই পারে। সত্যটা হলো, এমন ধারণা গ্রামের চেয়ে শহরের মানুষের মধ্যে বেশি দেখা দিয়েছে।

"ও বউ, আমারে এট্টু পানি দিবা?" মাঁচার ওপর কাত হয়ে শুয়ে ছিল গহরজান। দূরে হবির বউকে যেতে দেখে হাঁক ছাড়ে সে।

কথাটা হবির বউয়ের কানে গেলেও সে ভ্রুক্ষেপ করে না।

কেন যেন মনে হয়, হবির বউ তাকে পানি দিতে আসবে না। তাইতো বলে, "আল্লা যদি আমারে নিয়ে যাতো তালি বাঁচতাম। আল্লা তুমি আমারে নিয়ে যাও। কেন আমারে নিয়ে যাও না?" কোটরাবদ্ধ চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে কিনা তা বোঝা যায় না। তবে চোখ যে তার ছল ছল করে উঠেছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। তৃষ্ণার মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সে আবারো হাঁক ছাড়ে, "তুমাগের আল্লার কিরে লাগে, আমারে এটটু পানি দিয়ে যাও। আমি তো আর বাঁচতিছি নে।"

রবি ফসলের ক্ষেত থেকে এইমাত্র বাড়িতে এসে মায়ের হাঁকডাক শুনতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে যায়। দশ/বারো হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, "আমাগের কি এটটু শান্তিতি থাকতি দিবা না?"

ছেলের কথায় তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে, এই কী সেই ছেলে? যাকে বাঁচাতে একদিন ষাঁড়ের সামনে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল! না হলে সেদিনই পাগলা ষাঁড়টা ওকে পিষে ফেলতো। যাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম? যাদের মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন তুলে দেবার জন্যে ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ফসল ফলিয়েছি? কোন কিছু আর ভাবতে চায় না গহরজান। হাজার হলেওতো তার সন্তান!

"আমারে এটটু পানি দিতি পারবি বাপ?"

"মুখ ঢাহে এটটু আচতে কতা কও। আমাগের সবাইরে তুমি কি মারবা?"

শীর্ণকায় শরীর। কথা বলার শক্তি বেশি অবশিষ্ট নেই। তার কথার ভেতরে শরীরের অক্ষমতা প্রকাশ পায়। বলল, "আমি ত্যোগের কি করলাম?"

২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

গহরজান

২২ পৃষ্ঠার পর

"তুমার করোনা ভাইরাস অইছে। বাড়ি সুদ্ধ মানুষ; এটটু বুজার চিষ্টা করো। তুমার বাতাস লাগলি বাড়ি সুদ্ধ মরতি হবেনে! দেখতিছাও না, বাড়ি পিলাক টাঙায়ে দিয়ে গেছে?"

কথাটা গহরজানের কানে গেল কি গেল না বোঝা যায় না। তার নিঃশ্বাসে কষ্ট হওয়ায় হাঁপাতে শুরু করেছে। অবস্থা বেগতিক দেখে মাটির ভাড়ে পানি এনে পাঁচ হাত লম্বা একটা লাঠির মাথায় সেটা ঝুলিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে এগিয়ে দেয় রবি। বলল, "নেও; পানি খাও। আর শোন, আজ রাত্তিরি যেন বারান্দায় উঠো না। কী হয় কওয়া যায় না। আমরা মাজে মদ্যি ওই বারান্দায় যাই।"

গহরজান বুঝতে পারে তার ছেলের মূল বক্তব্য কী। কোন কথার উত্তর না দিয়ে মাটির ভাঁড় থেকে গ্লাসে পানি ঢেলে খায় ঢকাঢক। কেন জানি পানি তিতো মনে হয় তার। আজ তিনদিন জ্বর। গোলাম ডাক্তার এসেছিল সেদিন। ডাক্তারকে কে নিয়ে এসেছিল তা জানে না গহরজান। তবে ছেলেরা যে তাকে আনেনি এটা নিশ্চিত। পাশের গ্রামে বাড়ি। গহরজানের জীবনী তার জানা। সে নিজ ইচ্ছায় মাঝে মধ্যে বৃদ্ধার খোঁজ খবর নিয়ে ওষুধ দেন। মূল্য নেন না। ডাক্তার দু'পাতা নাপা ট্যাবলেট দিয়ে ছয় ঘন্টা পরপর আহারের পর খাবার কথা বলেছিল। সময় বুঝতে না পেরে ঠিকমত তা খাওয়া হয় না। বাড়িতে তিন তিনটে ছেলে, ছেলেদের বউ। তারা কেউ আর এই বয়স্ক মানুষটার কাছে আসে না। নাতি- নাতনিদের কথা আলাদা। তারা সবাই এখনো অনেক ছোট। অথচ গহরজানের ছেলে-মেয়েরা যখন ছোট ছিল; তখন চাষাবাদের কারণে মাঝে মধ্যে জ্বর-সর্দি হলে তাদের মধ্যে মাকে সেবা-যতে□র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। ঠিক যেমন ছিল তার জমি লিখে দেবার আগে।

আজ সকালে তবি যে দয়া করে ওষুধ এনে দিয়েছে তা বুঝতে পারে গহরজান। না হলে মুখে গামছা পেঁচিয়ে এসে দূর থেকে মায়ের দিকে ওষুধ ছুঁড়ে দিয়ে সে কি করে বলতে পারে, "নেও, দয়া করে অন্তত ওষুধগুলো খাইয়ো; দেহ সারে কি না। তুমার জন্যি তো আমাগের কোন জাগায় যাওয়ার জো নেই। সবাই আমাগের দেহে ভয় পায়। পিলাক টাঙানো বাড়ির লোক বলে!"? তবির এতগুলো কথায় হৃদয়ে তার বৃষ্টির ধারা বইলেও চোখ থেকে কোন অশ্রু ঝরে না।

দু'দিন থেকে শরীরের অবস্থা বেশ খারাপ গহরজানের। সে বিছানা থেকে উঠতে পারে না। অনেক চেষ্টা করেও না। মায়ের খবর শুনে উদভ্রান্তের মতো ছুটে আছে ইয়াসমিন। সে সাথে আনা ভাত তরকারি মাখিয়ে মায়ের মুখে তুলে দিয়েও ব্যর্থ হয়। তার যে অনেক শক্তি শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। কোন খাবার আজ তার গলা থেকে নামবে না। প্রাণটা যে যায় যায় অবস্থা! অনেকদিন পর মেয়েকে পেয়ে মেয়ের গায়ে-মুখে হাত বোলায়; কিছু একটা বলতে চায় গহরজান। তার চোখের কোণে দেখা যায় জলের রেখা।

মাকে শান্ত□না দেয় ইয়াসমিন। "তুমি ভাল হয়ে যাবা মা। কুনো চিন্তা করবা না।"

গহরজান মেয়ের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মুখ থেকে তার কোন শব্দ বের হয় না। বয়স আর সমাজ-সামাজিকতা তাকে মুখ বন্ধ করে রাখতে বাধ্য করেছে। মনে মনে তার মেয়েকে মন ভরে আশির্বাদ করে গহরজান। বলে, "কতদিন পরে তোরে দ্যাখলাম মা। ক্যামন ছিলি এতদিন? জামাই কিরাম আছে রে? আর হ্যা, আমার যে করোনা অয়চে! দূরি দাঁড়ায়ে কথা কলি ভাল করতি।" মুখ ফুটে কিছুই বলা হয় না। ঠোঁট কাঁপতে থাকে; অন্তরটা জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয় তার। ইয়াসমিন ভাইদের কাছে জিজ্ঞাসা করে মায়ের করোনা হয়েছে তারা কীভাবে জানলো। আর বাড়ি লাল ফ্লাগ টাঙালো কীসের ওপর ভিত্তি করে। তবি বলে, "মা'র বয়স হবার জন্যি টেসট্ করাতি নিতি পারিনি। তয় লক্ষণতো করোনার। তাইতো আমাগের এলাকার নেতা কটা আব্দুল থায়ে পিলাগ টাঙায়ে দিয়ে গেছে।"

ছেলে- ছেলের বউয়েরা তার ধারের কাছেও ঘেঁসছে না ভয় আর ঘৃণায়। গহরজানের হৃদস্পন্দন ক্ষীণ হয়ে আসে ক্রমেই। সে অস্পষ্ট স্বরে ডাক দেয়, "ও হবি, তবি, রবি; আমি আর বাঁচপো না রে বাপ। ইয়াসমিনরে এটটু খবর দে।" ইয়াসমিন আজ সকালে এসে বিকেলেই তার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে গেছে; যা তার মনে নেই। এ কারণে অস্পষ্ট স্বরে তার ছেলেদের উদ্দেশ্যে কথাটি বলে। কথাটি ছেলেদের কান পর্যন্ত গিয়েছে বলে মনে হয় না গহরজানের।

ঘুটঘুটে অন্ধকার। চারিদিকে জোড়া জোড়া চোখ জ্বল জ্বল করছে। দূর থেকে ভেসে আসে শেয়াল-কুকুরের ডাক। গহরজান এখন মুক্ত। তার বহু বছরের আশা পূর্ণ হয়েছে। এখন সে শান্তিতে জীবন পরবর্তী সময় অতিবাহিত করতে পারবে ভেবে স্বস্তিতে চারিদিকে তাকায়। তাকে ঘিরে ধরে আছে অনেকগুলো শেয়াল-কুকুর জাতীয় প্রাণী। যে মানুষটা কুকুর দেখলে ভয়ে অস্থির হয়ে উঠতো তার চারিপাশে কিনা এতগুলো প্রাণী! সে অনেক চেষ্টা করেও মনের ভেতরে ভয়ের আলামত তৈরী করতে পারে না। আচমকা ঘাড়ের কাছে কিসের যেন নিঃশ্বাসের উষ্ণতা পায়। ভাবে, হয়তো মৃতদেহ খেতে এসেছে; এখনি হয়তো তাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। তাহলে মৃত্যুর পর এভাবেই বুঝি মৃতদেহ খেতে চলে আসে পশুর দল! পায়ে হাতে পিঁপড়ে জাতীয় কিসে যেন কামড়িয়ে যাচ্ছে অহর্নিশ। নিঃশ্বাস নিতে আগের মতো কষ্ট। শীতও লাগছে খুব। সাথে দখিনা হিমেল হাওয়া। মৃত্যু পরবর্তী যন্ত্রণা বুঝি এমন হয়! ঈমাম সাহেব কেন তবে সেদিন বলেছিলেন, দোজখের আযাব খুবই কঠিন! তার ভাবনা দূর থেকে বহুদূরে হারিয়ে যায়।

"তবে কী আমি বেহেস্তেত মদ্যি?" বিভিন্নভাবে সে জেনেছে বেহেশতের বর্ণনা। সেই বর্ণনার সাথে বর্তমান অবস্থার খুব বেশি মিল নেই।

"তালি আমি এহনে কনে আচি?" সাতপাঁচ ভেবে কোন উত্তর খুঁজে পায় না সে। বলল, "কিয়ামতের আগে হইতো এবাবে চলবেনে।"

"আমি এহা ক্যান? কাউরেতো দেখতিচি নে!" নিজেকে প্রশ্ন করে। পৃথিবী থেকে শুধু যে সে একা বিদায় নিয়ে এখানে এসেছে তা নয়; হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিদায় নিয়ে এখানে এসেছে- আসছে। কই তাদের কাউকেতো দেখছে না! মনের ভাবনা মনে থাকতেই একটা আলোর বহর তার দিকে আসতে দেখে মনটা শান্ত হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে আলোটা আরো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

বলো হরি, হরি বোল বলতে বলতে আলোর বহর কাছে এসে পড়ে। মাটিতে পড়ে থাকা গহরজানের গায়ে ধাক্কা লেগে একজন উচোট খাওয়ার জোগাড়। "কী রে বাবা, সব জাগায় তো চালাকি! শ্মশানে আসে যদি না পুড়ায় তালি লাশের কি কোন ধর্ম্ম থাকলো?" একজন বলল। একজন হ্যারিকেনটা মুখের কাছে ধরে বলল, "এই কেউ ওদিক যাস নে। মনে হয় করোনার রুগী ছিল। ছুয়ালরা পয়সা বাঁচাইচে।"

একজন বলল, "মনে হয় বেশি সময় ফেলিনি। তা না হলি তো লাশেরতে গোন্দ ছুটতো।"

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক একজন বলল, "তা ঠিক, কালকে সকালে আসে দেকা যাবেনে। চল, এইডেরেতো আগে চিতায় উঠোই। যদি কাঠ বাঁচে তালি ভগবানের ইচ্ছাই ব্যবস্থা একটা হবেই।" বলো হরি, হরি বোল বলতে বলতে তারা চললো সামনের নদীর ধারে, যেখানে চিতা সাজানো আছে আগে থেকে।

আর যাই হোক সকল কিছু অনুভবে আসে গহরজানের। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে চিতার আগুন। ঐ আগুনে সারা শ্মশান আলোকিত হয়ে যায়। হৃদয় জুড়ে তার হাহাকার। এটা বুঝতে পারে. ছেলেরা তাকে কবর না দিয়ে রাতে আঁধারে এই শ্মশানে ফেলে গেছে! তবে একদিক দিয়ে ভালোই করেছে বলে মনে হয় তার। অন্তত কোন ঋণ তাকে হতে হয়নি। তা না হলে ছেলেদের কাছে তার ঋণী হবার সম্ভবনা ছিল। কাফনের কাপড় কেনা, আগরবাতি, গোলাপজল, গন্ধ সাবান আরো কত কী! দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে গহরজান। এখন মনটা যে বেশ ফুরফুরে লাগছে। যাকে পোড়াচ্ছে সে তো কিছুক্ষণ পরেই ভূত হয়ে তার সাথে সঙ্গ দেবে, তার অপেক্ষায় আছি আমি। মনে মনে কথাটা আওড়িয়ে যায় গহরজান।

হঠাৎ এক পশলা শীতল হাওয়ায় শরীরে কাঁপুনি লাগে। এমনিতে শীতকাল। তার ওপর এমন হিমেল হাওয়া! গালে যে কয়টা দাঁত আছে তারা একটার সাথে আর একটা লেগে যায়। সামনে চিতার আগুন নিভতে শুরু করেছে। যারা এসেছিল তারা ফিরে গেছে অনেক আগেই।

বলো হরি, হরি বোল শব্দটা হঠাৎ কানের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আবারো মশাল হাতে গোটা পাঁচ/ছয়জন লোক। এবার লাশের সঙ্গে কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। মনে হয় এরা সবাই টাকার বিনিময়ে লাশ পোড়াতে এসেছে। একথায় পেশাজীবী কাঠুরে। পাশ দিয়ে গেলেও গহরজানের দিকে ভ্রুক্ষেপ করে না। তারা তাড়াতাড়ি দুটো চিতা পরপর সাজিয়ে অগ্নিসংযোগ করে তাতে। এক আলোকচ্ছটায় মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গহরজানের। সে বুঝতে পারে মৃত্যু পরবর্তী জীবনের স্বাদ। এখানে ভয় নেই- ক্লান্তি নেই- ক্ষুধা নেই, চাওয়া-পাওয়ারও কিছু নেই। কিন্তু কিছু একটা আছে। মনে খটকা লাগে তার। উঠে বসার জন্যে আশপাশের কিছু হাতড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। পারে না। তিন ছেলেকে একবার ডাকতে চেয়েছিল। সে ডাকে না। তারা যখন কাফনের কাপড় কেনা আর মায়ের শেষ যাত্রায় সামান্য খরচের ভয়ে তাদের মৃত মা'কে কবর না দিয়ে শ্মশানে ফেলে গেছে তখন তাদের ডাকতে ইচ্ছে হয় না। তারা সবাই ভাল থাক। আর কবর দিলেই বেহেশতে যেতে পারতো তা নয়; তার কর্মফলই তাকে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেবে। মনে মনে ভাবে গহরজান।

বেশ কিছু সময় রাতজাগা কুকুরের আনাগোনা ছিল না। এখন আবার শুরু হয়েছে। পায়ের গোড়ালিতে কিসে যেন একটা কামড় বসিয়ে দেয়। চিল্লিয়ে ওঠে গহরজান। সে ক্ষীণ স্বর কাঠুরিয়াদের কানে যায়। তারা সবেমাত্র চিতার আগুণ শেষ করে বাড়ির দিকে ফিরতে পা বাড়িয়েছিল। শব্দের উৎপত্তি খুঁজতে খুঁজতে কাছে এসে দেখে একজন বৃদ্ধ মহিলা শ্মশানের খালি মাটিতে পড়ে আছে। একজন নাকের কাছে হাত দিয়ে বুঝতে পারে নিঃশ্বাস এখনও চলছে। কোন কিছু না ভেবে কিছুক্ষণ আগে যে বাঁশে ঝুলিয়ে মৃতদেহ এনেছিল সেই বাঁশে ঝুলিয়ে গহরজানকে তারা হাসপাতালের দিকে নিয়ে যায়।

গহরজান তখনও বুঝতে পারে না কি হচ্ছে! মৃত্যু পরবর্তী জীবন এমন হয় তা তার আগে জানা ছিল না। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর তাকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছিল। যখন চোখ মেলে তাকায় তখন সে নিজেকে নরম বিছানায় আবিষ্কার করে। পাশের সেবিকাকে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "তুমি কি মা দুনিয়াতে নার্স ছিলে?"

সেবিকা বুঝতে পারে ব্যাপারটা কি। তাইতো বলল, "না দাদী মা, তা হবে কেন?"

"তালি তুমি কি ছিলে?"

"আমি মরতে যাবো কেন?" সেবিকার মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

"তালি তুমি মরে যাওনি?" কপালে চিন্তার ভাজ গহরজানের।

আপনার কি মনে হয় এটা মরণ কাল?"

"হ্যা তাইতো।"

"আপনি বেঁচে আছেন, এখন হাসপাতালে।"

"তালি..."

গহরজানের কথা শেষ না হতেই সেবিকা প্রশ্ন করে, "তাহলে কী দাদী মা?"

"এই যে শ্মশান, চিতা, ধুধু মাঠ, কালো রাত এত্তকিছু? আর আমি তো করোনায় মরে গিছি।"

সেবিকা গহরজানের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, "আপনার করোনা হয়নি। এখন একটু ঘুমানোর চেষ্টা করেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

গহরজান মনে মনে ভাবে, আসলেইতো একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু ঠিক হবে না মনের ক্ষত। যে ক্ষত তার সন্তানরাই তৈরী করেছে। তবুও তারা ভাল থাক।

গহরজান আবারো ঘুমের রাজ্যে। সে বিচরণ করতে চায় অচেনা জগতে। যে জগতে নেই চাওয়া- পাওয়া, দেওয়া-নেওয়া, স্বার্থ- মোহ আর করোনা ক্রান্তিকাল।

মানবাধিকার সুরক্ষায় অবদানে গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউম্যানিটির স্বীকৃতি

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মানবধিকার সংগঠন গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউম্যানিটির পক্ষ থেকে সিডনির দশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও রক্ষায় অবদানের জন্য স্বীকৃতি ও সম্মাননা দেয়া হয়। গত সোমবার সন্ধ্যায় বিশেষ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরান থেকে তিলাওয়াত করেন ফারুক হোসেন । মানবতাকে গুরুত্ব দিয়ে যারা কাজ করেছেন, সে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক, মানবাধিকার কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে সম্মান সূচক সনদপত্র প্রদান করেন গ্লোবাল ভয়েস ফর হিউম্যানিটির সাধারণ সম্পাদক শিবলী সোহায়েল।

মানবাধিকার সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকার জন্য স্বীকৃতি হিসেবে সনদপত্র দেয়া হয় যাদেরকে, তারা হচ্ছেন, ড. ফারুক আমিন, এ এন এম মাসুম, কুদরত উল্লাহ লিটন, কাউন্সিলর মাসুদ খলিল, মোসলেহ উদ্দিন আরিফ, সোহেল মাহমুদ ইকবাল, ফারুক হোসেন, রাশেদ আল হোসেন খান, হাবিবুর রহমান এবং রাহাত শান্তনু -জনতার কবিয়াল। অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন শিবলী সোহায়েল ও অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এম,এ,ইউসুফ শামীম।

উল্লেখ্য যে. গত ৩০ আগস্ট নিউ সাউথ ওয়েলস সংসদের সামনে, সিডনির প্রাণ কেন্দ্রে, জাতিসংঘ ঘোষিত ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ভিকটিমস অফ এনফোর্সড ডিজএপিয়ারেন্স অর্থ্যাৎ গুমের শিকার ব্যক্তিদের স্মরণে উদযাপিত দিবস উপলক্ষে একটি সফল প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে বিশ্ব মানবাধিকার সংস্থা এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী ও সিডনিতে বসবাসরাত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী স্বতঃফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। সম্মাননা প্রাপ্ত মানবাধিকার কর্মী ও নেতৃবৃন্দগণ ৩০ আগষ্টের সমাবেশ সফল করতে মূল সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন।

৩০ আগস্টের অনুষ্ঠানের বিভিন্ন দিক তুলে অনেকে বক্তব্য বক্তব্য রাখেন, ড. হুমায়ের চৌধুরী রানা, মঞ্জুরুল আলম বুলু, বিশিষ্ঠ গায়ক সাব্বির রানা প্রমুখ। বক্তাগণ মানবাধিকার সংরক্ষণ ও সুরক্ষায় নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper I সত্যের সাথে সব সময়

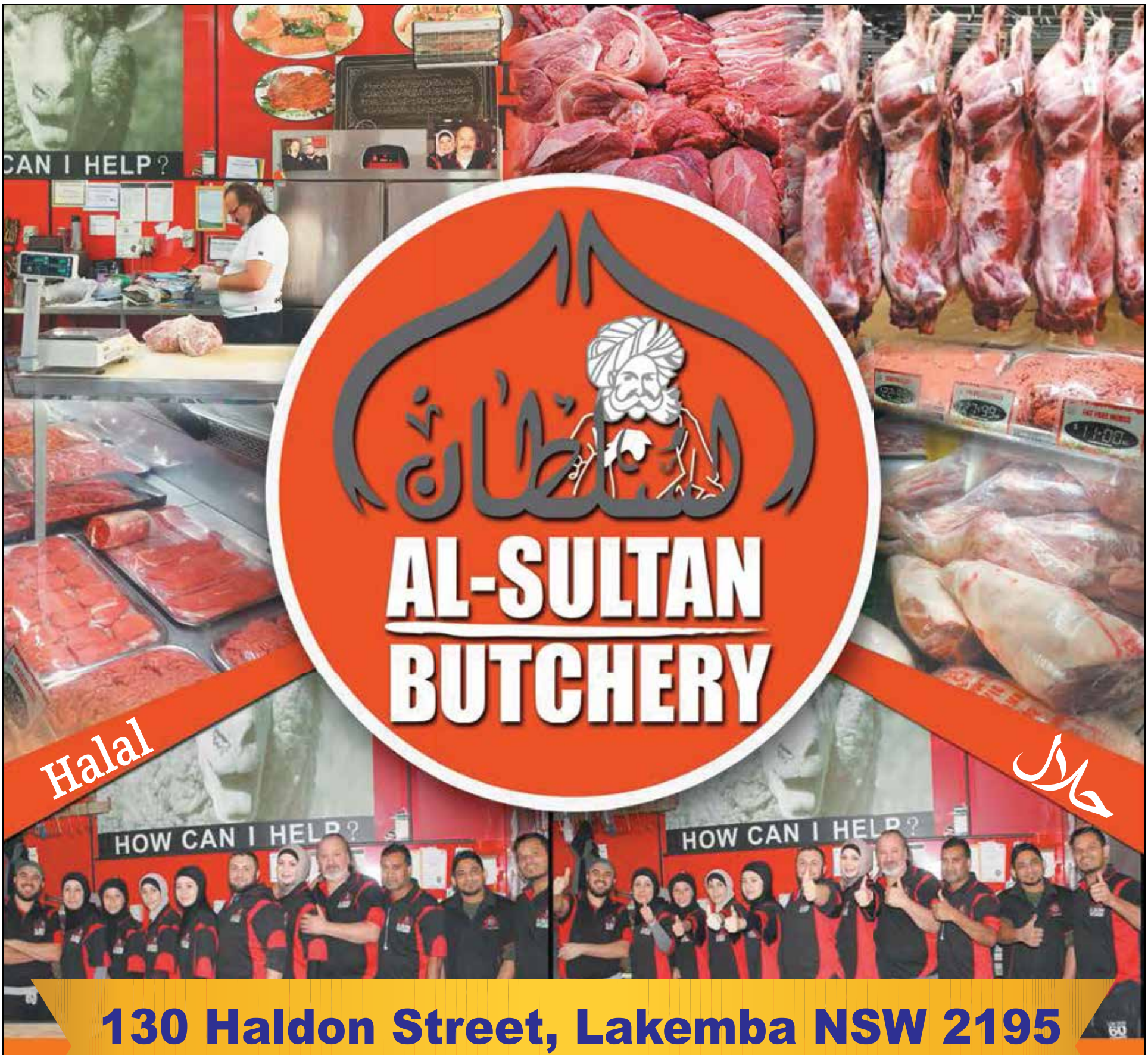

130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290

- Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
- Fresh chicken Daily
- Fish & seafood
- Frozen vegetables
- Free delivery
- Competitive prices
- We don't have any other branches

Suprovat Sydney
Copy Right Protected

Haitham Morabi
Manager
0402 016 210

Mahmoud
0416 874 859

Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14 26

নারীমুক্তি আন্দোলনে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর অফুরন্ত অবদান

-আবদুল হাসিব

১৮২০ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর পশ্চিম বঙ্গের মিদ্নাপুর জেলার ঘাটাল মহকোমার বীরসিংহ গ্রামে ঈশ্বর চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা ভগবতী দেবী। মাত্র ছয় বছর বয়সে ঈশ্বর চন্দ্র কলকাতা চলে যান। সেখানে ভগবত চরণ'র বুররা বাজারস্থ নিবাসগৃহে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়। বিশাল এই পরিবারে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ঈশ্বরচন্দ্র'র একটুও সময় ব্যয় হয়নি। তিনি সেখানে বেশ আরামেই তার লেখাপড়া নিয়ে নিমগ্ন থাকতে পারলেন। উল্লেখ্য, এর কয়েক বছর পূর্ব থেকেই ঈশ্বর চন্দ্র'র পিতা ঠাকুরদাস সেখানে অবস্থান করছেন। ঈশ্বর চন্দ্র সেখানে আপন পরিবারের স্নেহ পরশ পেতে থাকলেন। শিক্ষানুরাগী ঈশ্বরচন্দ্র লেখাপড়া করে এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌছলেন, যার তুলনা শুধু তিনি নিজেই। তিনি যেমন হয়ে উঠলেন অসংখ্য বিষয়ে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি, তেমনি হয়ে উঠলেন একজন উচ্চমাপের দার্শনিক, শিক্ষক, লেখক, অনুবাদক, প্রিন্টার, সম্পাদক, সফল ব্যবসায়ী, এবং একজন ঐতিহাসিক সমাজ সংস্কারক। ১৭৮০ সালে চার্লস উইলকিন এবং পঞ্চানন কর্মকার এর উদ্ভাবিত কাঠের তৈরী বাংলা ছাপার লিপির প্রচলন হয়েছিলো বটে, কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত অপরিবর্তীত এই লিপির আধুনিকরণ করেন জ্ঞানতাপস ক্ষণজন্মা ঈশ্বর চন্দ্র। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি সংস্কৃতে উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেন। তাঁর মেধা-বুদ্ধি, যুক্তিসম্পন্ন উপস্থাপনা, সর্বোপরি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানের বিস্তৃতি আর ব্যাপ্তি দেখে উনাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ভুষিত করা হয়। অর্থাৎ জ্ঞানের সাগর উপাধি অর্জন করেন। অতঃপর, সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে গেলেন- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এক সময় ভগবত চরণ'র কনিষ্ট কন্যা রায়মণি'র মাতৃ স্নেহের মতো ভালোবাসা আর সাহসী উৎসাহ পেয়ে ঈশ্বচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতীয় নারী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন এবং এক সময় সংগ্রামী হয়ে ওঠেন।

উনবিংশ শতাব্দী ছিলো নারীমুক্তি আন্দোলনের শতাব্দী। এবং এই নারী মুক্তির মধ্য দিয়েই অঙ্কুরোদ্গম ঘঠে 'নারী স্বাধীনতা' নামের আন্দোলন। নারী মুক্তির সূচনা লগ্নের সময়টার দিকে আমরা যদি চোখ ফেরাই তা হলে দেখতে পাবো যে, নারীর যাতনাময় জীবনে কঠোর বন্ধন, কঠিন কষ্টকর নিপিড়ন এবং শৃঙ্খলিত জীবন থেকে নারীরা বন্ধনমুক্ত হবার প্রেরণা বা বলা যায় মুক্তির পথ খুঁজে পায় এই শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, তখনকার পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের দ্বারা শৃঙ্খলিত নারীদের মুক্তি'র আন্দোলন কিন্তু সর্বপ্রথম পুরুষরাই শুরু করেন। উনিশ শতকের এই নারীমুক্তি পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর নারীমুক্তি আন্দোলনে যার অবদান সবচেয়ে বেশী তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সনাতনপন্থী পরিবেশে রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং অজস্র কুসংস্কারযুক্ত হিন্দু সমাজে লালিত হয়েও বিদ্যাসাগর সমকালীন সামাজিক কূপমণ্ডূকতা ও ধর্মের নামে ভণ্ডামীতে নিজেকে নিবেদিত না করে বরং এসকলের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করেছিলেন। আর তার প্রধান কারণ ছিলো সমাজকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের সময়কার সমাজে হিন্দু বিধবাদের দুর্গতি ছিলো সবচেয়ে দুর্বিষহ ও যন্ত্রণাদায়ক এবং ন্যক্কারজনক। অন্যায় অত্যাচার অশ্রাব্য গালিগালাজ এবং নিষ্পেষণ নিপীড়নে জর্জরিত হিন্দু বিধবা নারীদের মুক্তির পথ ছিলো রুদ্ধ। পুরুষদের একাধিক বিয়েতে কোন বাধা ছিলো না। তারা ইচ্ছে করলেই একাধিক রমণীকে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতেন। অনেক সময় দেখা গেছে প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীর মর্যাদা তো দেয়া হয়নি, কাজের বন্দী-দাসীর মতো আচরণ করা হয়েছে; কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ হিসাবে মর্যাদা পর্যন্ত দেয়া হয়নি। এমনকি বারাঙ্গনাদের সান্নিধ্য নেয়া তাদের জন্যে বৈধ বা উন্মুক্ত ছিলো। অপর দিকে আট বা দশ বছরের হিন্দু বাল্যবিধবাকে পুনরায় বিয়ে দেয়াটা পর্যন্ত ছিলো সম্পূর্ণ শাস্ত্র বিরুদ্ধ। হায়রে শাস্ত্র! শাস্ত্র নামের সুবিধাবাদী অনিষ্টকারী কু-অস্ত্র থেকে কবে যে আমাদের এ সমাজ পুরোপুরি পরিত্রাণ পাবে কে জানে? কবে যে স্বামীপরমার্থ প্রথাটা চিতায় উঠবে জানি না। জানা যায় তখনকার সময় শাস্ত্র অমান্য করে যদি কেউ বিধবাকে বিয়ে করেছে তো মরেছে; তাকে একঘরো করা হতো, সমাজচ্যুত করা হতো। সমস্ত সমাজের ভেতরে প্রচলিত এই প্রথা বা ব্যবস্থা বিদ্যাসাগরের বিবেক এবং মূল্যবোধকে চরমভাবে আঘাত করে। তিনি বিধবা বিবাহ নিয়ে গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এবং এক সময় শাস্ত্র ঘেটে শেষ পর্যন্ত তিনি 'পরাশর সংহিতা' নামক ধর্ম শাস্ত্রে বিধবা বিবাহের পক্ষে সমর্থন পেয়ে যান। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে. 'বিবাহিত নারীর স্বামী যদি উন্মাদ হয়, মারা যায়, সন্ন্যাসী হয়, ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয় এবং সমাজচ্যুত হয় তবে স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ শাস্ত্র সম্মত'। সমাজের চোখের সামনে শাস্ত্র স্বীকৃত এধরনের প্রামাণ্য দলিল তুলে ধরে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। কিন্তু শত প্রচেষ্টাতে সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতে পারলেন না একচ্ছত্র পুরুষ শাসিত এই সমাজে। পারলেন না বিধবাদের বিবাহ দিয়ে বৈধব্যের দুঃখ-দুর্দশাকে ঘুচাতে। তখনকার সমাজে দেখা গেছে বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাল্য বিধবাদের অনেকেই বৈধব্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্যে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কেউ কেউ জড়িয়ে পড়েছেন অবৈধ গোপন প্রণয়ে। এমন কি কেউ কেউ সামাজিক কলঙ্ক থেকে মুক্তির লক্ষ্যে আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। আবার কেউ বা যন্ত্রণা আর উপদ্রপ সহ্য করতে না পেরে পথে নেমেছেন, এবং জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে বাধ্য হয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

বিদ্যাসাগর হিন্দু বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন করেছিলেন মূলত সমাজে উৎকেন্দ্রিক জীবনযাত্রা থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং সমাজে হিন্দু বিধবাদের যে ঘৃণিত, শৃঙ্খলিত জীবন ছিলো সেই জীবন থেকে তাঁদের মুক্তি দেয়ার জন্যে। আইন প্রয়োগ ছাড়া সম্ভব হবে না ভেবে বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে সমাজের শিক্ষিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর সহ একটি আবেদন সরকার সমীপে পাঠান। বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে ১৮৫৬ সালে জুলাই মাসে বিধবা বিবাহ সমর্থনের পক্ষে আইন প্রণীত হয়। এবং এই একই বছর ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর বহু অর্থ ব্যয় করে প্রথম বিধবা বিবাহ দেন। অতঃপর প্রচুর অর্থ ব্যয়ে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৬০ টির মতো বিধবা বিবাহ দেন। তাতে করে বিদ্যাসাগর এক সময় ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরো একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি প্রকট হয়ে দেখা দেয়েছিলো। তা ছিলো, 'বহু-বিবাহ' নামক প্রথা। এই প্রথা চালু থাকায় প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কুলীন পুরুষরা একাধিক কুলীন কন্যাকে বিয়ে করতেন। সামাজিক মান-মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে কুলীন পিতা-মাতা প্রচুর অর্থ পণ দিয়ে বয়স্ক মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন পাত্রের কাছে কন্যাকে বিয়ে দিতে দ্বিধাবোধ করতেন না। ফলে কুলীন কন্যারা অচিরেই বিধবা হতেন। এই সমস্যাও সমাজ সংস্কারক মহতী মানব বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ব্যাপারে শুধু পত্র-পত্রিকায় তিনি লেখালেখি করে ক্ষান্তি দেননি, তিনি বইও লিখেছিলেন। বিশেষ করে তখনকার সময়ে লেখা তাঁর রচনাগুলো সমাজ পরিবর্তন এবং নারীমুক্তির কাক্সিক্ষত পথে অগ্রসর হতে যতেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, আইন প্রণয়নের প্রয়োজন আছে। বিদ্যাসাগর তাই ১৮৫৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর 'বহু-বিবাহ নিষিদ্ধ' এই মর্মে আইন প্রণয়নের জন্যে সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু বহুবিদ জটিল কারণে শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

এক সময় যখন বিদ্যাসাগর দেখলেন যে, দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা বদ্ধমূল কুসংস্কার গুলোকে নারী নিজেরাই ছাড়ছে না। যদিও কিছু সংখ্যক নারী তাদের মুক্তির জন্যে আন্দোলনমুখী হতে চাইতো কিন্তু সামাজিক অনুশাসনের কারণে পেরে ওঠতো না। অর্থাৎ নারী মুক্তি আন্দোলনে নরীরাই অন্তরায় সৃষ্টি করছেন দেখে তিনি নারী শিক্ষার তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এমন কি বহু সাধনার ফলে ১৮৪৯ সালের মে মাসে বিদ্যাসাগর বেথুন সাহেবের সহযোগীতায় মাত্র ২১ জন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্টিত করেন 'বেথুন স্কুল'। শিক্ষা বিস্তারের এ সংগ্রাম থামেনি তাই ১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে পরবর্তী ৭ মাসের মধ্যে তিনি বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়ায় মোট ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এসকল করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর বহুবার বহুভাবে বহুধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু হাল ছাড়েননি। কারণ বিদ্যাসাগর'র বুকের ভেতর জুড়ে ছিলো মানবতাবোধ এবং নারীদের প্রতি ছিলো সহজাত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। সেই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আলোকবর্তিকা পাণে ছুটেছেন সারা জীবন এবং সফল স্বার্থক ভাবে গড়ে তুলতে পেরেছেন নারী মুক্তি আন্দোলন।

বিশ্ব নন্দিত দার্শনিক, পণ্ডিত, মহাজ্ঞানী মহাজন এবং ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনের অগ্রপথিক প্রজ্বলিত প্রভাকর -ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ১৮৯১ সালের ২৯ জুলাই চিরদিনের মতো পরপারের পথে পাড়ি দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর চিরদিনের মতো চলে গেলেন ঠিকই, কিন্তু আমাদের কাছে রেখে গেলেন তার রত্নসমতুল্য নিরন্তর কর্ম আর ভালোবাসা। আমরা তাকে প্রতিনিয়ত স্মরণ করছি এবং অনন্তকাল প্রজন্ম থেকে প্রজমান্তরে স্মরণ করেই যাবো।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

শুভ আর গ্রাম ছেড়ে যাবেনা

মোঃ তাইফুর রহমান

আবিদের চাচাতো ভাই শুভ ইতালি থাকে ওর মা-বাবার কাছে। ওখানে তার জন্মস্থান। শুভর বয়স সাত বছর। ওখানে সে শহরের একটি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। আর আবিদ বাংলাদেশের একটি গ্রামের স্কুলে একই শ্রেণীর ছাত্র। বয়সের দিক থেকেও প্রায় একই। কখনো শুভ বাংলাদেশে আসে নাই কিন্তু ও বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারে। ইতালির বাঙালি পাড়ায় ওদের বসবাস। সেখানে অনেক বাঙালি বসবাস করে। তার বাবা-মা সহ পূর্ব পুরুষদের বসতভিটা বাংলাদেশে। শুভ বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে মাকে বলল মা, “আমার শ্রেণি শিক্ষক বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু বলতে বলছে। মা তোমরাতো বাংলাদেশ ঘুরেছো আমিতো জীবনে একবারো যাইনি। আমি স্যারকে বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছুই বলতে পারি নাই।" মা বলল, "ঠিক আছে শুভ। এপ্রিল মাসের ছুটিতে আমরা বাংলাদেশের গ্রামের বাড়িতে যাব।" শুভ বলল, "ঠিক আছে মা, আমি আবিদ ভাইয়ের সাথে সময় কাটাবো।" আবিদ শুভর চাচাতো ভাই। আবিদকে শুভ সরাসরি না দেখলেও মোবাইলে ইতালি থেকে অনেক কথা বলেছে। মার্চ মাস শেষের দিকে। দিনে দিনে শুভর মনে কত আশা যোগ হতে থাকে। এখন পর্যন্ত সে বাংলাদেশে আসেনি। বাংলাদেশের আলো-বাতাস দেখেনি। দাদা-দাদী, নানা-নানী আরো কত আত্মীয়-স্বজন আছে। মা-বাবার কাছে শুনেছ তাদের কথা। চক্ষু মেলিয়া তাদের কাউকেই শুভর দেখা হয়নি। এপ্রিল মাস এসে গেল। শুভ কেবলমাত্র স্কুল থেকে ফিরছে। এর মধ্যে বাবা এসে বলল, "শুভ একটা সুখবর আছে।" শুভর মা বুঝতে পেরেছে তাই মিটমিট করে হাসছিল। শুভ বলল, "বাবা তাড়াতাড়ি বলে ফেলো।"

বাবা বলল, “হ্যা অবশ্যই বলব। শোনো শুভ, আমরা আগামী দিন প্রিয় বাংলাদেশে বেড়াতে যাব।" খুশিতে শুভ বিছানার উপর গড়াগড়ি খেতে লাগল। "আব্বু তুমি কি সত্যি বলছো? বাবা বলল, "হ্যা শুভ। আগামী দিন তুমি, আমি, তোমার মা আমরা তিনজন বাংলাদেশে যাব। সকাল নয়টায় আমাদের ফ্লাইট।" শুভদের বাসা থেকে খুব কাছেই বিমানবন্দর। বাবা শুভর মাকে বলল, "আমাদের সকাল আটটায় অবশ্যই বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকতে হবে।" শুভ খবর শুনে মহাখুশি। আজকে রাতে শুভ মাকে বলল, "মাগো তাড়াতাড়ি খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ব।" শুভর কথামত মা শুভকে খাবার দিলো। শুভ খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। শুভর বাবা-মা কাপড় চোপড় গুছিয়ে ব্যাগ ভরল। সবাই ঘুমিয়ে গেল। শুভ কতক্ষণ পর উঠে উঠে ঘড়ি দেখত লাগল। কখন সকাল হবে? বাইরে আলো দেখতে পেয়ে শুভ বুঝতে পারল সকাল হয়েছে। বাইরে বাবার কথার আওয়াজ টের পেয়ে শুভ ঘুম থেকে জাগলো। মা বলল, "কিছু খেয়ে নাও শুভ।" শুভর সাথে বাবা-মাও খেয়ে নিল। শুভর মা শুভকে ভালো কাপড় পড়তে বলল। শুভ তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে গেল। চোখে মুখে তার আনন্দের ছাপ। বাবা মা রেডি হয়ে সবাই বিমানবন্দরের দিক এগোতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই শুভরা বিমান বন্দরে এসে পৌছাল। শুভ ভাবতে লাগল কখন বাংলাদেশে যাবে? আবিদের সাথে দেখা করতে পারবে, দাদা-দাদী, নানা-নানী তাদেরকে দেখতে পারবে। এর মধ্যেই বিমানে লোক উঠতে বলল। শুভ বাবা মায়ের হাত ধরে বিমানে উঠে গেল। ভিতরে সবাই আসন গ্রহণ করল। কতক্ষণ পরে ঠিক সকাল নয়টায় বিমান বাংলাদেশের দিকে উড়াল দিল। কয়েক ঘণ্টা পর বিমান বাংলাদেশের একটি এয়ারপোর্টে পৌঁছাল। নিরাপদে শুভ, শুভর বাবা-মা বিমান থেকে নামল। এবার বিমান বন্দর থেকে বেরিয়ে বাইরে আসলো। একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সবাই কিছু খাবার খেয়ে নিল। খাবার খেয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে শুভ বাবা মায়ের সাথে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগোতে থাকল। শুভর বাবা গাড়ি খোঁজ করতে লাগল। শুভ এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

এতদিন ধরে বুকে লালন করা বাংলাদেশ দেখার স্বপ্ন বাস্তবায়ন শুরু হতে চলছে। শুভ বলল, "বাবা এই কি আমাদের গ্রামের বাড়ি?” বাবা হাসি দিয়ে বলল, "না পাগল এখনো অনেক দূরে গ্রাম।" কিছুক্ষণ পর বাবা বলল, "ওই একটি গাড়ি দেখা যাচ্ছে ওই গাড়িতে করে আমরা গ্রামে যাব।" মা বলল, "সাবধান শুভ! রাস্তায় দৌড়াদৌড়ি করবেনা। চলো আমরা গাড়িতে উঠি।" সকলে গাড়িতে উঠল। অনেক পথ। গাড়ি চলতে লাগল। প্রায় সন্ধ্যা হয়ে আসল। শুভ বলল, "মা আর কতক্ষণ লাগবে গ্রামে পৌঁছাতে?” মা বলল, "আর মাত্র ঘন্টা খানেক পথ।" মায়ের গল্প শুনতে শুনতে গাড়ি স্টেশনে পৌঁছল। বাবা বলল, "শুভ এখন নামতে হবে।" মা-বাবার হাত ধরে শুভ গাড়ি থেকে নামল। শুভ বলল, "বাবা আর কত পথ?” বাবা বলল, "এইতো বাবা, ওই রিকশায় করে আমাদের বাড়িতে যাওয়া যাবে।" বাবা একটা রিকশা ডাক দিল। সবাই রিকশায় উঠল। বিশ মিনিট পর রিকশা থামল। শুভ, শুভর বাবা, মা রিকশা থেকে নামল। বাবা বলল, "শুভ আর পাঁচ মিনিট হাঁটতে হবে।" সবাই মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে গ্রামের বাড়ির দরজা দেখতে পেল। মা বলল, "ওই যে শুভ। এইটা আমাদের বাড়ির দরজা।" দরজার কাছেই চাচাতো ভাই আবিদ, শুভর দাদা-দাদী, নানা-নানী আর অনেক আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত। সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। শুভকে সবাই কোলে তুলে নিল। শুভ কাউকে চিনতে পারল না। কেমন জানি সব অচেনা মনে হলো। কারণ শুভ জন্মগ্রহণ করেছে ইতালিতে। সে এই প্রথম বাবা-মায়ের সাথে দাদা বাড়ি বেড়াতে এসেছে। শুভর দাদি সবার সামনে খাবার দিল। শুভ রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। রাত অনেক হয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। দু-তিনদিনের মধ্যে শুভ সবার সাথে সখ্য গড়ে তুলল। একদিন সকালে আবিদ তার কাজিন শুভকে ডাক দিল। আবিদ বলল, "চলো শুভ আমরা পাঠশালায় যাই।" শুভ হাত মুখ ধুয়ে আবিদের সাথে চলে গেলো। গ্রামের মেঠো পথে হেঁটে হেঁটে তারা পাঠশালায় গেল। খুবই ভালো লাগলো শুভর। পাঠশালা থেকে ফিরে আসতে আবিদ শুভকে ধানক্ষেত দেখাল। নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে শুভ বেজায় খুশি। বলল আবিদ, “আমি কখনো এরকম সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারিনি।" বিকেল হলে আবিদ শুভকে নিয়ে খেলার মাঠে ঘুড়ি উড়ায়। শুভকে আর কে পায়? রাখাল ভাইয়ের সাথে আবিদ ও শুভর ভালোই আড্ডা জমে রোজ। প্রভাত হলে আবিদ শুভকে নিয়ে বকুল গাছের নিচে ফুল কুড়ায়। ফুলের মালা গাঁথে। কখনো কখনো কুয়াশার ভিতর মেঠো পথে হারিয়ে যায়। আবিদ একদিন শুভকে বলল, "শোনো আবিদ ইতালির শহরে ছিলাম। এমন সৌন্দর্য্য দেখিনি। গ্রামের এমন সৌন্দর্য্য উপভোগ করে আমি বিমোহিত।" আবিদ একদিন বিলে শুভকে নিয়ে শাপলা তুলতে ছুটে গেল। শুভর মুখে হাসি আর হাসি। কতই না আনন্দ! কি অপরূপ বাংলাদেশ! আবিদ ফুলবাগানে নিয়ে গেল শুভকে। প্রজাপতি নেচে নেচে খেলা করছে। আবিদ শুভকে মৌমাছি দেখিয়ে দিলো। পাখিরা আনন্দে গান করছে। আবিদ বলল, "শুভ তোমার কেমন লাগছে?” শুভ বলল, "বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আবিদ।" আবিদ মুচকি হেসে দিল। শুভ বলল, "ঘরে যেতে আমার মন চাইছে না আর। মনে হয় প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাই আবিদ।" আবিদের সাথে শুভ ঘাসবনে গিয়ে ফড়িং দেখে সময় কাটায়। বাবা একদিন আবিদকে গ্রামের হাটে নিয়ে গেল। হাটে বাবার সাথে শুভর ভালোই সময় কাটছে। বাবা শুভকে অনেক খেলনা কিনে দিল। গ্রামের বাজারে মনকাড়া খাবার খেয়ে শুভ খুব তৃপ্তি পেয়েছে। বাবাকে বলল, "বাবা আমি এই দেশ এই গ্রাম ভালোবাসি।" বাবা বলল, "এটা আমাদের অনেক প্রিয় দেশ। এটা আমাদের জন্মভূমি।" এদিকে চাচাতো ভাই আবিদ শুভকে নিয়ে নদীর কাছে যায়। পাল তোলা নৌকা দেখে শুভ অবাক হয়। জেলেদের মাছ ধরা নৌকা দেখে আবিদ বলল, "ওই দেখো শুভ জেলে ভাই মাছ ধরছে।"

জোৎস্না রাতে পুকুর ঘাটে পরিবারের সবাই একসাথে গল্প করে। হাসনাহেনা ফুলের ঘ্রাণে শুভ পাগল হয়ে যায়। রাতে শুভ দাদুর কাছে মজার গল্প শুনে। ফুলবনে জোনাকির আড্ডা দেখে শুভর মন দিশেহারা। আবিদ বলল, "শুভ শোনো এই দেশে ছয়টি ঋতু আছে। একেক ঋতুতে একেক সৌন্দর্য্য।" আবিদ গাছ থেকে পেয়ারা পেরে খায়। ঢিল মেরে কাঁচা আম খায়। আরো কত ফল। শুভ ফলের সব নাম জানে না। আবিদ সব পরিচয় করিয়ে দেয়। দখিনা বাতাসে ধানের মিষ্টি গন্ধ পেয়ে শুভ মনের মাঝে প্রশান্তি খুঁজে পায়। কয়েকদিন বেড়ানোর পর একদিন বাবা বলল, "শুভ আগামী পরশু আমাদের ফিরে যেতে হবে।" খবর শুনে তার মন খারাপ হয়ে গেল। শুভ বলল, "বাবা আমি আর ওখানে যাব না। ইট-পাথরের ভিতর বাস করা আমার ভালো লাগে না।" এই বলে সে মাকে জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করলো। "আমার এই দেশ অনেক ভালো লাগে। আমি এই দেশেই থাকতে চাই। এ দেশের ফুল-ফসলের মাঠ ছেড়ে আমি ইতালি কিছুতেই যাবনা।" কান্না শুনে বাবার চোখেও পানি এসে গেল। কতক্ষণ ভাবনার পর সিদ্ধান্ত নিল আর বলল, "কেউই ইতালি যাবনা শুভ। এখন থেকে এই গ্রামেই থাকব।" শুভর মা খবর শুনে সেও খুশি হলো। বাড়ির সবাই অনেক খুশি হলো। শুভকে আবিদের স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। শুভর মনে আনন্দের জোয়ার। মুয়াজ্জিনের মধুর আজানের সুরে শুভর প্রতিদিন ঘুম ভাঙে। পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে শুভর মন জুড়িয়ে যায়। পুকুরের তাজা মাছ আর ক্ষেতের তাজা শাক-সবজি শুভর অনেক প্রিয়। শুভর আর বিদেশ যাওয়া হলো না। বাংলার সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়ে এই দেশকেই সে বন্ধু বানিয়ে নিল।

শরৎকালে

সরোয়ার রানা

সাদা মেঘের প্রান্ত ছুঁয়ে
মেলল পাখি ডানা,
গোধূলি রং মাখতে তাদের
করবে না কেউ মানা।

রোদ-বৃষ্টির খুনসুটিতে
খেকশিয়ালের বিয়ে,
শরৎকালে উঠলো ডেকে
নজর-কাড়া টিয়ে।

রোদের ফাঁকে পড়ছে ঝরে
ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি,
উঠলো হেসে রংধনুটা
কি অপরূপ সৃষ্টি।

লক্ষ তারায় আকাশ ভরা
স্নিগ্ধ চাঁদের আলো,
শীতল হাওয়ায় প্রাণ জুড়িয়ে
মনটা থাকে ভালো।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14
28

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED
AT LOWEST PRICE

FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

TAX I SMSF I BUSINESS ADVISORY I BUSINESS ACCOUNTING

LOOKING TO SET UP AN SMSF?

Call 02 8041 7359

ONE STOP SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

GROW WITH US

- TAX AND GST
- SELF MANAGED SUPER FUND
- BUSINESS ACCOUNTING
- BUSINESS ADVISORY
- NEW BUSINESS DET UP
- ALL TYPES OF STATUTORY AND NON-STATUTORY REPORTING

GET
High Quality professional services with a competitive price!

Kinetic Partners
Chartered Accountants
132 Haldon Street Lakemba, NSW 2195
E: info@kineticpartners.com.au, www.kineticpartners.com.au

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস
Darwich Quality Meats
We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani
Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.
রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

- Goat $300
- Lamb $270
- Beef $350
- Whole lamb 6 way cut $210

Custer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Phone Number: 9759 2603
শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603
Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- 2 KG Beef Curry $17
- 2 KG Lamb/Goat Curry $ 25
- 3 Chicken (size 9-10) $15
- 5 KG Nuggets/Burger $50

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper। সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, October-2022
Year-14
30

তুমি
আবদুল বাতেন

তুমি হাঁটছো-
লাল গালিচায় ঢেকে যাচ্ছে পিচঢালা পথ
আর স্যালুট করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে
দু'পাশের সমস্ত অট্টালিকা

জীবনের শেষ পাথেয় সঞ্চয়
বেলাল মাসুদ হায়দার

বয়স চল্লিশ পার হলে কর্মক্ষমতা ব্যতিত
সবই মুল্যহীন। পঞ্চাশের পর চোখের কোলে কালি-
গাল পড়বে ভেঙ্গে; সৌন্দর্য কি রবে চেয়ে দেখবার?

ষাট পার হয়ে অবসর জীবন।
পদস্থ কর্মকর্তা, অফিমের পিয়ন
পরিচয় একটাই প্রাক্তন কর্মচারী।

সত্তর পার করে বড় বাড়ি- ছোট বাড়ি
কোন ভেদ নেই। ছেলে মেয়েরা তখন
সবাই ঘরছাড়া!

আশি আর নব্বই এর মাঝে এসে
অঢেল টাকা পয়সা সম্পদ থাকলেও
কোন লাভ নাই। চলাফেরা করার ক্ষমতাহীন
সাহায্যকারী চাই সর্বদা।

নব্বই এর পর
বয়সের ভারে ন্যুব্জ-শক্তিহীন জীবন
বিছানার শুয়ে শুয়ে দিন গোনা।
ঘুম আর জেগে থাকার
মাঝে পার্থক্য নেই জানা।

তারপরও এত অহংকার!
সময় থাকতেই করা উচিত সঞ্চয়-
শেষ জীবনের শেষ পথের পাথেয়।

শরৎ এলে
ইলিয়াছ হোসেন

বর্ষা গেলে শরৎ এলে
নদীর কূলে দেখা মেলে
শুভ্র কাশের বন,
নীল আকাশে মেঘের ভেলা
দিবা রাত্রি করে খেলা
দেখে ভরে মন।

শিউলি বেলি ফুলের বনে
ফড়িং নেচে আপন মনে
উল্লাস করে খুব,
উদর পূর্তি করার তরে
মাছ ধরতে সরোবরে
পানকৌড়ি দেয় ডুব।

মাঠের সবুজ দূর্বা ঘাসে
শুভ্র শিশির কণা হাসে
দিনমণির আভায়,
নৌকায় চড়ে বিলে ঝিলে
কিশোর পদ্ম শাপলা তুলে
পরম হরষ পায়।

পাকা তালের মৌ-মৌ ঘ্রাণে
হৃদ মাঝারে পুলক আনে
পিঠা খাওয়ার সময়,
খেত-খামারের সবুজ ধানে
সুখ খুঁজে পায় চাষী প্রাণে
হবে ক্ষুধার জয়।

শরৎ এসে রাঙিয়ে দিলো
মাঈনুদ্দিন মাহমুদ

নদীর কূলে শুভ্র সাদার খেলা
নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা,
তাই দেখে আজ ফুল পাখিদের দল
অনায়াসে বসায় খুশির মেলা।
গোমড়া মুখো আকাশ ছিল
শরৎ এসে রাঙিয়ে দিলো,
রুপের ছোঁয়া আহ কী মনোহর
হৃদয় আমার জুড়িয়ে দিলো।
শরৎ এলো শরৎ এলো রব
চারদিকে আজ খুশির কলরব,
রোজ প্রভাতে সূর্যদেবের হাসি
ধরার বুকে রাঙিয়ে দেয় সব।

দৃষ্টিহীন
শেখ বিপ্লব হোসেন

অসহনীয় দ্রব্যমূলের যাতনায়
সুখের পালক ক্রমশ খসে পড়ছে
প্রতিনিয়ত;
আবছা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে
মধ্যবৃত্ত ছমির আলীর পরিবার।
তার নামমাত্র আয়ে প্রায় অচল
রন্ধনশালা,
গত কয়েক বছরেও বেতনবৃদ্ধির
নাম গন্ধ নেই।
তার অফিসকর্তা দৃষ্টিহীন বলে
ওসব দৃষ্টির অগোচরেই রয়ে যায়।
ছমির আলী আজ বড়ই ক্লান্ত,
অভাবের সংসারে একটুসুখ
কিনতে পারেনি বলে অভিমানে
বাড়ি ফেরা হলো না তার...!

নৈঃশব্দের কাব্য
আয়শা সাথী

অবিনস্ত পরাজিত পক্তিমালাগুলো
কালের পরিক্রমায় অটল অবস্থানে,
পরিণতি- নিবিড়ে নৈঃশব্দের কাব্যগ্রন্থ।
নিশ্চুপ নিরবতাগুলো ক্রমশঃ
ভাঙে চূর্ণ বিচূর্ণ পিছুটান,
পথরোধ করে গতিহীন স্মৃতিচারণ।
জানান দেয় অমোঘ উপস্থিতি
দূর্বিনীত যত হতাশার প্রহসন,
খেই হারায় সাবলীলতা, চলমান ছন্দ।
সংযত চিত্তে তাই ভাগ্য বিধাতা
মুছে চলে আগামীর হাতছানিগুলো।
নিশ্চল অচলে ঠায় স্থবিরতা
নিরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ,
নিরাশার বালুচরে মুখ থুবরে পড়ে
সকল চাওয়া, পাওয়া- না পাওয়া।

অসহ্য, অসহনশীল বহমান ক্ষণকাল
দমবন্ধ আর্তনাদে গুমরে মরে।
মমত্বের আবেশে সুধায় কিছু জিজ্ঞেসা-
তোমার কি মন খারাপ...??
না...তো! এড়িয়ে চলা সহস্র প্রশ্ন !
চাপা দিতে অন্তহীন অভিযোগ
নিত্য মুখোশের অন্তরালে চলে
কতই না ছলা-কলা-অভিনয়!
মুখে এক চিলতে হাসি,
হাসির অন্তরালের ছাইচাপা অভিমান!
ব্যবচ্ছেদে ছেদ করার অব্যর্থ চেষ্টার
কেউ প্রয়োজনও মনে করে না।
কালের সমীকরণে প্রবহমান গল্পগুলো
আত্মদহনের লেলিহান দাবানলে
পুড়ে যায়, পুড়িয়েও যায়।
নতুন পংক্তিমালা সংযুক্তিতে
সমৃদ্ধ করে অর্ন্তভুক্ত পরাজয়।

জানা পর্যন্তই পরিসমাপ্তি,
ইতি টানে আগন্তুকের সব অজানা কৌতুহল...।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper | সত্যের সাথে সব সময়

মুদ্রিত ধ্রুপদ
নন্দিনী আরজু রুবী

তিরতির ঢেউ পদ্মার পাড় ঘেঁষে চিহ্ন রেখে গেছে
আমাদের বিধৌত পায়ের, কালের কোনো স্বাক্ষর নয়!
যেন কতশত শতাব্দীর চেনা পরিক্রমা।

উত্তরের অক্ষরেখা জুড়ে ভাসে-নদীমাতৃক প্রাচীন ধূলো।
উচাটন মন পানকৌড়ির মতো ডুবে ডুবে,
তুলে আনে মুদ্রিত-ধ্রুপদ-

স্বচ্ছ অনুধাবনে পরিতৃপ্তির নিবিড়তা,
বনস্পতির সুনিশ্চিত ছায়ার ভিতর আশ্রয়, আহা জীবন-
প্রহেলিকার অস্তমিত কলরব ছাপিয়ে উঠে আসে-
জন্ম-জন্মান্তরের গহীন-অতল ধ্বণি...।

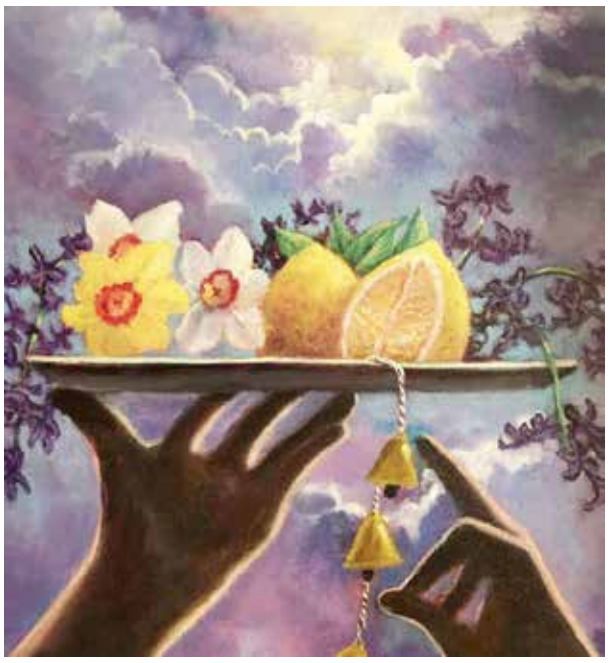

বোধের বিষব্যথা
রফিকুল ইসলাম

যৌক্তিক আশ্রয়ে কতটুকু তার প্রশ্রয়
অধিকারের তীব্র আহুতি মিলিয়ে গেছে
নিষ্ফল পথ বেয়ে□নিবিড় শূন্যতায়।
শোকের আর্তনাদ বাজে বিষাদি সুরে
পরিযায়ী পাখি উড়ে গেছে বহু দূরে—
মানবিকতা আজ মস্করার উজানে ভাসে
সহমর্মিতা যেন কত জনমের আচেনা,
স্বপ্নের মোহাবিষ্ট চোখে কপোতাক্ষের মূর্ছনা।
রঙিন ঘুড়ির বিকালটা আজ আর নেই—
মানুষের দূরত্বে জমে হিম শতাব্দীর নীরবতা,
সোনালি গোধূলি এখন বিবর্ণ তুমুল
উগ্র দ্যুতির কষ্টসাধ্য নগ্ন কৌতুক তামাশা।
চুম্বনের মত চুষে নিতে নিতে উন্মত্ত নেশা
ভুলে গেছে, শ্রমিক নারীর ব্লাউজ ভেজে
কিভাবে কতটা লবণাক্ত ঘামে,
পানির অভাবে যৌনাঙ্গের যন্ত্রণা জ্বালা
তৃষিত সময়ের কতটা দামে।
সীমানা কত দূর! কোথা এর শেষ?
আর কত উড়বে আকাশে ধূর্ত চিল,
দেবরাজ জিউস মনের কষ্টে কেঁদে ছিল
শুনেছি, কষ্টের সেই বৃষ্টির রঙ ছিল নীল।

ঝরা শেফালি
মেশকাতুন নাহার

শরতের শেষে স্নিগ্ধ হেমন্তে
সাদা কমলার পোশাকের আবরণে
শুভ্রতার হাসি মেখে সৌরভ ভরিয়ে দিতে
এসেছিলে মায়াবী রূপের ঝলকানিতে

তোমারই বর্ণচ্ছটায় উদ্যান উঠলো হেসে
ফোটা ফোটা শিশির বিন্দু তোমার অঙ্গে
যেন সদ্য স্নান করে আসা অপূর্ব রমণীর ভঙ্গিতে
মুক্তোর মতো স্ফুলিঙ্গ মাধুর্য দ্যুতিতে
হৃদয়ে শিহরণ জাগিয়ে তোলে
শেফালী তোমার পুষ্পরসের উপস্থিতিতে।

তোমারই শোভায় মিষ্ট ঘ্রাণে সুবাসিত সমীরণে
রাতভর কাননে সুরভি ছড়িয়ে
অনুরাগে ভরিয়ে দেয় মোহাবিষ্ট আবেশে
প্রচণ্ড অভিমানে ঝরে পড়ে সে প্রভাতে।

হঠাৎ প্রাতঃকালে এক প্রেমাস্পদ এসে
শিশির ভেজা স্নিগ্ধ রূপের শেফালী নিলো কুড়িয়ে
শুভ্র অভিমানীকে নিয়ে পরম যত্নে গাঁথে মালা
অঞ্জলি দেয় দেবীর চরণে
হৃদ মন্দিরে বসিয়ে সাজিয়ে পূজার ঢালা।

অমীমাংসিত বেদনার ভাগ
রফিকুল নাজিম

তুমি চলে যাওয়ার পর
আমি আলোর জন্য কখনো প্রার্থনায় বসিনি
নিগূঢ় অন্ধকারে বেদনাগুলো কেবলই নেড়েচেড়ে দেখেছি
এইসব বেদনায় আমার কোনো মালিকানা নেই
আমার কোনো অস্তিত্বও নেই।
একদিন এক টিকটিকি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল,
তাহলে এই গৃহপালিত দুঃখ ও হৃষ্টপুষ্ট বেদনাগুলো কার?

তখন আমারও টনক নড়েছিল
তাহলে আমি কার চুলে বেদনার নীল ফিতা বাঁধি
কার চুলে মিহি দাঁতের চিরুনি চালাই;
সুসৌম্য কষ্টের কর্ষিত জমিন ভেবে?
দুঃখের শীতল তেলে ভিজিয়ে দেই কার অমন ঘন কেশ?
আহা! আমার রাতগুলো কেবলই দীর্ঘতর হয়ে যায়।

এইসব অমীমাংসিত বেদনার মালিকানা বুঝে নিতে
আসে না আর কেউ!

মায়াবী বিকেল
এস ডি সুব্রত

বেপরোয়া মন যখন তখন
আবেগের ট্রেনে রাধার বৃন্দাবন
মিছিমিছি ছুটি পৃথিবী থেকে মঙ্গল
আঁধার নির্জনতায় নিশি যাপন
অপরূপ দেহ সৌষ্ঠব অনন্য কথন
নিঃসীম উত্তেজনায় অজান্তেই অবগাহন
ভাদ্রের খরতাপে এই আমি
মায়াবী বিকেলের প্রতীক্ষায় থাকি।

সমুদ্রের ডাকে
রমেন মজুমদার

দাঁড়িয়ে রয়েছি এক চিলতে পাথর নুড়ির শিরে!
শন শন শব্দ তরঙ্গ শুনি সিন্ধুর বুক জুড়ে...
সূর্যের শেষ রশ্মি ডুবু ডুবু প্রায় ওপার ঘিরে,
আমাকে যেতে হবে, দিতে হবে পাড়ি; সংশয় বুকে।

জন্মবন্ধন লিপিতে বদ্ধ, ফিরে যাবার পালা!
ঐশীর নির্দেশ! অর্থকড়ি থাক বা না থাক;-
জীবন্ত সমুদ্রের ডাকে কিনারে এগিয়ে যাও,
আছে কী তরণী ঘাটে? আছে কি নেবার কেউ?

সম্মুখ ঘিরে ব্যাঘ্র- কুমির, জ্বলন্ত তৈল সাগর!
কর্মকড়ি যদি না থাকে; তবে সাঁতার দাও;
দেখ, পার কিনা পার; যেতে আপন নিবাস!
নইলে সেথায় চির সমাধি সাগ্রহে বুক পেতে লও।।

যতদিন ছিলে জননী জঠরে,ততদিনই শান্তি;
নামিলে পাপ-পুণ্যের রাজ্যে! যাহার আদেশে;
তারে কী লভিলে কর্মে, সুখ-দুঃখ মাঝে?
স্বর্গের মোহ ভুলে, নিমিত্তে লইলে স্বার্থ টানি।

ওই ডাকে মহাসমুদ্র তোমারে; শুনতে পাও সে ডাক?
চাবুকের কষাঘাতে পিছনে যমরাজ হাকিছে সবারে!
আমি তাড়া খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি, পাথর নুড়িতে!
এক্ষুনি যবনিকা সাঁতার কাটতে হবে ধীরে ধীরে।

সুপ্রভাত সিডনি™
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, October-2022, Volume-14, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

AUS BEST
MECHANICAL & TYRE SERVICES
0404 365 172

স্থান পরিবর্তন
Relocated

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0404 365 172

442 Punchbowl Rd, Belmore (Inside Metro Patrol Station)

Suprovat Sydney Copy Right Protected

ZAY
WORKWEAR
New Workwear Collection

All kind of Workwear Wholesale Retail

100% Bangladeshi owned and operated

You can order with us
ebay | amazon | Etsy

অনলাইনে সরাসরি অর্ডার করুন
www.zayworkwear.com.au, help@zayworkwear.com.au
যোগাযোগ: 0433 143 318, 0470 465 622

আমাদের শোরুম
Zay workwear: Shop 20, Compass Centre, 83-99 North Tarrace, Bankstown NSW 2200

Suprovat Sydney Copy Right Protected